

MONOHUR DURPUN

OR 137

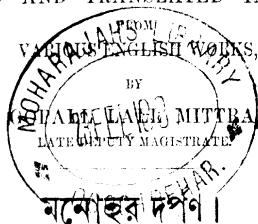
MIRROR OF ENCHANTMENT.

PART I.

CONTAINING

MOST AMUSING CHEMICAL, OPTICAL AND MAGICAL
WONDERS, ARITHMETICAL PUZZLES AND
TRICKS WITH CARDS.

COMPILED AND TRANSLATED IN BENGALI



প্রথম ভাগ।

রাসায়নিক এবং দৃষ্টি ভ্রমজনক মায়া বিদ্যা ঘটিত
অত্যশ্চর্য্য কৌতুক সকল বহুবিধ ইংরাজী
গ্রন্থ হইতে সংকলন পূর্ব্বক
ভূত পূর্ব্ব ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেট
শ্রীগোপাললাল মিত্র কর্তৃক অনুবাদিত।

CALCUTTA:

PRINTED BY M. GHOSH, AT THE BENTINCK PRESS,
19, MANGO LANE,

1873.

The Copy right is reserved.

ভূমিকা।

এতদেশীয় বালকাদি সমস্ত মনুষ্য মণ্ডলী ভেজবজি কারকদিগের চতুরতা দ্বারা বহুবিধ কৌতুক দর্শনে মুগ্ধ এবং চমৎকার জ্ঞান করিয়া পরম উল্লাসিত হওত অনির্বচনীয় প্রীতিলাভ করেন, আর সামান্য ব্যক্তিবর্গ তাহাদিগের রুদ্ধ পরস্পরায় সহজেই তাহাদের কুহকে পতিত হইয়া জ্ঞান করিয়া আসিতেছেন যে অবশ্য কোন ঐশিক শক্তি বা মন্ত্র বল ভিন্ন এরূপ কাৰ্য্য সম্পাদন হওয়া অতিশয় সুকঠিন, আর কিরূপে একপ্রকার মায়িক ব্যাপার অর্থৎ ভেল্কী হয় তাহার কারণানুসন্ধানে অত্যন্ত অভিলষিত হইলেন, কিন্তু অধুনা ঐরূপ রাসায়নিক ও দৃষ্টিভ্রমজনক মায়াবিদ্যা সম্বন্ধীয় অস্মদাদি কর্তৃক কৌতুক তরঙ্গিণী নামক ক্ষুদ্র পুস্তক ভিন্ন অত্ৰ কোন উত্তম গ্রন্থ না থাকাতে তত্তাবৎ রত্নান্ত দর্শন এবং অবগত হওনের স্পৃহায় মর্মার্থী মনুষ্য মণ্ডলীর মনের ব্যগ্রতাই সর্বদা বৃদ্ধি হয়। অতএব আমি দেশকাল পাত্র প্রভেদে বিবিধ চিন্তায় সুচতুর বালক রন্ধের হিতার্থে ও অজ্ঞ ব্যক্তিদ্বিগের মন্তাদিতে গাঢ় বিশ্বাস ও কুসংস্কার দূরকরণের নিমিত্তে ভরমায় ভর করত যথা সাধ্য বুদ্ধি ক্রমে প্রচুর যত্ন ও পরিশ্রম পূর্বক ইংলণ্ডীয় ও হিন্দি ভাষায় ভাষিত প্রসিদ্ধ গ্রন্থ হইতে ও অন্যান্য সুপারক বাজিকর এবং বন্ধুবর্গের সমীপে উৎকৃষ্ট অথচ স্বল্প ব্যয় সাধ্য সহজ সহজ পরীক্ষা সমস্ত গ্রন্থকর্তার নাম সহিত বহু যত্ন ও অনুসন্ধানে পরিশ্রম করত সংকলন পুরঃসর কতকগুলি স্বয়ং পরীক্ষা করিয়া সর্বসাধারণের বোধগম্য নিমিত্তে অতি সরল ভাষায় মনোহর দর্পণ নামক গ্রন্থের প্রথমভাগ প্রস্তুত করিয়া

আদৌ প্রকাশ করিলাম : ইহাতে রাসায়নিক অর্থাৎ কিমিয়া সম্বন্ধীয় এবং দৃষ্টি ভ্রমজনক মায়া বিজ্ঞা ঘটিত নানাবিধ অত্যাশ্চর্য্য কৌতুক অর্থাৎ ভোজবাজি, বৈরক্তিজনক অঙ্ক, তাম্র ক্রীড়া প্রভৃতি ও সেই সকল সম্পাদনের কৌশল বিশেষ রূপে বর্ণিত হইয়াছে। আর দ্বিতীয়ভাগে, প্রাকৃত মায়া বিদ্যা, পদার্থ বিজ্ঞান, বায়ু বিজ্ঞান, রাসায়নিক অর্থাৎ কিমিয়া বিদ্যা, মন্ত্র বিদ্যা, শিষ্প বিদ্যা, অত্যন্ত আনন্দজনক পরীক্ষা প্রভৃতি থাকিবে।

এই পুস্তকের লিখিত পরীক্ষা গুলিতে যে যে ইংরাজী বস্তুর নাম আছে, বাঙ্গালা ভাষায় ঐ সকলের প্রতিযোগী শব্দ এবং অর্থ সংক্ষেপে প্রকাশ করিবার কোন উপায় না থাকাতে তদ্ভাবাতেই রহিল ; দ্বিতীয় খণ্ডের প্রান্তভাগের টীকাতে সাধ্যানুসারে একত্রে লিখা যাইবে।

অপিচ মুদ্রাযন্ত্রের গোলযোগ কিম্বা অস্বাদ্যাদির ভ্রম বসত বা ইউক যদি বর্ণাশুদ্ধ ও ভাবার্থের ব্যত্যয় হইয়া থাকে সেই সমস্ত দ্বিতীয় ভাগ মুদ্রাঙ্কণ হইলে একেবারে শুদ্ধি পত্রে থাকিবে।

এইক্ষণে যে অভিপ্রায়ে মনোহর দর্পণের প্রথমভাগ প্রচারিত হইল, যদিষ্মাৎ ধিমান পাঠক মহোদয়গণের বিবেচনায় তাহা সম্পন্ন হইয়া থাকে, তাহা হইলে সকল সার্থক।

কৌতুকোত্তরঙ্গিণী, জ্ঞানচন্দ্রিকা, কলিকাতা ইউনিবারসিটি কোর্স) শব্দরত্নাবলী প্রভৃতির গ্রন্থকার

কলিকাতা,
চোরবাগান, ১নং যিট্রস লেন,
সেপ্টেম্বর ১৮৭৩।

শ্রীগোপাললাল মিত্র।



সূচী।

রাসায়নিক অর্থাৎ কিমিয়া সম্বন্ধীয় মায়া বিদ্যা।

	পৃষ্ঠা
গলিত সীসাতে অঙ্গুলি ডুবান	১
জ্বলন্ত অঙ্গার ভক্ষণ	২
রাবলার ব্লস্কের কাঁটা সম্বলিত চর্কণ	২
কটিকারি ব্লস্কের কাঁটা চর্কণ	২
মুখের আঘাত ব্যতিরেকে কাঁচের বোতল চর্কণ	২
ঐ অস্ত্রমতে	৩
অগ্নি স্তম্ভন ৩ মতে	৩, ৪
নিত্যগতি অর্থাৎ প্রস্তুতকৈ স্বয়ং ঘূর্ণয়মান করা	৬
বরফ হইতে আলো বাহির করা	৭
মায়াময় অর্থাৎ ভৌতিক ডিম্ব	৯
বোতলের মধ্য হইতে অগ্নির গুটীকা নির্গত হওয়া	১০
চাপনের দ্বারা অগ্নি উৎপন্ন করা	১০
একটি কাঁচপাত্রে চতুর্ভূত দর্শাইবার কোণাল...	১১
প্রশ্ন গণনা এবং লিখন দ্বারা মনের কথা বলা	১২, ১৩
জলে হাত ডুবাইলে জল না লাগা	১৪
বোতলের কোঁতুক	১৫
মায়াবৃত চামচ্যা দ্বারা রহস্ত্য করণ	১৫
কাম্য বোতল অর্থাৎ অভিলষিত পানীয় দ্রব্য একই	
বোতল হইতে দেওয়া	১৬

তৈলের পরিবর্তে জল দিয়া প্রদীপ জ্বালা	১৮
ভিজা প্রস্তর হইতে অগ্নি উৎপন্ন করণ	১৯
আশ্চর্য্য অগ্নি বাহা জল দিলেও নির্ব্বাণ হয় না	২০
অগ্নি ভক্ষণ এবং উত্তপ্ত লৌহ দণ্ড লেহন করণ	২০
কিবল এক লোহিত বর্ণজল পীত, লাল, ও কৃষ্ণ বর্ণ, করণ	২১
অগ্নির মুখস	২২
আপনার বাহুর তুল্য লৌহ ভগ্নকরণ	২৩
অন্যাসনে জ্বলনীয় পদার্থ জল দ্বারা প্রজ্বলিত করণ	২৩
মৃত মক্ষিকাকে জীবিত করণ	২৪
চূণকে হরিদ্রা বর্ণ করণ	৩৩
হস্ত দ্বারা স্পর্শ না করিয়া এক দ্রব দ্রব্যকে নীল লাইলেক বর্ণ করণ	৩৪
অগ্নির উপর নদীর প্রতিক্রিয়া দর্শাওন	৩৪
বিনা অগ্নিতে অন্ন পাক করিবার কৌশল	৩৫
গোলাপী, পীত, সবুজ, নীলবর্ণ মায়াক্রুত মণী	৩৮, ৩৯
অতি মনোহর কৌতুক	৩৯
বরুণের অগ্নি	৪১
অগ্নির উত্তাপ দ্বারা জল জমাট করণ	৪১
হাত রুমালের উন্নান প্রাপ্ত করণ	৪২
ঘর্ষণ দ্বারা দুইটা মিশ্রিত ধাতু দ্রব করণ	৪৩
নেবু ছেদন করিয়া শোণিত নির্গত করণ	৪৫
কোন মোকদ্দমার শুভাশুভ কহিবার পত্রাবলী করণ... ..	৪৬
ভয়ানক মূর্ত্তি ধারণ করণ	৪৭
কটা রঙের কাগজ এবং ফসফারস ঘর্ষণ দ্বারা দগ্ধ করণ	৪৮

উষ্ণ জলে অগ্নি প্রজ্জ্বলিত করা	৪৮
অগ্নিতে বাসকারী কুকলাসের ন্যায় অগ্নি ভক্ষণ করণ...				৫২
অদৃশ্য গ্যাস দৃশ্য করিবার কৌশল		৫৫
কপাত হইতে অতি সুন্দর এবং উজ্জল আলোকেরা	...			৫৬
একখাই স্তূপে জ্বলন্ত অঙ্গার বুলান		৬০
এক প্রকার ধাতু কাগজে করিয়া বাতির শিখায় গলান				৬২
বরফের বাতি প্রজ্জ্বলিত করণ		৬২
চুম্বকের চূর্ণ	৬৭
আলৌকিক মূর্তিধারণ পর্য্যক ভয় দর্শান		৬৮
বিনা অগ্নিস্পর্শে স্পিরিট মদিরা প্রজ্জ্বলিত করণ	...			৬৮
খনিজ বহুকপা প্রস্তুত করণের প্রক্রিয়া		৭০
সকল প্রকার পক্ষিকে বশীভূত করা		৭২
ভৌতিক মাঝান প্রস্তুত করণের কৌশল		৭২
ছাগ পটপটী অথবা পাতলা চর্মের মধ্য, বায়ু বিনা				
ক্ষীত করা	৭৬
বস্ত্রোপরি অগ্নি ক্রীড়া দর্শাইবার কৌশল		৭৪
জলোপরি অগ্নির ঘূর্ণারমান গতি		৭৬
সভার সকল ব্যক্তির মুখ ভয়ানক দর্শান		৭৬
দুই শীতল বস্তু দ্বারা অগ্নি প্রজ্জ্বলিত করণ		৭৭
তামাকু পাইপ দ্বারা কামানের ত্রায় শব্দ করা	...			৭৭
বিনা অগ্নিতে তরল বস্তু উত্তপ্ত করিয়া ফুটান	...			৭৮
জলোপরি অগ্নির তরঙ্গ দর্শাণ		৭৯
দ্রব্যাদি অগ্নিতে নিক্ষেপ করিলে দগ্ধ হয় না	...			৮০
এক কাঁচ পাত্রে এককালে ত্রিবিধ রঙ দর্শান	...			৮০

কাগজের মুচিতে ধাতু বস্তু দ্রব করা ...	৮৪
জল জমান এবং পুনরায় দ্রব (পাতলা) করা ...	৮৫
নেবু উড়াইবার কৌশল ...	৮৫
বিনা অগ্নিতে জোয়ারা শর্য ভাজা ...	৮৬
হস্তোপরি শর্যপ জন্ম ইবার কৌশল ...	৮৭
একরূপ চূর্ণ কিবল বায়ু সংলগ্নে প্রজ্জ্বলিত হয় ...	৮৭
নেকড়ার পুঁটলিতে এক ফোঁটা জল দিলে প্রজ্জ্বলিত হয় ...	৮৮
শর্য পরি অগ্নি ক্রীড়া ...	৮৮
ঝড় রুখিতে প্রদীপ নির্মাণ না হওয়া ...	৮৮
কপোতের অণ্ডের খোসার উপরের লিখন ডিম্ব কুটিলে	
শাবকের গ ত্রে প্রকাশ হওয়া ...	৮৯
জলমধ্যে অগ্নির গিরি নির্মাণ করণ ...	৮৯
দুই ধাতু দ্রব্য সহজে মিশ্রিত এবং পৃথক করা ...	৮৯
উত্তপ্ত জলে পূর্ণ টী ক্যাটেল বা হাঁড়ি হস্তে রাখা ...	৯১
ঐন্দ্রজালিক অণ্ড ...	৯২
দুই অদৃশ্য গন্ধযুক্ত দ্রব্যকে দৃশ্যমান গন্ধহীন এক	
দ্রব্য করা ...	৯৩
বস্ত্রোপরে হোম করণের কৌশল ...	৯৮
হাতে জ্বলন্ত অঙ্গার রাখিয়া ধূনা জ্বলাওন ...	৯৮
ঐ প্রকারান্তর ...	৯৯
বিনা বাকুদে কিবল জল দিয়া অগ্নির পটকা ছোঁড়া ...	৯৯
কাগজে অগ্নিময় অক্ষর লিখিলে কাগজ দগ্ধ না হওয়া ...	১০১
জ্বলন্ত কমাল মস্তকোপরি রাখা ...	১০৫
জীবিত পক্ষী ঘৃতে ভাজিলেও মরে না ...	১০৫

জলদ্বারা বাতি জ্বালাওন	১০৫
কোন লিপিকে প্রজ্জ্বলিত করিলে দগ্ধ হয় না	১০৬
কৃত্রিম আলেয়া প্রস্তুত করণের প্রণালী	১০৬

দৃষ্টি ভ্রমজনক মায়া বিদ্যা

বউলাহীন কাষ্ঠ পাখুকা পায়ে দিয়া চলা	৪,৫,
একগাছ খড় দিয়া বোতল শূন্যে তোলা	৫
দর্পণের উপর ডিম্ব দণ্ডায়মান করণ	৬
স্বয়ং গমনক্ষম স্তম্ভ	৭
ভৌতিক বোতল	৬
কোন পক্ষিকে মৃত প্রায় করিয়া পুনঃ সজীব করা	৮
মূর্তির ছবি দৃশ্য এবং অদৃশ্য করা	৯
ছেদন করা ফিতা বা লেশ যোড় দেওয়া	১০
আজ্ঞাকারী জলপাত্র প্রস্তুত করণ	২৪
আজ্ঞাকারী ট্যাক ঘড়ি	২৪
আপেল ফল আন্ত রাখিয়া শাঁস খণ্ড করণ	২৫
মোহিত করা জল	২৬
সজীব রূপার দিকি	২৬
এক খোরা কালী স্বর্ণ মণ্ডা সহিত জল করা	২৭
আঘাত ব্যতিরেকে নাসিকা ও হস্তাদি ছেদন করণ	২৯
রেশমের কমাল হইতে বাতাস প্রভৃতি বাহির করা	৩১
পুস্তকিণীর এক ঘাটে দুগ্ধ ঢালিয়া অন্য ঘাটে তোলা	৩২
কাঁচ পাত্রে উপর কাটি ভাঙ্গিবার কৌশল	৩৫
বোলার নৃত্য অর্থাৎ গুটিকা নাচাওন	৩৬

বিনা ক্রেশে মস্তকোপরি উমান রাখিয়া ভাজা ভাজা...	৩৭
হালকা কাষ্ঠ জল মধ্যে ডুবাইয়া রাখা	৪০
বধীরের শ্রবণ শক্তি হওয়া	৪২
পয়সা বা টাকা কুপে নিক্ষেপ করিয়া উত্তোলন করণ...	৪৩
কুক্কুটকে মোহিত করণ	৪৪
মুদ্রার কোঁতুক	৪৪
তিন চারি রঙ একত্রে ভক্ষণ করিয়া পৃথক বাহির করা	৪৬
বড় হ্যাট টুপিতে ডিম্বের পিষ্টক ভাজা	৪৯
জীবিত মৎস্য ক্ষুদ্র মুখ যুক্ত বোতলে পুরিয়া জীবিত রাখা	৫০
মেঘ বা ছাগের পটপটীর নৃত্য	৫৩
মৎস্য ধরা ঘুনি বা চালনী করিয়া জল তোলা ...	৫৩
রেশমের কমাল পোড়াইয়া মোমবাতি হইতে বাহির করা	৫৪
মায়াকৃত পুস্তক প্রস্তুত করিবার কৌশল	৫৬
সূচীর অগ্রভাগে অঙ্গুলীর ধারদিক রাখিয়া ঘূরণ ...	৫৭
স্বর্ণ বা রৌপ্য মুদ্রা চিরিয়া দ্বিভাগ করা	৫৮
ছুরি হইতে বিয়ার সুরা নির্গত করা	৫৯
লৌহ চিম্টা নিদ্রাড়াইয়া জল বাহির করা	৬০
গওদেশে কুলুপ দিয়া চাবি বন্ধ করা	৬১
কোন আঘাত ব্যতিরেকে শরীরে ছোঁরা বেঙ্কা ...	৬১
কোন ব্যক্তির কোট জ্যাকেট সমস্ত বস্ত্র পরা থাকিবে অথচ কামিজ খুলিয়া লওয়া	৬৩
ঐন্দ্রজালিক বা মায়িক পেঁটরা	৬৪
মনুষ্যকে অদৃশ্য করা	৬৬

হস্তের প্রথমাস্থলির অগ্রভাগে ছড়ি খাড়া রাখা ...	৬৯
কৃত্রিম রুক্ষি এবং শিলা পতন ...	৭১
দুই তিন দণ্ডের মধ্যে অস্ত্র লিছু রক্ষ জমাইয়া কাঁচা	
ও পাক ফল ফলান ...	৭৩, ৭৪
সঙ্কটাপন্ন জলপাত্র শূন্যে রাখন ...	৭৫
লোহিত বর্ণ তপ্ত লৌহ গুটীকা দন্ত দ্বারা তোলা ...	৭৬
ঝড় এবং নির্ঝরাস এককালীন দেখাওন ...	৭৮
লৌহ শিকদ্বারা তণ্ডুল পূর্ণ কলসী তোলা ...	৭৯
এক গাড়ু জল মাত গাড়ু করা ...	ঐ
চিহ্নিত করা মুদ্রা উড়াইয়া পুনরায় বাহির করা ...	৮১
এক মুকোঁষাতে একখণ্ড প্রস্তর ভগ্ন করণ ...	৮২
রহস্য বার্তকী প্রভৃতি ফলে প্রস্তর খুলান ...	৮৩
মৃত মনুষ্যের মুণ্ডকে কথা কহান ...	৮৫
শূন্য কাঁচপাত্রে প্রজ্জ্বলিত বাতি রাখিয়া জল উৎপন্ন করা	৮৬
কেদেরায় শয়ন করিয়া মধ্যের কেদেরা টানিয়া নিজে	
না পড়া ...	৯০
দড়িতে গাথা ওঠী গোলা দড়ি না ছিঁড়িয়া বাহির করা...	৯২
সতী করার বাজী ...	৯৩
চাবি বন্ধ করা বাস্তব হইতে বিনাস্পর্শে অক্ষুরী উড়ান...	৯৪
অঙ্কাকারী ঝর্ণা ...	৯৫
ছুঁচ কিম্বা লোহার পাতের পক্ষী শূন্যে রাখা...	৯৭
স্বয়ং রজ্জু বন্ধন খুলিবার আশ্চর্য্য কোশল ...	ঐ
আজ্ঞাকারী ভূত ...	৯৯
ভ্রমণকারী ডিম্ব ...	১০১

ছুরিরদ্বারা সঁকো গড়িবার কোশল	১০২
অয়ং হত্যাকারী নটনটী	১০৩
কাপড়ের উপর ক্ষই কিম্বা মুড়ী ভাজা	১০৩
একই বোতল হইতে মদিরা ও কুকুট বাহির করা	১০৪
সূত্র কাটিয়া দগ্ধ করিয়া পূর্বের ন্যায় করা	১০৭
হস্তের কমাল খণ্ড খণ্ড করিয়া পূর্বের ন্যায় করা	১০৮
অণু হইতে জীবিত পাখায়ুক্ত পক্ষী বাহির করা	১০৯
নির্ব্যাণ বাতি আশ্চর্যরূপে পুন প্রজ্জ্বলিত করা	১১০
অদগ্ধনীয় সূত্র	১১১
কাপড় আড়াল দিয়া সিকার করিলে কাপড়ে দাগ			
না হওয়া	১১১
আশ্চর্য রঙ	১১২

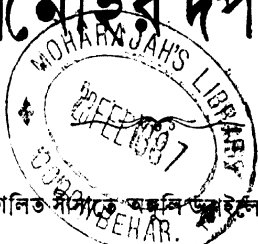
বৈরক্তিজমক অঙ্ক ।

অসম্ভব এবং পেঁচাও কথা, বিখ্যাত ৪৫ সংখ্যা	...	১১২
নেড়িয়া বাঘ ছাগল এবং কপিশাক	...	১১৩
মোছা অঙ্ক আটকালে বলা	...	১১৪
অসাধ্য সাধন...	১১৫
কোন সংখ্যা মনে করিলে বলিবার সঙ্কেত	...	১১৫/১১৬
মনস্থ অঙ্কর বলিবার সঙ্কেত	...	১১৬

তাসক্রীড়া ।

তাসকে পক্ষী করা	...	১১৭
প্যাকের মধ্য হইতে লক্ষ দিয়া তাস বাহির হওয়া	...	১১৮
মনস্থ তাস বলিবার সঙ্কেত	...	১১৯
ইচ্ছা মত তাস চাহিলে না দেখিয়া দেওয়া	...	১২০

মনোহর দর্পণ ।



গলিত সীসাতে অঙ্গুলি ডুবাইলে অঙ্গুলি
দক্ষ না হওন ।

বোল আরমেনিক দুই ঔন্স, পারা ১ এক ঔন্স, কপূর
অর্দ্ধ ঔন্স, ত্রাণ্ডি ২ দুই ঔন্স, এই কয়েক দ্রব্য একত্রে পিত্ত-
লের হামাম দিস্তাতে পেসন করিয়া হস্তে মর্দন করিয়া
কোন পাত্রস্থিত গলিত সীসাতে অঙ্গুলি ডুবাইলে অঙ্গুলি
দক্ষ হইবে না ইতি । লেবোরেটরি অব ইন্সকুলআবটস ।

জ্বলন্ত অঙ্গার ভক্ষণ করিলে মুখের কিছুমাত্র

হানিজনক হয় না ।

প্রথম অতিগোপনে কিঞ্চিৎ কপূর কিয়া আকরকোরা
চর্ষণ করনানন্তর দস্তুর কমে রাখিয়া অতিলঘু অর্থাৎ
হালকাকয়লা, যথা আকন্দ, খলসে প্রভৃতি অঙ্গার মুখমধ্যে
চিমটা দ্বারা ধরিয়া দিলে কিছুমাত্র হানিজনক হয় না
তদর্শনে দর্শকেরা আশ্চর্য্য জ্ঞান করিবেন ।

বাবলারূক্ষের ক্ষুদ্রক্ষুদ্র শাখা কণ্টক সম্বলিত চর্ষণ করিলে
মুখের হানিজনক না হইবার কৌশল ।

কৌতুক দেখাইবার অগ্রে অভিগোপনে ঘলঘমা পুষ্পের
গাছের পত্র চর্ষণ করিয়া বাবলারূক্ষের ছোট ছোট শাখা
সম্বলিত অনায়াসে চর্ষণ করা যায় মুখে কিছুমাত্র আঘাত
হয় না ।

কণ্টিকারি রূক্ষের কাঁটা সম্বলিত চর্ষণ
করিবার কৌশল ।

কৌতুক আরম্ভ করিবার অগ্রে কিঞ্চিৎ জামপাতা
চর্ষণ করিয়া রস মুখের মধ্যে রাখিয়া কণ্টক সম্বলিত কণ্টি-
কারি রূক্ষ অক্লেশে চর্ষণ করা যাইবে কোন আঘাত
হইবে না ।

ইন্দ্রজাল পুস্তক ।

মুখের কোন আঘাত ব্যতিরেকে কাঁচের বোতল
অনায়াসে চর্ষণ করিবার গুপ্তকথা ।

প্রথমে কৌতুক দর্শাইবার অগ্রে গোপনে মুখে আদা
কিষা আমকলশাক চর্ষণ করিয়া ফরাশীশ কিষা বিলাতি
শ্বেত বর্ণ কাঁচের বোতলের গলদেশে ভগ্ন করিয়া নিক্ষেপ
করণানন্তর অন্য অংশ অনায়াসে চর্ষণ করা যায়, মুখে
কিষা দন্তে কোন আঘাত হয় না, কিন্তু কাঁচ চূর্ণ সমস্ত
গ্রাস না করিয়া সাবধানে মুখ হইতে নিক্ষেপ করিবে,
তদ্রূপে দর্শকগণ চমৎকৃত হইবেন ।

বোতল চর্ষণ অন্যমতে ।

কতকগুলি পাতলা বোতল ভাঙ্গা অগ্নিতে দক্ষ করিয়া
 আদার রস দিয়া নিৰ্কাণ করিবে, কোঁতুক দেখাইবার সময়
 *এ দক্ষ করা বোতলভাঙ্গাগুলি চৰ্ৰণ করিলে মুখের কোন
 হানি হয় না।

অগ্নিস্তম্ভন অর্থাৎ জ্বলন্ত সন্নিতার তৈল হস্তের তালুকা-

পরে নিষ্ক্ষেপ করিলে হস্ত দক্ষ হয় না।

কৌতুক দর্শাইবার অগ্রে কিঞ্চিৎ লবণ স্বপ্প জল
দিয়া হস্তের তালু এবং সকল অঙ্গুলিতে গোপনে মাখাইয়া
রাখিবে, কেহ জানিতে না পারে, তদনন্তর কাপড়ের সলিতা
প্রস্তুত করিয়া তৈলে ডুবাইয়া প্রজ্জ্বলিত করিয়া অন্য
কোন ব্যক্তিকে তোমার আপনার হস্তের তালুর উপর
ধরিতে বলিবে, সলিতার তৈল হস্তের তালুতে
পাড়িতে থাকিবে, তাহাতে হস্তের তালুকা কিছুমাত্র দগ্ধ
হইবে না, এবং দর্শকেরা অতি আশ্চর্য্যাজ্ঞান করিয়া মনে
করিবেন যে অবশ্য কোন ঐদবশক্তি দ্বারা হইয়া থাকিবে।
কিন্তু তৎকালীন দুই হস্তের তালু ঘর্ষণ করিতে থাকিবে।

ইঙ্গাজাল ।

অগ্নিস্তম্বন যতাস্তরে ।

আকরকোরা হরিতকীর আঁটিখুতরার বীজ ভেরেণ্ডার
রসে পেসন করিয়া হস্তে মাখাইয়া অঙ্গার রাখিলে তাহা দক্ষ
হয় না।

অগ্নিস্তম্ভন অন্যমতে ।

কটকিরী আফিঙ্গ সামরলবণ আর কতীলা (একপ্রকার গোঁদ) এবং কুক্কুটের ডিম্বের খোসা ও পীরদ এই কয়েক জব্য ছিরকাতে একত্রে পেসন করিয়া হাতে মর্দন করণামন্তর অগ্নি বা জ্বলন্ত অঙ্গার ধারণ করিলে হস্ত দগ্ধ হয় না ।

ভানুমতি ইন্দ্রজাল ।

বউলাহীন কাষ্ঠপাটুকা (অর্থাৎ যে খড়মের বউলানাংই)
পায়ে দিয়া অনায়ামে চলিয়া বেড়াইবার কোশল ।

আকন্দ,পালিতা মাদার,অথবা অপর কোন প্রকার হাল্কা কাষ্ঠের এক জোড়া কাষ্ঠপাটুকা (খড়ম) নির্মাণ করাইয়া প্রস্তুত রাখিবে, পরন্তু আরব দেশীয় গোঁদ বাবলার আঠা কিম্বা হিন্দি ভাষায় লাসোড়া কহে সেই ফলের আঠা স্বল্প পরিমাণে জলে ভিজাইয়া ঐ আঠা খড়মে মাখাইয়া উত্তমরূপে শুষ্ক করিয়া প্রস্তুত রাখিবে । এই কার্য্য সকলের অজ্ঞাতসারে পূর্কালে প্রস্তুত করিবে, তৎপরে কৌতুক দেখা-ইবার সময় দর্শকদিগের দশ পনের হস্ত অন্তরে থাকিয়া আপনার পাদদ্বয় জল দিয়া ধোত করিয়া আপনার হস্ত দ্বারা পায়ের তালুকা নামমাত্র মুছিয়া দর্শকদিগকে বলিবে, যে তোমরা সকলে দৃষ্টি কর আমার পায়ে কিছু নাই বলিয়া খড়ম পায়ে দিয়া ইতস্তত ভ্রমণ করিতে থাকিবে; খড়ম পা হইতে খুলিবে না, তদ্রূপে সন্তোষ সমস্ত দর্শকেরা বিশেষত অজ্ঞ লোকেরা বিবেচনা করিবেন যে অবশ্য কোন মন্ত্রবলে হইয়া থাকিবে এবং ধন্যবাদ করিবেন । ইন্দ্রজাল ।

বউলাহীন খড়ম পায়ে দিয়া বেড়াওন প্রকারান্তরে ।

শ্বেতকূচ জল দিয়া বাটিয়া কাষ্ঠপাদুকাতে মাখাইয়া
স্বীয় পাদদ্বয় জলে ধৌত করিয়া পরে খড়ম পায়ে দিয়া
বেড়াইলে খড়ম খুলিবে না । ভানুমতি ইন্দ্রজাল ।

একগাছ তৃণ (খড়) দিয়া বোতল শূন্য
তুলিবার কৌশল ।

• প্রথমে এক গাছ খড়ের গোড়ারদিক দর্শকদিগের
অগোচরে বাকাইয়া ভুজের আকৃতি করিয়া মুছড়িয়া ঐ বক্র
দিক বোতলের মধ্যে এমত করিয়া পুরিবে, যে পার্শ্বে ঠেকিয়া

প্রতিরূপ ।



আটকাইয়া থাকিবে, তখন খড়ের
আগার দিক ধরিয়া বোতল অনাসে
শূন্যে তোলা গাইবে পড়িবে না, এই
আকৃতি দৃষ্টি কর ইহা দৃষ্টে সত্যস্থ
লোকেরা চমৎকৃত হইবেন, কিন্তু খড়
গাছা ভঙ্গ না হয় তাল শব্দ দেখিয়া
লইবে, ভাঙ্গা হইলে তোলা যায় না ।

বয়েস ওম্বুক ।

দর্পণের উপর অস্ত্র (ডিম্ব) দণ্ডায়মান
করিবার কৌশল ।

কোন চৌরস স্থানে অর্থাৎ যে ভূমি উচ্চ বা নীচ না
হয় এমত জায়গায় একটা টেবিল কিম্বা পিঁড়া প্রভৃতি কোন
কাষ্ঠ সমান করিয়া বসাইয়া তাহার উপর এক খামি দর্পণ

রাখিয়া যৎকিঞ্চিৎ জল তাহাতে ঢালিলে যদ্যপি কোন দিগে গড়াইয়া না যায় মধ্যস্থলে স্থির থাকে তাহা হইলে জানিবে কোন দিকে উচ্চ নীচ নাই, তখন হংস কিম্বা কুক্কূটের একটী সদ্যজাত অণ্ড লইয়া এমত করিয়া নাড়িবে, যেন অণ্ডের মধ্যের পীতবর্ণ কুমম এবং শ্বেতবর্ণ লাল দ্রব্য উত্তমরূপে মিশ্রিত হয়, তৎপরে স্থির হস্তে অণ্ডটী সমান করিয়া অর্থাৎ কোন দিগে ভারি না হয় এবং অগ্রভাগ নিম্নে থাকে, এইরূপ করিয়া রাখিলে দণ্ডায়মান থাকিবে, পরে স্পর্শ না করিয়া অন্তরে থাকিলে কদাচ ডিম্বটী পড়িবে না । কিন্তু প্রথমে ডিম্বের স্বাভাবিক অবস্থায় সভাস্থ কোন ব্যক্তির হস্তে দিলে কদাচ ঝাড়া রাখিতে পারিবে না, আর গোপনে ডিম্বের মধ্যস্থিত কুমম ও শুভ্রবর্ণ পদার্থ বিলক্ষণ করিয়া অনেক ক্ষণ পর্য্যন্ত নাড়িয়া একত্র মিশ্রিত করিবে ।

নিত্যগতি অর্থাৎ প্রস্তুতকৈ স্বয়ং ঘূর্ণায়মান করণের
আশ্চর্য্য কৌশল ।

এক কাঁচের পাত্রে একোয়াফরটিস (যবাক্ষারাল) ঢালিয়া লৌহচূর্ণ কিম্বা ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র লৌহ খণ্ড তাহাতে নিক্ষেপ করিলে দুই ঘণ্টা কাল পরে একোয়াফরটিস লৌহ চূর্ণকে শোষণ করিবে, তখন একটা বড় মুখযুক্ত এক বুরুলপ্রস্থ (কাঁদাল) বোতলে ঐ সমস্ত ঢালিয়া তাহাতে টেপিস ক্যালামিনেরিস নামক প্রস্তুত একতাল নিক্ষেপ করিলে ঐ প্রস্তুতের নিত্য ঘূর্ণায়মান গতি হইবে, অর্থাৎ আপনি ক্রমাগত ঘুরিতে থাকিবে ।

বয়েস ওলবুক ।

স্বয়ং গমনক্ষম স্তম্ভ ।

প্রথমে একখানি কাগজের কিম্বা সোলা প্রভৃতি অন্য কোন হালকা দ্রব্যের স্তম্ভাকৃতি একটি খোল প্রস্তুত করিয়া গোপনে তাহার মধ্যে একটি গোবরাপোকা কিম্বা ক্ষুদ্র ঐরূপ অন্য কোন কীট প্রবেশ করাইয়া টেবিলের উপর রাখিলে কীটটি কদ্ধাবস্থা হইতে মুক্ত হইবার নিমিত্তে চেষ্টা পাইতে থাকিয়া ঐ টেবিলের চারিদিকে ধ্বরে ধারে ইতস্তত ভ্রমণ করিতে থাকিবে ; কিন্তু ভয়ক্রমে পড়িবে না, অজ্ঞ ব্যক্তির কারণ না জানিয়া মনে করিবেন যে স্তম্ভ আপনি চলিতেছে । বয়েসওনবুক ।

বরফ হইতে আলো বাহির করিবার

অতি সহজ কৌশল ।

একটি সিমপত্র লইয়া এক খণ্ড বরফের উপর সজোরে আঘাত করিলে, তৎক্ষণাৎ হইতে অগ্নির শিখা নির্গত হইয়া অদৃশ্য হইবে, কিন্তু ঐ বরফকে অল্প ছিद्र করিয়া তাহার মধ্যে সিমপত্র দিলে, যতক্ষণ পর্য্যন্ত পত্র না দ্রবীভূত হয় ততক্ষণ অগ্নির প্রভা দৃশ্য হইতে থাকিবে, তদ্ব্যতীত দর্শকেরা আশ্চর্য্য জ্ঞান করিবেন । পারস্য গ্রন্থ ।

ভৌতিক বোতল ।

প্রথমত একটী সামান্য কৃষ্ণবর্ণ বিলাতি বোতলের তলদেশে হিরার কলম দ্বারা কতকগুলি ছিद्र করিয়া রাখিবে,

পরে একটি গামলা কিম্বা বড় খোঁরা জলে পূর্ণ করিয়া
 ঐ বোতলটী তাহাতে এমত করিয়া ডুবাইয়া রাখিবে যেন
 বোতলের গলদেশ জলোপরি অর্থাৎ অনেক উর্দ্ধে উঠিয়া
 থাকে, তদনন্তর একটা চীন নির্মিত কুঁদিল কদলি পত্র
 কিম্বা কাগজের চোদ্দা দ্বারা বোতলে জলপূর্ণ করিয়া
 ছিপি দিয়া বোতলের মুখ উত্তমরূপে বদ্ধ করিবে; তৎ
 পরে জল হইতে বোতল শূন্য তুলিয়া দেখিবে, যেন
 তলার ছিদ্র দিয়া জল চুইয়া পড়ে না; তখন বস্ত্র দিয়া
 বোতলের গাত্র ও তলদেশ ভাল করিয়া মুছিয়া সতমধ্যে
 আনিয়া কোন ব্যক্তিকে ধারণ করিতে দিয়া বলিবে, যে
 বোতলে নির্মূল এবং শীতল বারি আছে তোমরা পান
 কর, তখন ঐ ব্যক্তি বোতলের ছিপি খুলিলামাত্র নিম্নের
 ছিদ্র দিয়া জল ঝর্ ঝর্ করিয়া পড়িতে থাকিবে তাহাতে
 দর্শকেরা আশ্চর্য্য জ্ঞান করিয়া কোন অলৌকিক শক্তি
 দ্বারা হওয়া বিবেচনা করিবেন; কিন্তু বিজ্ঞানশাস্ত্রজ্ঞ
 মহোদয়েরা অনায়াসেই বুঝিতে পারিবেন, যে ইহার
 কারণ বায়ুকদ্ধ করা ভিন্ন অন্য নহে। বয়েসওনবুক।

কোন পক্ষিকে মোহিত করিয়া র্ত্তপ্রায় করণ এবং

পুনঃ সজীব করিবার কৌশল।

কোন এক প্রকার পক্ষী একটী লইয়া টেবিলের উপর
 শয়ন করাইয়া একটী ছোট পালক লইয়া ঐ পক্ষিব
 চক্ষুর নিকট আন্দোলন করিতে থাকিবে, তাহাতে পক্ষী

মোহিত হইয়া মৃতপ্রায় হইবে; ঐ পালখটী অন্তরে রাখিলে পুনঃ জীবিত হইবে। ও পালখের গোড়ার দিক পক্ষিকে পরিতে দিলে আঁকড়িয়া ধরিয়া ঘূর্ণায়মান হইতে থাকিবে, এবং গড়াইলে শুকপক্ষির ন্যায় উলট পালট করিবে, এবং যে দিগে ইচ্ছা সেই দিগে পক্ষিকে ঘোরান যাইবে।

মূর্তির ছবি দৃশ্য এবং অদৃশ্য করিবার কৌশল ।

ফ্রান্সদেশের মৃত্তিকা মধ্যে এক প্রকার সতৈল চাক খড়ি জন্মে এবং প্রায়ই সকল অইলমানমোরেয় দোকানে বিক্রয় হইয়া থাকে, তাহার এক অসাধারণ গুণ আছে, তাহা এই, চাক দিয়া কোন আয়নাতে মূর্তি অঙ্কিত করিয়া তাহাতে বহিমুখ শ্বাস দিলে ঐ ছবি এক বার দৃশ্য হইয়া পুনরায় অদৃশ্য হইয়া থাকে; এই মত ক্রমাগত বহিমুখ শ্বাস দিলে দৃশ্যমান এবং পুনরায় মুছিলে অদর্শন হয়, আর কোঁতুক দেখাইবার নিমিত্তে অনেক মাস পর্য্যন্ত রাখা যাইতে পারে, এই আয়নার যে স্থানে বেগে নিশ্বাস দেওয়া যায় তথাকার রেখা সমস্ত স্পষ্টরূপে দৃশ্য হয় আবার মুছিয়া শুষ্ক করিলে পুনরায় অদৃশ্য হয়।

বয়েম ওনবুক ।

মায়াময় অথবা ভৌতিক ডিম্ব ।

এক কাঁচ নিম্নিত পাত্রে এক ভাগ মিউরিয়েটিক এসিড (লবণাম্) আর ৬ ভাগ জল মিশ্রিত করিয়া ঐ মাসের

অর্থাৎ কাঁচপাত্রের তিন ভাগ পরিপূর্ণ করিয়া তন্মধ্যে একটি কুক্কুট অথবা হংসের অণ্ড ডুবাইয়া দিলে ঐ অণ্ড হইতে ক্ষণকাল মধ্যে বাষ্প অর্থাৎ তাপ নির্গত হইয়া অণ্ডটি ঘুরিতে থাকিবে। ইহার কারণ এই যে অণ্ডের মধ্যে এক স্থানি পাতলা চক্ষু থাকে, তাহা লবণান্নের ভেজে ফাটিয়া তন্মধ্যে কুসুম এবং শ্বেতবর্ণ দ্রব্য সিদ্ধ হইয়া উপরে ভাসিয়া উঠে এবং ঘূর্ণায়মান হইতে থাকে।

বোতলের মধ্য হইতে অগ্নির গুটীকা (গোলা)

নির্গত হইবার কৌশল।

অগ্নির উত্তাপে ভগ্ন না হয় আর তিন বা চারি ঔন্স জল ধরে এমত একটা কাঁচের শক্ত বোতল লইবে সেই বোতলে ৩০ গ্রেণ প্রায় ১৫ রতি পরিমাণ কক্ষরাস নিক্ষেপ করিয়া চারি ঔন্স পরিমাণ জল দিয়া অগ্নির উত্তাপ দিলে জল ফুটিবে এবং অগ্নির গোলা উঠিতে থাকিবে।

চাপনের দ্বারা অগ্নি উৎপন্ন করণ।

দুই খণ্ড তক্তার মধ্যে এক খণ্ড কক্ষরাস রাখিয়া চাপিয়া ধরিলে জ্বলিয়া উঠিবে; এবং দুই খণ্ড কক্ষরাস পরস্পর ঘর্ষণ করিলে ঐরূপে অগ্নি উৎপন্ন হয়।

ছেদন করা লেস কিম্বা ফিতা ষোড়া দেওয়া।

অগ্নে এক খণ্ড লেস কিম্বা ফিতা দোহারা করিয়া

সকীয় হস্তে লুকাইয়া রাখিয়া আর এক খণ্ড ঠিক ঐপ্রকার দোহারা করিয়া প্রথমাদ্বুলি ও হুদ্বাদ্বুলির মধ্যে ঐফিতারভাঁজ রাখিয়া কিঞ্চিৎ ঐ ফিতা টানিলে একটা কাঁসের মত হইবে, তখন উপস্থিত দর্শকদের মধ্যে এক জনকে ঐ লেস কাটিতে বলিবে। তৎপরে হুদ্বাদ্বুলি এবং প্রথমাদ্বুলির মধ্যে লুক্কায়িত থাকা লেসটির সহিত এই ছেদন করা ফিতা কিম্বা লেসটি হস্তের চালনা এবং চতুরতা দ্বারা কাটিত ফের বদল করিতে পার, তাহা হইলে দর্শকগণ কাষে কাষে মনে করিবেন যে তুমি যথার্থই লেস কাটিয়াছ; তদনন্তর কতকগুলি অর্থরহিত কথা অর্থাৎ মদ্র পড়িয়া সভাস্থ ব্যক্তিদিগের দৃষ্টির ভ্রম জন্মাইয়া কাটা লেস জড়াইয়া অর্থাৎ লুকাইয়া রাখিয়া আন্ত ফিতা কিম্বা লেসটি বাহির করিয়া সকলকে বলিবে, দেখ কাটা লেস যোড়া লাগিয়াছে, তাঁহারাও তোমার বাক্যে বিশ্বাস করিবেন এবং চাতুরি ধরিতে পারিবেন না।

একটি কাঁচ পাত্রে করিয়া চতুর্ভুত অর্থাৎ অগ্নি বায়ু বারি

এবং মৃত্তিকা এককালে দর্শাইবার কৌশল।

অঙ্গুলি পরিমিত স্থূল একটা গ্লাস অর্থাৎ কাঁচ নির্ম্মিত চুঙ্গি লইয়া তাহার এক মুখ গালা কিম্বা মম প্রভৃতি কোন দ্রব্য দিয়া উত্তমরূপে বদ্ধ করিবে, তৎপরে ঐ চুঙ্গির গায়ে চিহ্ন দিয়া চারি সমান ভাগ করিয়া নিম্ন হইতে প্রথম চিহ্ন পর্য্যন্ত পারা দিয়া পূর্ণ করিবে, তৎপরে দ্বিতীয় ভাগ পর্য্যন্ত সব কার্বনেট অব পোটাশ

জলে দ্রব করিয়া পুরিবে, তদনন্তর শুভ্রবর্ণ ত্রাণ্ডি সুরাতে
 কিঞ্চিৎ নীলবড়ি চূর্ণ মিশ্রিত করিয়া তৃতীয় ভাগ পঞ্চাস্ত
 পূর্ণ করিয়া সর্বশেষে টার্পিন তৈলে কিঞ্চিৎ চিমেস সিন্দুর
 গুলিয়া ঐ লোহিত বর্ণ তৈলে চতুর্থ অর্থাৎ সর্বোপরিভাগ
 পূর্ণ করিয়া ঐ চুঙ্গির অন্য মুখ উত্তমরূপে গালা দিয়া আবদ্ধ
 করিয়া স্থিতির প্রারম্ভে বারি ও ক্ষিতি মিশ্রিতের ভাব
 অর্থাৎ ঘোলা জলের ন্যায়, আর ৪ চারি আদি যন্ত অর্থাৎ
 চতুর্ভূতে সকলকে দর্শাইবে, তৎপরে ঐ চুঙ্গি খুব করিয়া
 নাড়িলে উহার মধ্যস্থ সমস্ত বস্তু মিশ্রিত হইয়া এক প্রকার
 মেটে বর্ণ দৃশ্যমান হইবে, তৎপরে চুঙ্গিটী স্থির করিলে
 অল্পক্ষণ মধ্যে উপরোক্ত ভাবত দ্রব্য ভিন্ন ভিন্ন হইয়া স্বীয়
 স্থানে যাইবে; অর্থাৎ প্রথম ভাগের রক্তিমাবর্ণ অগ্নি-
 বৎ দ্বিতীয় ভাগে নীল বর্ণ বায়ু রূপে তৃতীয় ভাগে বারি
 আর চতুর্থ অর্থাৎ সর্ব নিম্নের ভাগে মৃত্তিকা দৃষ্টি গোচর
 হইবে।

প্রশ্ন গণনা অর্থাৎ কাগজের লিখন দ্বারা দৈববাণী

হওয়া এবং মনের কথা বলা ।

প্রথমে কতকগুলি খণ্ড খণ্ড কাগজে সামান্য কালি
 দিয়া ভিন্ন ভিন্ন প্রকার প্রশ্ন লিখিবে, এবং প্রতিখণ্ড
 কাগজের লিখিত প্রত্যেক প্রশ্নের নিম্নে নাইট্রিমিউরিয়াটে
 অব গোল্ড কিস্টা দুই লেবু অথবা পলাণ্ডুর রসে নূতন
 লেখনী দ্বারা উপযুক্ত প্রত্যুত্তর লিখিয়া সমস্ত কাগজ
 খণ্ডগুলি শুষ্ক করিলে উত্তর সকল অদৃশ্য হইবে, এই রূপে

প্রস্তুত করিয়া কাগজখণ্ডগুলি আপনার সমীপে রাখিবে ; পরন্তু কোন ব্যক্তি প্রশ্ন গণনা করিতে আইলে, তাহার সম্মুখে ঐসকল প্রশ্ন লিখিত কাগজ বাহির করিয়া তাহাকে বলিবে; এই প্রশ্নগুলির মধ্যে তোমার আপনার মনোনীত প্রশ্ন লইয়া গৃহে গমন করিয়া উত্তপ্ত উনানের কিম্বা যে স্থানে অগ্নি আছে তাহার সন্নিকটে রাখিলে আগত কল্য প্রত্যাষে তোমার মানসিক প্রশ্নের উত্তর তাহার নিম্নে দেখিতে পাইবে, সুতরাং তোমার বাক্যের সত্যতার প্রতি তিনি বিশ্বাস করিয়া চমৎকৃত হইবেন ।

ঐ অন্য প্রকার ।

একটী বাজের তলার সমান মাপ করিয়া এক খণ্ড তিন কাটিয়া গোপনে ঐ বাজের মধ্যে অগ্রে এক খণ্ড তপ্ত লোহা রাখিয়া ঐ তিন খানি লোহার উপর চাপা-দিয়া বাজের ডালা খুলিয়া দেখাইবে, বাজের মধ্যে কিছু মাত্র নাই, এই বলিয়া প্রশ্ন কারককে তাঁহার মনোনীত প্রশ্ন লেখা কাগজ খণ্ড বাজের মধ্যে নিক্ষেপ করিতে বলিবে, এবং বাজ তৎক্ষণাৎ ঢাকা দিলে লোহা খণ্ডের উত্তাপে মধ্যস্থিত টিন খানি অর্থাৎ কৃত্রিম তলা খানি উষ্ণ হইলে লেবু দুধ বা পলাগুর রসে লেখা উত্তর সকল ঐ উত্তাপে প্রকাশ হইবে, তখন বাহির করিয়া পাঠ করিতে দিবে, কিন্তু তাহার পরেই কাগজ খণ্ড তাঁহার নিকট হইতে লইয়া আপনার কাছে রাখিবে ; কেন না কাগজ খণ্ড শীতল হইলেই অক্ষর সমস্ত পুন-

রায় অদৃশ্য হইবে; এবং প্রস্ফারক কিছু মাত্র জানিতে পারিবে না ।

অলে হাত ডুবাইলে হস্তে জল না লাগিয়া শুষ্ক

হস্ত উত্তোলন করিবার কৌশল ।

একটি বড় খোঁরায় কিম্বা গামলায় জল রাখিয়া লাইকোপোডিয়ম (এক প্রকার রুম্মের বীজ) গুঁড়া করিয়া তাহাতে নিক্ষেপ করিবে, কিন্তু ঐ চূর্ণ অলে দিবার অগ্রে একটি স্বর্ণ কিম্বা রৌপ্য মুদ্রা জল মধ্যে কেলিবে তৎপরে হস্তে জলে ডুবাইয়া মুদ্রা তুলিলে হস্তে কিছু মাত্র জল সংলগ্ন হইবে না, কারণ লাইকোপোডিয়মের শক্তি এই যে, কোন দ্রব্যে সংস্পর্শ হইলে জল সংলগ্ন হইতে পারে না, পরে হস্ত ঝাড়িলে ঐ গুঁড়া সমস্ত পড়িয়া যায় । কিন্তু গোপনে জলে গুঁড়া দিয়া পরে কৌতুক দর্শাইবে ।

আস্ত্রাকারী জল পাত্র প্রস্তুত করণের কৌশল ।

প্রথমে একটি মৃত্তিকার কলসী বা ভাণ্ডের তলদেশে কতকগুলি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ছিদ্র করিবে, এবং ঐ পাত্রের পলায় কিঞ্চিৎ বড় একটি ছিদ্র করিয়া ঐ পাত্র এক গামলা জলে এমত করিয়া ডুবাইবে যেহ পাত্রের গলা জল হইতে বাহিরে জাগিয়া থাকে ; পরে তাহার মধ্যে কিঞ্চিৎ গোময় গুলিয়া পাত্রের মুখ সরা দিয়া আচ্ছাদন কর-
মানস্তর আঠাল মৃত্তিকা দিয়া ভালরূপে আঁটিয়া দিবে,

কোন মতে বায়ু প্রবেশ না হয়, গোপনে এইরূপে প্রস্তুত রাগিয়া কৌতুক দর্শাইবার সময় গলার ছিদ্র অঙ্গুলি দ্বারা বদ্ধ করিয়া জল হইতে পাত্র তুলিলে জল পতিত হইবে না, এবং ছিদ্র হইতে অঙ্গুলি খুলিয়া দিলে জল পড়িতে থাকিবে, পুনঃ পুনঃ গলার ছিদ্র আবদ্ধ করিবে, এবং খুলিবে, সুতরাং পড় বলিলেই জল পড়ে এবং পড়িও না বলিয়া ছিদ্র বদ্ধ করিলে জল পড়ে না ।

বোতলের কৌতুক ।

ছোট মুখ যুক্ত শুভ্র বর্ণ কাঁচের ছোটএকটি বোতলে সুরা পূর্ণ করিয়া রাখিবে, পরে একটি ডাবর বা খোরাতে এমত করিয়া জল পূর্ণ করিবে যেন বোতলটি তাহাতে বসাইলে বোতলের মুখ অপেক্ষা জল উচ্চ হয় ।

কৌতুক দর্শাইবার সময়, বোতলটি জল পূর্ণিত ডাবরের মধ্যে বসাইয়া রাখিবামাত্রই বোতলের মুখ হইতে স্তম্ভাকৃতি হইয়া সুরা নির্গত হইয়া উর্দ্ধে উঠিতে থাকিবে, ওদিকে বোতলের মধ্যের সুরার স্থানে অর্থাৎ তলার জল পূর্ণ হয় । ইহার প্রতি কারণ এই যে, মদিরা বারি অপেক্ষা গুরু এবং জল লঘু সুতরাং সুরা উর্দ্ধে থাকে এবং জল নিম্নে পতিত হয় ।

মায়াবৃত্ত অর্থাৎ ভেল্কীর চামচা দ্বারা রহস্য করণ ।

একটি মৃত্তিকা কিসা লৌহ নির্মিত মুচি করিয়া ৪ চারি গুন্স পরিমাণ বিষ্মথ ধাতু দ্রব করিয়া সম্পূর্ণ

রূপে গলিলে ২॥ আড়াই ঔন্স পরিমাণে সীসা আর ১॥ দেড় ঔন্স টিন তাহাতে সংযোগ করিলে এই দ্রব্যত্রয় মিশ্রিত হইয়া এমত প্রকার খাইদ প্রস্তুত হইবে, যে তাহা উষ্ণ জলে ডুবাইলে গলিত হইবে। পরন্তু ঐ মিশ্রিত ধাতু বাইটে করিয়া স্বর্ণকার দ্বারা চামচা মিথুণ করাইয়া প্রস্তুত রাখিবে, কোন ব্যক্তিকে বিক্রপ করিতে মানস হইলে একখানি রেকাবিতে চা পান করিবার পাত্রে উষ্ণ চা পূর্ণ চামচা খানি রাখিয়া চা পান করিতে কহিবে, সেই ব্যক্তি বাটিতে চা ঢালিয়া চামচা তাহাতে ডুবাইলেই গলিয়া যাইবে তদ্রূপে সমস্ত সত্যাহ ব্যক্তির তাহাকে অপ্রতিভ করিবেন। বয়েস ওনবুক।

কামা বোতল অর্থাৎ যাহার যে অভিলষিত পানীয় দ্রব্য যথা বারি দুধ নীল বর্ণ জল পোর্ট মাদিরা শেরি শ্যাম্পাইন প্রভৃতি একই বোতল হইতে দেওয়া যায়।

বাস্তবিক ঐ বোতল মধ্যে একই প্রকার (আরক) দ্রব দ্রব্য থাকে, তাহা এই হিরাকস দ্রব করা জলে প্রটোসালফেট এবং পারসালফেট আর যৎ-কিঞ্চিৎ খাটি গন্ধক দ্রব্যক; এই সমস্ত দ্রব্য মিশ্রিত করিয়া একটী কৃষ্ণ বর্ণ কাঁচের বোতলে ঢালিয়া রাখিবে, কারণ ঐ মিশ্রিত দ্রব্যের পিঙ্গল বর্ণ অর্থাৎ (পাঁশটিয়া রঙ) কৃষ্ণ বর্ণ বোতলে রাখিলে সত্যাহ কোন ব্যক্তি জ্ঞানিতে পারিবেন না। সুতরাং পূর্বাঙ্কে গোপনে ঐরূপ

সমস্ত প্রস্তুত করিয়া রাখিবে। সুরা পান করিবার পাত্রই এই চাতুরির মূলধার; এনিমিত্তে কোঁতুক আরম্ভ করিবার অগ্রে (কিমিয়া) (রসায়ন বিদ্যা বিষয়ক) এমত রাসায়নিক দ্রব্য সকল ঐ পানীয়পাত্রে সুস্পষ্ট পরিমাণে রাখিবে, যাহাতে অভিলম্বিত রঙ উৎপন্ন হইতে পারে। গ্লাসগুলি যেরূপে শ্রেণীমত এবং যত পরিমাণে যে যে দ্রব্য রাখিতে হয়, তাহা নিম্নে লিখিত হইল। কেহ জল চাহিলে, যে পাত্র দিতে হইবে, সেই পাত্রে কিছুমাত্র না রাখিয়া শূণ্য রাখিবে, কারণ জল বর্ণহীন বস্তু গ্লাসে রাখিলে কেহ জানিতে পারিবে না। দ্বিতীয় পাত্রে ক্লোরাইড অব ক্যালসিয়াম কিম্বা ক্লোরাইড অব বেরিয়াম দ্রব্য করিয়া রাখিলে তদ্বারা দুগ্ধ দেওয়া যাইবে, তৃতীয় গ্লাস অর্থাৎ যে পাত্রে নীলবর্ণ দেখাইতে হইবে, তদ্বাধ্য লোহিত এবং পীত (হরিদ্রা) বর্ণের প্রুসিয়েট অব পোটাস গুলিয়া মিশ্রিত করিয়া রাখিবে, চতুর্থ গ্লাস অর্থাৎ যে পাত্রে পোট সুরা দিতে হইবে, তদ্বাধ্য সালুকোসাইয়েনাইড অব পোটাসিয়াম দ্রবীভূত করিয়া রাখিবে; পঞ্চম গ্লাস অর্থাৎ যাহাতে শেরী মদিরা হইবে, তাহাতে যৎ-কিঞ্চিৎ ঐ শেরী সুরা ঢালিয়া দিবে; আর যাহাতে শ্যামপেন মদিরা চাহিবে, তদ্বাধ্য দ্রব্য করা বাইকার্বনেট অব সোডা রাখিবে।

পূৰ্ব্বোক্ত দ্রব্য দ্রব্য সমস্ত যতই তেজস্বর হয় ততই ভাল এবং অনায়াসেই কার্য্য দর্শে এই সকল দ্রব্য

করা দ্রব্য পূর্যোক্ত পাত্রে সমুদায় মধ্যভাগ ভাল করিয়া কোতুক দর্শাইবার কিঞ্চিৎ অগ্রে মাখাইবে আর ইহাও জ্ঞাত হওয়া উচিত, যে এই সকল রূপান্তর করণক্ষম দ্রবোর কিছুমাত্র ঐ পাত্রে তলদেশে পড়িয়া অবশিষ্ট না থাকে, এবং যে ব্যক্তি গ্লাস হস্তে লইবেন তিনি গ্লাসের যে অবধি আরক মাখান থাকে সেই পর্য্যন্ত সূর্য হস্তাঙ্গুলি দ্বারা আচ্ছাদন করিয়া রাখেন, আর যদিপি কোন ব্যক্তি এক দ্রব্য দুই বার চাহেন এজন্যে দুই প্রস্তুত এমত পাত্র ঐ টেবিলে সাজাইয়া রাখা কর্তব্য ।

পরন্তু কোতুককারক এক কৃষ্ণ বর্ণ বোতল হইতে চতুরতা পূর্ব্বক একই দ্রব্য করা দ্রব্য (আরক) ভিন্ন ভিন্ন পাত্রে ঢালিয়া দিব্যমাত্রেই সমস্ত ব্যক্তিদিগের স্বীয় অভিলষিত পাণীয় দ্রব্য দেওয়া যাইবে এবং তাহাতে সকলেই চমৎকৃত হইবেন । ঐকিস্মিকিমিকেলরেক্রিয়েশন ।

তৈলের পরিবর্তে কিবল জল দিয়া প্রদীপ

জ্বালনের গুণ কথা ।

প্রথমত এক খণ্ড অতি শুভ্র নেকড়া দ্রব করা মমে ডবাইয়া স্বল্প পরিমাণে ভাল গন্ধকের সুক্ষ্ম চূর্ণ তাহার এক পৃষ্ঠে মাখাইয়া ঐ মেকড়া খণ্ড অগ্নিতে উত্তপ্ত করিলে মমের সহিত মিশ্রিত হইয়া যাইবে, অর্থাৎ গন্ধকের বর্ণ দৃশ্য না হয় এই রূপে প্রস্তুত করা নেকড়ার দলিতা পাকাইয়া গোপণে অগ্নে প্রস্তুত রাখিবে, আর

অন্য এক খণ্ড শুভ বস্ত্রে কিছু না মাখাইয়া সলিতা পাখাইয়া ভিন্ন করিয়া রাখিবে, তৎপরে কৌতুক দেখাইবার সময় প্রদীপটী এবং কেবল নেকড়ার সলিতা সভাস্থ ব্যক্তিদিগকে দেখাইয়া বলিবে যে দেখ ইহাতে তৈল মাত্র নাই, তখন তাহাতে জল ঢালিয়া চতুরতা পূৰ্ব্বক মম মাখান সলিতাটী পরিবর্ত্ত করিয়া ঐ প্রদীপে দিয়া দীপশলাকা জ্বালিয়া তদ্বারা 'ঐ সলিতা জ্বালিলে উত্তম রূপে প্রঞ্ছলিত হইতে থাকিবে; তদ্ব্যেত সকলে আশ্চর্য্য জ্ঞান করিবেন। কিন্তু ঐ স্থানে একটী ধুনচিতে ধুনা কিম্বা ধূপ জ্বালিলে গন্ধকের দুর্গন্ধ কেহ পাইবেন না। ইন্দ্রজাল।

ভিজা প্রস্তর হইতে অগ্নি উৎপন্ন করণের কৌশল

চমৎকার কৌতুক।

প্রথমত তপ্ত চূর্ণ সোরা টুটিয়া এলেকজেন্ড্রিনা এবং ক্যালামাইন লেপিস কেল্যামিনেরিস (অর্থাৎ আকরীয় মৃৎিকা বিশেষ) এই দুবাত্তয় সমভাগে লইবে, আর গন্ধক এবং কর্পূরও সমান ভাগে লইয়া সমস্ত দুব্য উত্তম রূপে চূর্ণ করনানন্তর ভাল চালনিতে করিয়া ঢালিয়া 'এক খণ্ড লিনু কাপড়ে রাখিয়া অঁাটীয়া বান্ধিবে; পরে একটা মূঁচর মধ্যে ঐ পুঁটলি রাখিয়া অন্য একটী মূচি তাহার মুখে চাপা দিবে, তৎপরে তাহা উত্তম রূপে বন্ধন করিয়া মৃত্তিকার লেপ দিয়া রৌদ্রে শুষ্ক করিবে

শুক হইলে ঐ চূর্ণ পীতবর্ণ হইবে, তখন ঐ মুচি সৰ্ব্ব
শুদ্ধ কুম্ভকারের পোয়ানে (অর্থাৎ চুলাতে) দিয়া দক্ষ হইয়া
শিতল হইলে বাহির করিয়া লইলে ঐ চূর্ণ দক্ষ হইয়া
প্রস্তুত হইবে ।

অগ্নি জ্বালিবার আবশ্যক হইলে ঐ প্রস্তুতের এক
ভাগ অগ্নি জলে ভিজাইলে তৎক্ষণাৎ প্রজ্বলিত হইবে
তাহার পর ফঁদিয়া নির্মাণ করিয়া রাখিবে । এই কৌতুক
দর্শনে সভাস্থগণ চমৎকার জ্ঞান করিবেন । বয়েস এনবুক ।

আশ্চর্য্য অগ্নি যাহা জল দিলেও নির্মাণ হয় না ।

ভাল আরবী গোঁদের শুষ্ক চূর্ণ ৩ তিন ঔন্স, সোরা
২ দুই ঔন্স, গন্ধক কর্পূর সজঁরস (ধূনা) এবং টার্পিন
তৈল প্রত্যেকে এক ঔন্স, এই সমস্ত দ্রব্য একত্রে উত্তম

পে মিশ্রিত করিয়া আইল আব রেজিনি ফারটি অর্থাৎ
দেবদারু গাছের খাটী তৈলে ভিজাইয়া কিয়া মাথিয়া
কাগজের একটী বতুলাকার অর্থাৎ গোলা নির্মাণ করিয়া
তন্মধ্যে পুরিয়া ৩০ ত্রিস ফুট গভীর জলের মধ্যে নিক্ষেপ
করিবে, কিন্তু ঐ গোলাতে অগ্নে মৃত্তিকা লেপ দিয়া পরে
জল মধ্যে নিক্ষেপ করিলে নির্মাণ না হইয়া জ্বলিতে
থাকিবে লেবোরেটরী আর স্কুল অব আর্টস ।

অগ্নি ভক্ষণ এবং উত্তম লৌহ দণ্ড প্রভৃতি

লেহন করিবার অতি সহজ উপায় ।

ইউরোপ খণ্ডের অতি বিখ্যাত রসায়নবিৎ অর্থাৎ
কিমিয়া বিদ্যাভ্যাস পণ্ডিত ব্রহ্মদয়েরা পরীক্ষা করিয়া

দেখিয়াছেন যে মুখের মধ্য ভাগ কোন প্রকার রসে আর্দ্র করিয়া লোহিত বর্ণ উত্তপ্ত লৌহ শলাকা প্রভৃতি লেহন করিলে ও তদ্বারা জিহ্বা কিছু মাত্র দক্ষ হয় না।

• ইপসউইক নামক স্থানের এক প্রসিদ্ধ সন্তোর সন্তোরা মেং বটিনী সাহেবকে অগ্নি সম গলিত লৌহে হস্ত মগ্ন করিতে দৃষ্টি করিয়াছিলেন। ঐ সাহেব প্রথমতঃ একটী জল পূর্ণ ক্ষুদ্র ডোঙ্গাতে হস্ত ডুবাইয়া ঐ দুবীভূত লৌহে হস্তার্পণ করিলেন, এবং অঙ্গুলি দ্বারা ঐ দ্রব ধাতু অকূতোভয়ে উত্তোলন করিয়া জল বিন্দুর ন্যায় চতুর্দিকে ছড়াইয়া ফেলিতে লাগিলেন। ঐ সাহেব কহিয়াছেন, যে উক্ত প্রকার পদ্ধতি অবলম্বন করিয়া অগ্নিবৎ দ্রব সীসকেতে হস্ত ডুবাইলে কিছু মাত্র দক্ষ কিম্বা হানি হয় না, বারি কিম্বা এমোনিয়া এই দুই বস্তুর মধ্যে কোন এক পদার্থ ব্যবহার করিলে অর্থাৎ উত্তপ্ত লৌহ দণ্ড হস্ত দ্বারা অনায়াসে ধারণ করা যায়।

ত, ব, পত্রিকা।

কিবল এক লোহিত বর্ণ জল পৃথক পৃথক কাচের পাত্রে ঢালিলে, পীত, নীল, কৃষ্ণ এবং বাইওলেট পুষ্প প্রভৃতি রঙ হইবার প্রক্রিয়া।

প্রথমে এক কাঁচ পাত্রে লগউড নামক কাষ্ঠের রেন্দাকবা চাঁচনি জল দিয়া ভিজাইলে রক্তিম বর্ণ জল হইবে, সেই জল একটী বোতলে পূর্ণ করিয়া রাখিবে; তৎপরে তিনটী পান করিবার পাত্র অর্থাৎ ছোট ছোট কাচের গ্লাস মেজের উপর শ্রেণী পূর্বক বসাইয়া একটীতে তেজাল

বিনিগার দিয়া ধৌত করিবে, দ্বিতীয় পাত্রে তৎক্ষণাৎ জলে ধৌত করিয়া স্বল্প পরিমাণ ফটকিরির চূর্ণ তাহাতে মিক্ষেপ করিলে, সভাস্থ কোন ব্যক্তি যেন দেখিতে না পায়, আর তৃতীয় পাত্রে শূন্য অর্থাৎ কিছুমাত্র রাখিবে না, কৌতুক দর্শাইবার সময় পূর্বোক্ত প্রস্তুত করা বোতলের লোহিত বর্ণ জল প্রথম পাত্রে ঢালিলে বাচলি খড়ের অথবা মেদেরা সুরার ন্যায় হইবে, দ্বিতীয় পাত্রে ঐ বোতলের জল ঢালিলে ক্রমে ফিকে নীল বর্ণ হইয়া পরে কৃষ্ণ বর্ণ হইবে, কিন্তু এক খণ্ড ছোট লোহা অগ্রে গোপনে ভাল ছিরকাতে ডুবাইয়া ঐ দ্বিতীয় পাত্রে নাড়িতে হইবে, আর সর্বশেষে তৃতীয় পাত্রে ঐ বোতলের লোহিত বর্ণ আরক ঢালিলে ভাইণ্ডলেট পুষ্পের রঙ হইবে ।

বয়েসওনবুক ।

অগ্নির মুখস অর্থাৎ মুখ এবং হস্তাদি অগ্নিময় করিয়া

কৌতুক দর্শাওন ।

এক কাচের পাত্রে একভাগ কসকরস অর্থাৎ দীপক আর ৬ ছয় কাগ জলপাই কলের তৈল মিশ্রিত করিয়া রাখিলে এই মিশ্রিত দ্রব্য অন্ধকারে অতি দীপ্তমান হইবে কৌতুক দেখাইবার সময় এক খণ্ড স্পঞ্জ কিম্বা তুলা ঐ মিশ্রিত দ্রব্যে ডুবাইয়া মুখ এবং চক্ষু মুদ্রিত কর মাস্তুর আপনার মুখময় এবং হস্তে মাখাইলে অন্ধকার গৃহের মধ্যে নীলবর্ণ অগ্নিময় মনুষ্যের ন্যায় দৃশ্য হইবে ।

আপনার হস্তের (বাহুর) তুল্য শূলাকার চেপ্টা লোঁহ

ভগ্ন করিবার অতি সহজ কৌশল ।

• প্রথমত লোঁহের যে স্থান ভগ্ন করিবার মানস হয় সেই স্থানে সাবান গুলিয়া মাখাইয়া রাখিবে, তৎপরে ঐ মর্দন করা স্থানের মধ্যস্থল (একটি ক্রোনমুদ্রার অর্দ্ধেকের সমান প্রশস্ত) এক খণ্ড বস্ত্র দ্বারা মুছিয়া পরিষ্কার করিবে, পরন্তু এক খানি স্পঞ্জ লইয়া চারিবার চোলাই করা তেজাল জলে ডুবাইয়া ঐ লোঁহতে মাখাইলে ছয় ঘণ্টার মধ্যে ভগ্ন হইবে ।

ইয়ংমানস কম্পেনিয়ন ।

অনায়াসে জ্বলনীয় পদার্থকে জল দ্বারা প্রজ্বলিত

করিবার প্রক্রিয়া ।

প্রথমে একখানি রেকাবি জলে পূর্ণ করিয়া একটি মরিচ কিম্বা গুপ্তা পরিমাণ এক খণ্ড পোটাসিয়ম ভাহাতে নিক্ষেপ করিবা মাত্রেই প্রজ্বলিত হইয়া হঠাৎ স্বপ্ন শব্দ হইবে, এবং অতি উজ্জ্বল হইয়া তলোপরি জলিতে থাকিবে, আর উক্ত লোহিতবর্ণ অগ্নির বোলার ন্যায় ঐ পাত্রের এক দিগ হইতে অন্য দিগে ছুটীতে থাকিবে, তদৃষ্টে সমস্ত দর্শকেরা অতি আনন্দিত হইবেন ।

ইয়ংমানস কম্পেনিয়ন ।

মৃত মক্ষিকাকে পুনঃ জীবিত করিবার উপায় ।

একটা মক্ষিকা জলে কিম্বা স্পীরিট মদিরাতে মগ্ন করিলে মৃতপ্রায় হইবে, তখন রৌদ্রে দিয়া লবণ কিম্বা চাকখড়ির অতি সূক্ষ্ম গুঁড়া তাহার উপরে দিয়া উত্তম রূপে আচ্ছাদন করিয়া রাখিলে উদ্ধ সংখ্যা এক ঘণ্টার মধ্যে মক্ষিকাটা পুনঃজীবিত হইয়া উদ্ভীয়মান হইবে, অতি সাবধানে কোমল হস্তে মক্ষিকাকে জল হইতে উত্তীর্ণ করিবে, চাপিয়া ধরিলে একেবারে মরিয়া যায় পুনঃ জীবিত হয় না ।

মডারেক্যাবিনেট অব আর্টস ।

আজ্ঞাকারী ট্যাকষড়ি ।

কৌতুক আরম্ভের সময় সভাস্থ সকলকে আপনার চতুঃপার্শে দণ্ডায়মান রাখিয়া তন্মধ্যে কোন ব্যক্তির নিকটে একটা ট্যাকষড়ী লইয়া প্রথম ব্যক্তির কর্ণের নিকটে ধরিয়া জিজ্ঞাসা করিবে, যে ঘড়ী চানিতেছে কিনা, সে কহিবে চলিতেছে, তৎপরে দ্বিতীয় ব্যক্তির কর্ণকূহরে ঐমত ধারণ করিয়া ঘড়ীকে বন্ধ হইতে কহিলে তাহাকে ঐরূপ জিজ্ঞাসা করিবে যে, ঘড়ী যথার্থ অচল হইয়াছে কিনা, পরে সভাস্থ সকলকে ঐরূপে ক্রমে ক্রমে জিজ্ঞাসা করিবে ।

ইহার তাৎপর্য্য ।

অর্থাৎ কৌশল এই একটা অতি উৎকৃষ্ট ঘড়ী যাহা কখন বন্ধ হয়না, এবং যদ্বারা যথার্থ সময় নিরূপণ হয়, এমনত ঘড়ী কোন ব্যক্তির নিকটে লইবে, কিন্তু

কৌতুক আরম্ভের আগে একখণ্ড অয়সকাস্তমণি অর্থাৎ চুস্কপ্রস্তর নিজ হস্ত মধ্যে সাবধান পূর্বক লুকায়িত রাখিবে, আর চতুরতা পূর্বক দর্শক গণের অগোচরে চুস্কপ্রস্তর থানি হস্তে ফের বদল করিয়া কৌতুক দর্শাইলে ঘড়িটা বন্ধ হইতে বলিলে বন্ধ, এবং চলিতে বলিলে চলিবে ।
বয়েস ওনবুক ।

• আপেল অর্থাৎ সঁওফল সমুদায় আস্ত রাখিয়া ভিতরের শস্য (শাঁস) খণ্ড খণ্ড করণের কৌশল ।

একটি (আপেল) সঁওফল রস্তু লোনা প্রভৃতি এই প্রকার ফলের খোসার নিম্নে সূতা দিয়া ছুঁচ ফুঁড়িলে অন্য দিগে যে ছিদ্র হইবে, ঐ ছিদ্র দিয়া ঐ সূচী পুনরায় চালাইবে, অর্থাৎ যে পর্য্যন্ত ঐ ফলের মধ্যের সমুদায় শস্য না বেঠন করা হয়, তদবধি ছুঁচ চালাইতে থাকিবে, তৎপরে সূতার দুই দিগের খাই নিজ হস্তমধ্যে লইয়া টানিলে, ঐ ফল খণ্ড খণ্ড করা হইবে, কিন্তু খোসাতে কিছু মাত্র ছেদন করার চিহ্ন থাকিবে না, এইরূপে ঐ ফল পূর্ক্সাহ্নে প্রস্তুত রাখিয়া, কৌতুক দর্শাইবার সময় ফলটি কোন ব্যক্তির হস্তে দিয়া খোসা ছাড়াইতে বলিলে, সে ব্যক্তি খোসা ছাড়াইবামাত্র ফলটি সমুদায় খণ্ড খণ্ড হইয়া পতিত হইলে, সে ব্যক্তি অপ্রতিভ হইবে ।

হেণ্ডবুক অব এমুউজিং এক্সপেরিমেন্ট ।

মোহিত করা জল অর্থাৎ একখান থাল জলে রাখিয়া

ঐ জল একটি উবুড় করা শূন্য টম্বল গ্লাসে

উত্তোলন করণ ।

প্রথমতঃ এক খানি থালা করিয়া জল রাখিবে, ।
তৎপরে এক খণ্ড মোচড়ান কাগজ অগ্নির শিখার উপর
জালিয়া একটি শূন্য টম্বল গ্লাস মধ্যে ঐ জ্বলন্ত কাগজ
খণ্ড রাখিয়া উল্টাইয়া পূর্কোক্ত থালে জল পূর্ণ করিয়া
তাহাতে টম্বলটি বসাইয়া দিলে, ক্রমে ক্রমে থালার জল
টম্বল গ্লাসের অনেক উর্দ্ধে উঠিবে, তাহাতে অপূর্ক শো ভা
হইবে ।

বয়েস ওনবুক ।

সজীব রূপার সিকি ।

প্রথমতঃ কাচের প্রস্তরের কিম্বা কাংসপাত্রে অর্থাৎ
রেকাবি অথবা বাটিতে একটি রূপার সিকি রাখিলে ঐ
সিকি তথা হইতে আপনি লক্ষ দিয়া তাহা হইতে
অন্তরে পতিত হয় ; কৌতুক করণের কৌশল এইরূপ
যথা, একটি রূপার সিকির ধারের দিকে ক্ষুদ্র ছিদ্র করিয়া
অশ্বলাঙ্গুলের এক গাছি কেশ কিম্বা চিক তন্মধ্যে বান্ধিয়া
কিঞ্চিৎ অন্তর হইতে টানিলে, ঐ মুদ্রা লক্ষ দিয়া আপনি
আসিবে, কিন্তু একটি প্রজ্জ্বলিত বাতী কৌতুক কারক এবং
দর্শকগণের মধ্যে রাখিয়া রাত্রিকালে এই কৌতুক দর্শাইলে
কেহ জানিতে পারেনা, কেননা দর্শক দিগের চক্ষের
দৃষ্টির ব্যাঘাত হয় ।

বয়েস ওনবুক ।

এক খোরা কালিকে পরিবর্ত্ত করিয়া স্বামংস্য সহিত

জল করিবার কৌশল ।

- নিম্ন লিখিত মতে গোপনে অগ্রে দ্রব্যাদি আয়োজন করিয়া প্রস্তুত রাখিবে ।

পায়া দেওয়া কাঁচের খোরা মচেৎ টেবিল আপেক্ষা উচ্চ হয়, এমত কোন দ্রব্যের উপর প্রস্তুত কিম্বা কাঁচের একটি খোরা রাখিয়া কতকগুলি ক্ষুদ্র মংস্য, একখানি সাদা কাঁচের রেকাবি, আর কাঁচের খোরার মধ্যে থাকিতে পারে এমত এক খণ্ড কৃষ্ণবর্ণ রেশম, আর এই প্রকার চামচ্যা গড়াইতে হইবে, যে তাহার ষাঁট ফাঁপা হয়, ও তন্মধ্যে এক টেম্পুনফুল কালি ধরে, ঐ চামচ্যার ষাঁটের অগ্রভাগের উপরে একটি ছিদ্র থাকিবে, ঐ ছিদ্র বন্ধ রাখিতে হইবে, কেননা তাহা দিয়া কালি বাহির হইয়া না পড়ে। সামান্য রূপ কোঁতুক দর্শাইবার কারণ একটি (টম্বল) পানীয়পাত্র আর দুই তিনটি ক্ষুদ্রক্ষুদ্র মউরলা প্রকৌমংস্য প্রভৃতি অতি ক্ষুদ্র হইলে ভাল হয়, পরন্তু ঐ কৃষ্ণবর্ণ রেশম খণ্ড ঐ কাঁচের খোরার মধ্যে এমত রূপে বসাইবে, যেন ঐ পাত্রে যতদূর পর্য্যন্ত ঘষা থাকে, তাহা ঢাকা পড়ে, এবং আঁত্র হইয়া কাঁচের গাত্রে সংলগ্ন হয়। তদনন্তর কাঁচের খোরার মধ্যে যে অবশিষ্ট কৃষ্ণবর্ণ রেশম খানি দ্বারা আচ্ছাদিত থাকে, তদুপরি পর্য্যন্ত পরিষ্কার জল দিয়া পূর্ণ করিয়া ঐ ক্ষুদ্র মংস্য গুলি তাহাতে ছাড়িয়া দিবে। কোঁতুক দর্শাইবার অগ্রে গুপ্ত রূপে ঐ

সমস্ত প্রস্তুত করিয়া রাখিবে। পরন্তু কোতুক দর্শাইবার সময় সকলের সম্মুখে চামচার ছিদের মুখের ছিপি খুলিয়া হেলাইয়া গডানে করিয়া ধরিলে, তাহার মধোর কালি গড়াইয়া চামচার খোলে পড়িবে; তখন সাবধান পূর্বক কাঁচের খোরার জলোপরি ধরিয়া থাকিবে; এবং ক্রমবর্ণ রেশম থানি লুক্কায়িত রাখিবে, তাহাতে দশকেরা মনে মনে বিবেচনা করিবেন, যে তুমি কাঁচের খোরা হইতে চামচা পূর্ণ করিতেছে। তদনন্তর একখানি শুভ্র বর্ণ রেকাবিতে কালি ঢালিয়া সভাস্থ সকল ব্যক্তিকে দেখাইয়া বলিবে, যে দেখ ইহাতে কালি ভিন্ন অন্য কিছু নাই, এবং চামচা থানি যদি ভাল করিয়া খোরা হইতে উচ্চ করিয়া ধরিলে তাহার কোন মতে অবিস্থাস করিবেন না, অর্থাৎ খোরাতে ষথার্থই কালি থাকা তাহাদের হৃদ বোধ হইবে।

অনন্তর নিম্নলিখিত মতে চতুরতা পূর্বক কোতুক আরম্ভ করিবে; দর্শকদের নিকট মুহূর্তের নিমিত্তে একখানি রেশমি হাত রুমাল লইয়া ঐ খোরার উপর আচ্ছাদন করিয়া উঠেচস্বরে ছল পূর্বক এই বলিবে, যে এই কালি পরিবর্ত্ত এবং জল হইয়া মৎস্য আইসুক, এই বলিয়া অতি-সাবধানে সত্বরাতা পূর্বক খোরার পারে হাত দিয়া ঐ আচ্ছাদিত হাত রুমাল থানি আপনার নিকট টানিবার সময়, ঐ খোরাতে লুক্কাইত থাকা ক্রম বর্ণ রেশম থণ্ডও ঐ সমিভাণ্ডারে টানিয়া লইয়া লুক্কাইত রাখিবে; তখন খোরা অনাচ্ছাদিত হইলে মৎস্য গুলি বেড়াইতে থাকা দৃষ্টে সকলে চমৎকার জ্ঞান করিবেন; সেই সময়ে যে ব্যক্তির

নিকট হাত রুমাল খানি কজ্জ' লইয়াছিলে তাহাকে ফিরিয়া দিবার সময়চাতুরি পূর্কক অগ্রে কৃষ্ণ বর্ণ রেশম খানি টেবিলের এপাশে' নিজ সমীপে ফেলিয়া দিবে ।

• ফাডেয়াস' ফ্লাইনোটস ।

কোন আঘাত ব্যতিরেকে নাসিকা হস্ত এবং অন্য অঙ্গাদি ছেদন করিবার কৌশল ।

' কৌতুক আরম্ভের প্রাক্কালে যে যে দ্রব্যাদি যে রূপে প্রস্তুত রাখিতে হইবে, তাহা এই, এক খণ্ড ফিকে রঙ্গের ক্যালিকো বস্ত্র, কিম্বা বস্ত্রের মালিন্য নিবারণের নিমিত্তে আঙ্গুদানি অর্থাৎ বেটন, এবং কোন প্রকার লোহিত বর্ণ দ্রব দ্রব্যে ভিজান স্পঞ্জ এক খণ্ড পোট' মদিরা কিম্বা বিট পালঙ্গ শাকের গোড়া ; একাকৃতি এবং এক পরিমিত দুই খানি ছুরি তন্মধ্যে এক খানির ফলাতে এই রূপ একটা বড় খাঁজ কাটিতে হইবে, যেন নাসিকার উপর রাখিলে নাসিকা ও হস্ত কাটা হওয়া দৃশ্য হয় ।



টেবিলের উপর উক্ত দ্রব্যাদি রাখিয়া অতি ধীরে ধীরে সভাস্থ ব্যক্তিদিগকে অতি সাহস পূর্কক অথগু এবং নিখুঁত ভাল ছুরি দেখাইয়া কহিবে ; যে এই দেখ, ছুরি খানি অতি তীক্ষ্ণ এবং শক্ত, কিন্তু ঐ সময়ে উক্ত খাঁজকাটা ছুরি খানি সাবধান পূর্কক অগ্রে আপনার নিকট লুকাইয়া রাখিবে ।

পরন্তু দর্শক এক ব্যক্তিকে যাহার সহিত পূর্বে সড় থাকে অথবা স্বীয় সমিভ্যারি এক জনকে বলিবে, সভাস্থ দিগকে সম্মুখ করিয়া এই চেয়ারে উপবেশন কর, তোমার শরিরের কোন অংশ হানি করিব না, বলিয়া অথবা অর্থাৎ ভাল ছুরিখানি তাহার হস্তের নিচে অথবা নাসিকার উপর আড় করিয়া রাখিয়া তাহার হাত বা নাক মাপিয়া বলিবে, পাছে তোমার বস্ত্রাদি নষ্ট হয়, একারণ হাত অথবা গলদেশ ও ঘাড় বেড়িয়া একখানি বস্ত্র আচ্ছাদন দিব; এই বলিয়া টেবিলের নিকট যাইয়া বস্ত্র আনিবার ছলে অকৃত্রিম ছুরিখানি ঐ অবসরে কেহ না জানিতে পারে এমনত সতর্কতা পূর্বক স্বীয় বাম হস্তে লুকায়িত রাখিয়া কৃত্রিম ছুরির কলা ধরিয়া এমন রূপে উত্তোলন করিবে, যেন ঐ ছুরির খাঁজ কেহ দেখিতে না পায় এবং ঐ সাবকাসে স্পঞ্জ খানি ও আপনার বাম হস্তে লুকাইবে।

অনন্তর চৌকির কাছে অগ্রসর হইয়া ঐ ব্যক্তির স্বক্কে আপনাব দক্ষিণ হস্ত দিয়া বস্ত্র আচ্ছাদন করিবে এবং হস্ত অথবা নাসিকা ছেদন করা হইয়াছে, এই কথা বলিয়া তাহার বাহুর নিচের কিম্বা নাকের উপর ছুরি চাপিয়া বসাইয়া দিবে, সেই অবকাশে স্পঞ্জখানি ধীরে ধীরে নিঙ্গড়াইয়া কিঞ্চিৎ রঙ তাহার মুখের উপর এবং আচ্ছাদিত বস্ত্রেদিলে ভয়ানক দৃষ্টি হইবে, অর্থাৎ শোণিতময় হইবে, কিয়ৎকাল ঐ অবস্থায় রাখিয়া সকলকে দেখাইবে, ঐ বস্ত্র দ্বারা ঐ ব্যক্তির নাসিকার রক্ত মুছিয়া পরিষ্কার করিয়া

ঐ কৃত্রিম ছুরি গোপনে খুলিয়া লুকাইয়া ঐ ব্যক্তির নাসিকা সমস্ত লোককে দেখাইবে, যে দেখে যেমত স্বাভাবিক নাসিকা তেমনি হইল, আর যাহার নাক কাটা হইয়াছিল, তাহাকে অত্যন্ত সাহসী বলিয়া ধন্যবাদ দিবে । এই চাতুরি দ্বারা বিনা হানিতে মনুষ্যের গলা বাহু প্রভৃতি ছেদন করা কৌতুক দেখান যায় ইতি ।

ফাডেয়াস' ক্লাই নোটস ।

একখানি রেশমের রুমালের মধ্যে হইতে বাতাসা রেউড়ি গজা প্রভৃতি বাহির করণ ।

কৌতুক আরম্ভের পূর্বে এই রূপ আয়োজন করিতে হইবে, গোটা কয়েক পুলিন্দার মধ্যে বাতাসা রেউড়ি গজা ছোট কদমা প্রভৃতি মিষ্টান্ন পুরিয়া অতি পাতলা কাগজে এমন করিয়া জড়াইয়া টেবিলের উপর লুকাইত রাখিবে, যেন কেহ জানিতে না পারে ; এবং দুই একখান রেকাবিও রাখিবে, সন্মুখে যে স্থানে দর্শকেরা বসিবেন, তথা হইতে চারি কিস্বা ছয় হাত অন্তরে এমত উঠ করিয়া টেবিলটি বসাইতে হইবে, যেন ঐ সকল দ্রব্যাদি কাহারও দৃষ্টি গোচর না হয় ।

তদনন্তর একজন দর্শকের নিকট একখানি রেশমের কিস্বা অন্য কোন বড় রুমাল চাহিয়া লইয়া ঘুরাইতে ঘুরাইতে টেবিলের উপর এমত করিয়া নিক্ষেপ করিবে, যেন একটা পুলিন্দা ঢাকা পড়ে, তৎপরে যেস্থানে মিষ্টান্ন পূর্ণ করা থলিয়া রাখা হইয়াছে, রুমালের মধ্যস্থান ধরিয়া আপনার

বাম হস্ত তথায ঠিক করিয়া মিষ্টান্ন পূর্ণ করা থলিয়াটি সে-
 খানে উত্তোলন করিয়া লইবে, কিন্তু ঐ রুমালের ধারের
 চারি দিগের কাপড় দ্বারা যেম পুলিন্দা আচ্ছাদিত হয়,
 এই রূপ করিয়া একটা কাষ্ঠ দণ্ড কিম্বা আপনার দক্ষিণ
 হস্ত “এই বাক্য বলিয়া ছল পূর্বক এদিক ওদিকে দোলাইতে
 থাকিবে ; এবং বলিবে যে ওহে রুমাল উপস্থিত
 বাবুগণকে কিছু মিষ্টান্ন দেও, আর রুমালের নিম্নভাগে যে
 থলিয়া রাখা হইয়াছে, তাহা দক্ষিণ হস্ত দ্বারা চাপিয়া
 ধরিলে ঐ থলিয়া ফাটিয়া তৎক্ষণাত্ মিষ্টান্ন গুলি স্থানান্তর
 করিয়া রেকাবির উপর নাড়িয়া রাখিবে ; এবং কোন
 ব্যক্তিকে কহিবে, ওহে তুমি এই মিষ্টান্ন গুলি দর্শকগণকে
 বাঁটিয়া দেও, তখন এই রুমাল অন্য একটা থলিয়ার উপর
 নিক্ষেপ করিয়া অন্য অন্য মিষ্টান্ন বাহির করিয়া সকলকে
 দিলে প্রশংসা করিবে ।

ফাডেরাস ফ্লাইনোটস ।

কোন, জলাশয়ে অর্থাৎ পুষ্করিণীর এক ঘাটে এক ঘটা
 দুধ ঢালিয়া ঐ পুষ্করিণীর অন্য ঘাটে ঐ দুধ পুনরায়
 উত্তোলন করিবার কৌশল ।

উত্তম মিজলা দুধ ১০ এক পোয়া বা অর্দ্ধ সের
 এক পাত্রে রাখিয়া এক খণ্ড শুভ্র বস্ত্র তাহাতে ডুবাইয়া
 শুষ্ক করিবে, পুনরায় ঐ ক্ষুদ্র বস্ত্র খণ্ড ঐ দুধে ডুবাইয়া
 শুষ্ক করিবে, এই মত বারংবার করিয়া সমুদায় এক পোয়া
 দুধ ঐ বস্ত্রে ভিজাইয়া উত্তম শুষ্ক করিয়া প্রস্তুত করিয়া
 রাখিবে, কৌতুক দর্শাইবার সময়, এই বস্ত্রখণ্ড আপনার

পরিধেয় বস্ত্রখণ্ডের মধ্যে কোন স্থানে অতি সাবধানে লুক্কায়িত রাখিবে; পরন্তু অর্দ্ধসের জল ধরে এমত অন্য এক পাত্রে অর্দ্ধসের দুধ লইয়া সকলের সাক্ষাতে পুষ্করিণীর জলে ঢালিয়া সকলকে ঐ ঘটি দেখাইয়া কহিবে, যে দেখ, এই পাত্র মধ্যে কিছু মাত্র দুধ নাই, এই বলিয়া অন্য ঘাটে একক যাইয়া এক খণ্ড খাপ বস্ত্রের কাণ্ডার অর্থাৎ ৪ খানি বাথারি জল এবং স্থলে পুতিয়া ঐ বস্ত্র বেড় দিয়া প্রস্তুত করণান্তর তাহার মধ্যে এক শূন্য পাত্র জলে ডুবাইয়া তুলিয়া ঐ অবকাশে পূঙ্কোক্ত লুক্কায়িত থাকা দুধে শুষ্ক করা বস্ত্র খানি ঐ ঘটির মধ্যে ভাল করিয়া রগড়াইয়া সমুদায় দুধ যাহাতে ধৌত হয়, এমত করিয়া বস্ত্রখণ্ড পুনরায় লুকাইয়া ঐ রূপ দুধে পূর্ণ ঘটি সকলকে দেখাইবে, এবং পান করিতে দিবে, স্বাদের কিছুমাত্র বৈলক্ষণ্য হইবে না, এবং ঐ দুধে দধি বসান যাইবে।

চূণকে হরিত্রাবর্ণ করণ ।

পূর্বাঙ্কে কিঞ্চিৎ কাঁচা অর্থাৎ অপক্ক অমের খোসা হস্তের তালুর মধ্যে ভালরূপে ঘর্ষণ করিয়া শুকাইয়া প্রস্তুত রাখিবে, পরে কোন ব্যক্তিকে তাহার হস্ত শুভ্র চূণ রাখিতে বলিয়া আপনার হস্ত খুলিয়া দেখাইয়া বলিবে, যে আমার হাতের তালুতে কিছুমাত্র নাই, সুতরাং কেহ কিছু জানিতে পারিবে না। তদনন্তর কহিবে যে কেবল জল দিয়া তোমার হাতের চূণকে হরিত্রাবর্ণ করিব,

বিনা অগ্নিতে অন্ন পাক করণের কৌশল ।

একটী হাঁড়ীতে সদ্য দধি করা ॥০ অন্ধসের পরিমাণ গোড়া চূণ রাখিয়া, তাহাতে এত পরিমাণে জল দিবে, যেন সমুদায় চূণ ভিজিয়া ফুলিলে জলের মধ্যেই থাকে, দেখা না যায়, তদনন্তর ঐ জল ক্ষণেক কাল পরে এত দ্রুপ উত্তাপিত হইবে, যে তাহাতে চাউল দিলে সিদ্ধ হইতে থাকিবে, এবং ফুটিয়া সুপক্ক অন্ন হইবে। কিন্তু কৌতুক দেখাইবার পূর্ব্বাহ্নে হাঁড়ি করিয়া চূণ ভিজিয়া লুঙ্কায়িত রাখিবে; পরে কৌতুক আরম্ভের সময় জল শুদ্ধ হাঁড়িতে চাউল সকলের সাক্ষাতে নিক্ষেপ করিবে, অল্প ঘণ্টা পরে আপনার হস্তে করিয়া অন্ন তুলিয়া দেখাইবে।

হি, ইন্দ্রজাল ।

কাঁচ নির্ম্মিত দুই পাত্রে উপর একটি কাটী রাখিয়া

কাঁচ পত্র না ভাঙ্গিয়া কাটী ভাঙ্গিবার কৌশল ।

যে কাটী ভাঙ্গিতে হইবে, তাহা অতি স্থূল এবং তারি না হয়, এবং কাঁচ পাত্রে উপর চাপিয়া না বৈসে, আর ঐ কাটীর অগ্রভাগ অর্থাৎ দুই দিগের আগা শূণ্ডাক্রান্তি ও পরিমাণে সমান কোন মতে বড় ছোট, এবং মোটা স্ক না হয়; এই প্রকার কাটী লইতে হইবে, তাহা হইলে কাটির মধ্য ভাগ অনায়াসেই নিরূপণ করা যাইতে পারিবে, ঐ রূপ কাঁচ পাত্র দুটী ও সর্ব প্রকারে সমান অর্থাৎ উচ্চ নীচ এবং পরিমাণে একরূপ হইবে; ঐ কাটী চিতভাবে দুইটী কাঁচ পাত্রে কানার

অর্থাৎ ধাতুর উপর রাখিবে, কোন দিগে হেলিয়া না যায় এবং ঝুঁকে না পড়ে, কেবল কাঁচের দুই দিগের অগ্রভাগ কাঁচ পাত্রের কানার উপর ঠেকিয়া থাকিবে, এই রূপে রাখিতে হইবে ; তদনন্তর কাঁচ পাত্র পরস্পরের অন্তরতঃ বিবেচনা করিয়া ঐ কাঁচের ঠিক মধ্যস্থলে অতি ত্বরায় এক মুঠোঘাত করিলেই কাঁচ পাত্র না ভাঙ্গিয়া কাঁচ তল্ল হইবে ।

বোলার নৃত্য অর্থাৎ গুটীকা নাচাওন ।

তাম্বুর তার দ্বারা গজশৃংগের ন্যায় একটী আকৃতি প্রস্তুত করিয়া একটী ফোয়ারার চুঙ্গির উপর উল্টা করিয়া রাখিবে, পরে বেডে ২৥০ ইঞ্চি পরিমাণ একটী কাঁপা তাম্বুর বোলা প্রস্তুত করিয়া উক্ত আকৃতির অগ্র-শব্দ স্থানে অর্থাৎ সব জায়গায় এমন রূপে নিক্ষেপ করিবে যেম ফোয়ারার চুঙ্গিতে সংলগ্ন হইতে পারে, এই রূপ করিলে ঐ গুটীকাটী যে পর্য্যন্ত প্রবল বায়ু দ্বারা নিম্নে না আইসে, তাবৎকাল শূন্যমার্গে বুলিতে থাকিবে; এবং পুন পুন এক বার শূন্যে উঠিবে, আরবার নিম্নে পতিত হইতে থাকিবে, তাহাতে অতি শোভা হইবে ।

ইয়ংমেনস বুক অব এমিউজমেন্ট ।

কাঁচ পাত্রের উপর মসী ব্যতিরেকে কেবল রৌদ্রে

রাখিলে অক্ষর লিখন এবং চিত্র বিচিত্র

হওনের কৌশল ।

প্রথমত চাক খড়িকে একোয়াফরটীস অর্থাৎ যবক্ষা-
ন্নায়ে দুধের মত করিয়া দ্রব করিবে, পরে অতিশয়

তেজাল সলুসন্ অব সিলবর (Solution of Silver) অর্থাৎ কৃত্তিক তাহাতে সংযোগ করিয়া একটা কাঁচের ডিকেণ্টার (Decanter) অর্থাৎ ব্লহৎ বোতলে ঢালিয়া কাঁচের ছিপি দিয়া বোতলের মুখ বন্ধ করিয়া রাখিবে; তদনন্তর একখণ্ড কাগজে কাঁচি দিয়া অক্ষর কিম্বা অন্য আকৃতি কাটিয়া ঐ বোতলের গাত্রে বাবলার বা অন্য আঁটা দিয়া ভাল-রূপে বসাইয়া এমনভাবে রোঁদ্রে রাখিবে যেন সূর্য্য কিরণ ঐ কাগজ কাটা অক্ষর বা চিত্র বিচিত্রের উপর পড়ে অর্থাৎ মধ্য দিয়া বোতলের মধ্যস্থিত দ্রবীভূত বস্তুর মধ্যে সংস্পর্শ হয়, তাহাতে ঐ বোতলের কাগজ আঁটা স্থানে খেতবর্ণ আর যে যে স্থানে অক্ষরের প্রতিকল্প কাটা আছে সেই সেই স্থানে ক্লকবর্ণ হইবে, কিন্তু তৎকালে কেহ বোতল স্পর্শ না করে, তাহা হইলে অক্ষর প্রকাশ হইবে না ।

ঐ বোতল গোপনে পূর্ব্বোক্তরূপে প্রস্তুত করিয়া সকলের সাক্ষাতে রোঁদ্রে বাহির করিবে ।

Young Man's Book of Amusement.

বিনা ক্লেশে মন্তুকোপরি উনান রাখিয়া লোঁহ কড়া
করিয়া লুচি প্রভৃতি ভাজিবার কোঁশল ।

মৃত্তিকার একটা তোলা উনান গড়িয়া তলদেশ কাঁক রাখিবে, কিছুমাত্র মৃত্তিকা থাকিবে না, কিন্তু আকার ভিতরে তলার কিছু উর্দ্ধভাগে তিনদিগে তিনটা লোহার ছোট ছোট সলা বিক্খিয়া শুষ্ক করিয়া রাখিবে; আর ঐ উনানের মধ্যে প্রবেশ হইতে পারে, এমন একখানি মৃত্তিকার

গোল চাক্তীও নির্মান করিয়া সমস্ত প্রস্তুত রাখিবে ।

কোঁতুক দর্শাইবার সময় স্বীয় সমিভ্যারি ব্যক্তির মধ্যে বাহার মস্তকে অনেক কেশ থাকে এমত এক ব্যক্তিকে ঐ রঙ্গস্থলে বসাইবে, এবং উনানটির তলভাগ অন্তর হইতে দর্শকগণকে দেখাইয়া কাপড়ের বিঁড়া তাহার মস্তকে দিয়া উনান বসাইবে ; তদনন্তর কিছু বক্তৃতা করিয়া স্বল্প সময়ের নিমিত্তে ঐ ব্যক্তিকে বস্ত্রে আচ্ছাদিত করত স্বীয় সমীপে লুকায়িত থাকা ঐ মৃত্তিকার চাক্তীখানি চুলার মধ্যে পুরিয়া ঐ তিনটি সলার উপর আটকাইয়া আরত বস্ত্র খুলিয়া সকলের সাক্ষাতে তৈল মাখান মসাল দুই তিনটা জ্বালিয়া উনানে দিয়া ছোট একখানি তৈলশুদ্ধ লোহার কড়া বসাইয়া লুচি প্রভৃতি অনায়াসে ভাজিতে থাকিবে, কিয়ৎক্ষণ পরে পুনরায় ঘূহর্তের জন্যে বস্ত্রাচ্ছাদন দিয়া অগ্নি নির্বান করত চাক্ততিখানি লুকাইয়া রাখিবে ।

গো, চ, ঘো ।

(Magic Ink) গোলাপী রঙের মায়াকৃত মসী ।

(Acetic Acid) অ্যাসিটিক্ এসিড এক কাঁচ কিম্বা প্রস্তরের পাত্রে রাখিয়া (Oxide of Cobalt) অকসাইড অব কোবাল্ট তাহাতে সংযোগ করিয়া দ্রব করনানন্তর কিঞ্চিৎ যবাকার মিশাইয়া কোন লিখন কিম্বা চিত্রপট লিখিয়া অগ্নির আঁচে ধরিলে গোলাপী রঙ হইবে, কিন্তু শীতল হইলে পুনরায় অদৃশ্য হইবে ।

পীত বর্ণ ।

• ভূতিয়া আর (Muriate of Ammonia) মিউরিয়েট অব এমোনিয়া সমভাগে দ্রব করনানন্তর তদ্বারা লিখিয়া অগ্নির উত্তাপে ধরিলে পীত বর্ণ অক্ষর হইবে, এবং শীতল হইবামাত্র অদৃশ্য হইবে ।

সবুজ বর্ণ ।

(Muriate of Cobalt) মিউরিয়েট অব কোবাল্ট্ স্বাভাবিক নীল আভাযুক্ত সবুজ, কিন্তু জলে দ্রব করিলে পাটল বর্ণ হইবে; ইহাদ্বারা লিখিলে অক্ষর অদৃশ্য হয়, কিন্তু স্পষ্ট উত্তাপ দিলে অতি উজ্জ্বল সবুজ হইয়া শীতল হইলে অদৃশ্য হইবে ।

নীল বর্ণ ।

গোটাকত (Prussiate of Potash) প্রুশিয়েট অব পোটাশের দানা জলে দ্রব করিয়া লিখিলে শুষ্ক হইয়া অদৃশ্য হইবে, কিন্তু যবাক্ষারান্নে একটী লোহার প্রেক গলাইয়া ৮ গুণ জলদিয়া পাতলা করিয়া অক্ষর ধুইলেই অতি স্পষ্ট নীলবর্ণ হইবে ।

Marvels of Chemical and Optical Magic.

অতি মনোহর কোঁতুক ।

এক কাঁচের কিষা প্রস্তরের পাত্রে এক কিষা দুই ধাত্ত পরিমাণ (Potassium) পোটাশিয়ম আর ঐ পরিমাণ

(Sodium) সোডিয়াম ছুরি দ্বারা উত্তমরূপে মিশ্রিত করিলে সহজেই মিশ্রিত হইয়া খাইদ হইবে ; এই মিশ্রিত দ্রব্যের সহিত এক বিন্দু পারদ সংযোগ করিয়া নাড়িয়া দিলে অতি মনোহর অগ্নির শিখা উঠিবে ।

Young Man's Book of Amusement.

হালুকা কাষ্ঠ জলের মধ্যে ডুবাইয়া রাখিবার অতি
সহজ কৌশল ।

হালুকা কাষ্ঠ স্বভাবতই জলে ভাসিয়া উঠে, কিন্তু নিচের লিখিত কৌশল দ্বারা অক্লেশে প্রস্তুতের জ্বায় জল মধ্যে ডুবাইয়া রাখা যায় ; তাহা এই, প্রথমে দুই খণ্ড দেবদারু প্রভৃতি হালুকা কাষ্ঠ রঁয়াদা দ্বারা এমন রূপে চৌরস করিবে, যেন এক খণ্ডের উপর অন্য খণ্ড রাখিলে উত্তমরূপে সংযোগ অর্থাৎ মিলন হইতে পারে, এবং কিছু মাত্র ফাঁক না থাকে, আর জল প্রবেশ হইতে না পারে ; এই প্রকারে দুই খণ্ড কাষ্ঠ প্রস্তুত করিয়া রাখিবে ; তদনন্তর একটী টবে কিম্বা মৃত্তিকার গামলার তলদেশে উপরোক্ত প্রস্তুত করা এক খণ্ড কাষ্ঠ অতি গোপনে (cement) সিমেন্ট অর্থাৎ পুটিন বা আটা দিয়া ঐ গামলার তলায় আঁটিয়া অপর খণ্ড তাহার উপর সমান করিয়া বসাইয়া তাহার উপর একটী কাঠী দ্বারা চাপিয়া জল ঢালিয়া গামলা পরিপূর্ণ হইলে কাঠী তুলিয়া লইলেও কাষ্ঠ কদাচ ভাসিয়া উঠিবে না বরং প্রস্তুতের জ্বায় ডুবিয়া থাকিবে ; কিন্তু

কাঠ খণ্ডের মধ্য কিঞ্চিৎক্ষাত ফাঁক হইলেই জল প্রবেশ করিয়া ভাসিয়া উঠিবে, ইহার কারণ, জল কাঠ অপেক্ষা অনেক ভারি, সুতরাং জলের চাপন দ্বারা কাঠ ভাসিতে পারে না ডুবিয়া থাকে ।

Young Man's Book of Amusement.

বরুণের অগ্নি ।

একটি ক্ষুদ্র (tumbler) অর্থাৎ পান করিবার পাত্রে নির্মল জল ঢালিয়া তন্মধ্যে এক কিস্মা দুই খণ্ড (Phosphoret of Lime) ফস্ফোরেট অব লাইম্ নিক্ষেপ করিলে স্বল্পকাল পরেই জলের উপর হইতে অতি মনোহর অগ্নির প্রভা নির্গত হইতে থাকিবে ; কিন্তু অগ্রে ধূত্রময় হইয়া পরে অগ্নির ছটা দৃশ্য হইবে ।

Young Man's Book of Amusement.

অগ্নির উত্তাপ দ্বারা জল জমাট করিবার কৌশল* ।

প্রথমত বহির সম্মুখে এক খানি ঝুলের উপর $\frac{1}{2}$ এক সের জলধরে এমত একটি ভাণ্ড রাখিবে ; কিন্তু অগ্রে ঝুলের উপর কিঞ্চিৎ জল নিক্ষেপ করিয়া পরে ভাণ্ড বসাইবে ; পরন্তু গোপনে হস্তে ধরে অর্থাৎ এক নোট লবন ঐ পাত্রে দিয়া ঐ পরিমাণে বরফ সংযোগ করিলে দশ মিনিট কাল নাড়িতে নাড়িতে জল জমিয়া যাইবে ।

Young Man's Book of Amusement.

* এই কোঁতুক শীত ঋতু ভিন্ন অন্য ঋতুতে কদাচ হয় না ।

বধীরের অবগ শক্তি হওয়া ।

প্রথমত একটি বংশী, গিটার, সেতার, এসরাজ কিম্বা তারযুক্ত এমন বাত্মযন্ত্র যাহার ডাণ্ডিরদিক কিছু দীর্ঘাকার এই রূপ বাত্মযন্ত্র লইয়া অগ্রে বধীর ব্যক্তিকে ইঙ্গিত দ্বারা অর্থাৎ চারে চারে ঐ যন্ত্রের গলদেশের অগ্রভাগ দস্ত দ্বারা ধারণ করাইয়া, ছড়ি অর্থাৎ কামানি দ্বারা বাত্ম করিলে ঐ ধনি বধীর ব্যক্তির মুখের মধ্যে প্রবেশিয়া তাহার মুখের তালুর ছিদ্র দ্বারা অবগ ইন্দ্রিয়ে গেলে সে আনন্দিত হইয়া বাত্মধনি শুনিতে পাইবে ; এই রূপ করিয়া বহু সংখ্যক বধীর ব্যক্তির অবগ শক্তি হওয়া দৃশ্য হইয়াছে । ইহা পরীক্ষা করিতে ইচ্ছা হইলে কোন ব্যক্তি স্থায়ী কর্ণকূহরে অঙ্গুলি দিয়া দস্ত দ্বারা ঐ যন্ত্র ধরিয়া থাকিলে অপর বক্তি বাত্মধনি করিলে অবশ্য শুনিতে পাইবে ।

Boy's Own Book.

হাত রুমালের উনান প্রস্তুত করণের কৌশল ।

প্রথমে ট্যাক ঘড়ির (ধাতু নির্মিত) একখানি কেস অর্থাৎ খোল, হাতরুমালের এক পার্শ্ব দিয়া একহারা করিয়া এমন করিয়া আচ্ছাদন করিবে, যেন যেদিগে ঘড়ির গ্লাস থাকে রুমালের খুঁট এবং ধার সেইদিগে টানিয়া হস্ত দ্বারা ধারণ করিবে, কোনদিগে যেন কৌচকান এবং আলগা না হয় । তদনন্তর রুমাল দ্বারা আচ্ছাদিত করা কেসের উপর একখণ্ড জ্বলন্ত অঙ্গার কিম্বা এক খণ্ড জ্বলন্ত

কাগজ তাহার উপর রাখিলে রুমাল দ্বারা হইবে না, কিবল অগ্নির উত্তাপ ধাতুর উপর স্থিত হইবার জন্তে তাহার উপর দিয়া যাইতে থাকিবে ।

Boy's Own Book.

পরমা কিসা টাকা কুপের মধ্যে কিসা পুষ্করিণীতে নিক্ষেপ করিয়া অত্র ঘাট হইতে উত্তোলন করণ ।

প্রথমত গোপনে একটা টাকা অথবা পরমাতে কোনরূপ চিহ্ন করিয়া আপনার নিকট লুক্কায়িত রাখিবে, পরে কোন ব্যক্তিকে বলিবে, একটা টাকা বা পরমা আমাকে দেও চিহ্ন করিয়া দিই, সে ব্যক্তি হস্তে টাকা দিলে যে রূপ চিহ্ন আপনার নিকট লুক্কায়িত টাকা অথবা পরমাতে করিয়াছে সেইরূপ চিহ্ন ঐ টাকাতে করিয়া ঐ ব্যক্তির হস্তে দিয়া কহিবে, তুমি স্বহস্তে টাকা কুপ মধ্যে কিসা পুষ্করিণীতে নিক্ষেপ কর, সে নিক্ষেপ করিলে, তুমি অত্র অত্র কোতুক দর্শাইয়া কিঞ্চিৎ পরে ইচ্ছা ঐ কুপের নিকট অথবা পুষ্করিণীর ঘাটে গিয়া আপনার নিকট লুক্কায়িত থাকা পরমা বা টাকা দর্শকেরদের অজ্ঞাতসারে কোশল ক্রমে স্বীয় হস্তে লুক্কায়িত রাখিয়া জলমধ্যে আপন হস্ত ডুবাইয়া ঐ টাকা উত্তোলন করিয়া ঐ ব্যক্তিকে সমস্ত লোকের সম্মুখে দিলে চমৎকার জ্ঞান করিবেন ।

Hindee Indrojal

চর্ষণ দ্বারা দুইটা মিশ্রিত ধাতুকে ত্রব করণ ।

প্রথমে এক পাতে এক ভাগ পারদ এবং দুই ভাগ

(Bismuth) বিন্মাখ ধাতু গলাইবে, আর অপর পাত্রে এক ভাগ পারদ আর চারি ভাগ বীজ গলাইয়া রাখিলে, ক্রমে কাল পরে ঐ পৃথক দুই পাত্রস্থিত ধাতু সম্পূর্ণরূপে অতি কঠিন হইবে। পূর্বে এই সকল প্রস্তুত রাখিতে হইবে, তদনন্তর যখন কোঁতুক দর্শাইতে হইবে, সেই সময় উভয় ধাতুর ডেলা পৃথক করিয়া অগ্নিতে স্পর্শন করিলে যে রূপ গলে সেইরূপ ঐ দুই ডেলা পরস্পর ঘর্ষণ করিলে ঘুরায় গলিয়া যাইবে।

Boy's Own Book.

কুকুটকে মোহিত করণ অর্থাৎ

কুকুটকে স্পন্দ রহিত করিয়া পুনরায় নজীব করণ।

একটি কুকুটের দুইদিগের পাখা দুই হস্তদ্বারা ভালরূপে চাপিয়া ধরিয়া গৃহমধ্যে আনিয়া টেবিলে এমত করিয়া রাখিবে যেন তাহার চকুর অগ্রভাগ ঠিক সোজা থাকে কোনমতে বাঁকা না হয়, তৎপরে ঐ গৃহের কোন ব্যক্তিকে ঐ বিহঙ্গমের চকু হইতে ঠিক সোজা একখানি চাকখড়ি দিয়া একটি রেখা টানিতে বলিবে। পরে ঐ পক্ষির সমীপে যৎপরোনাস্তি শব্দ করিলেও তাহার নিদ্রাভঙ্গ হইবে না, যে অবস্থায় রাখা হইয়াছে সেই অবস্থাতেই থাকিবে।

Boy's Own Book.

মুদ্রার কোঁতুক।

প্রথমে স্বীয় হস্তের রক্তাঙ্গুলিতে স্বল্প মম সংলগ্ন করিয়া নিকটে দণ্ডায়মান থাকা কোন এক ব্যক্তির অঙ্গুলি ধরিবে,

পরে একটি সিকি দেখাইয়া কহিবে, যে এই সিকি তোমার হস্তে দিব এই বলিয়া তাহাকে দিয়া আপনার হস্তের মম দেওয়া রক্তাঙ্গুলি দিয়া তাহার হস্তের অঙ্গুলিতে মোড়া দিবে, এই প্রকার বজ্জতা করিয়া তাহার দিকে দৃষ্টিপাত করিবে। এবং ইচ্ছাং স্থায়ী রক্তাঙ্গুলি তাহার হস্ত হইতে খুলিয়া লইলে ঐ সিকি তাহাতে সংলগ্ন হইয়া আসিবে, কেহ জানিতে পারিবে না। তখন তাহাকে হস্ত মুটা করিতে বলিবে, সে হস্ত মুটা করিলে তাহার বোধ হইবে যে সিকি আছে। তৎপরে মুটা খুলিতে বলিবে, সে মুটা খুলিলে সিকি দেখিতে পাইবে না এবং আশ্চর্য্য জ্ঞান করিবে।

নেবুচ্ছেদন করিয়া শোণিত নির্গত করা।

প্রথমে অস্বদেশের লোহ নির্খিত লোহার বাঁটের একখানি ছুরিতে রক্ত বর্ণের জবা পুষ্প ঘর্শন করিয়া শুষ্ক হইলে ঐ ছুরি দিয়া গোঁড়া কিম্বা পাতি নেবুকাটিলে রক্তের ন্যায় পতিত হইবে।

প্রবঞ্চক সন্ন্যাসি প্রভৃতির অজ্ঞ ব্যক্তিগণকে কহে যে, তোমার শত্রুকে নিপাত করিব বলিয়া পূর্ব্বোক্তরূপে নেবু কাটিয়া শোণিত নির্গত করিয়া বলিয়া থাকে তোমার শত্রু নিপাত হইল, এই প্রকারে বঞ্চনা করিয়া অর্থ উপার্জন করে।

কোন মোকদ্দমার শুভাশুভ অথ্রে কহিবার

জন্য পত্রাবলী কর।

গোঁড়া নেবুর রসে হুতন লেখনীদ্বারা ভাল শুভ কাগজোপরি, “মোকদ্দমা জয়ী হইবে, কিম্বা কর্ম কার্যে মঙ্গল হইবে” এইমত প্রশ্ন কতকগুলি পূর্বোক্ত লিখিয়া কাগজের লেখা শুদ্ধ করিয়া আপনার নিকট লুক্কায়িত রাখিতে। যখন কোন প্রশ্নকারক তোমার সম্মুখে স্বীয় অভিলষিত করা মোকদ্দমায় জয়ী কিম্বা কোন বিষয় কার্যে মঙ্গল হইবে কি না, এইরূপ প্রশ্ন করিলে তাহার নিকট হইতে এক খণ্ড শাদা কাগজ লইয়া স্বীয় বস্ত্রের মধ্যে পূর্বোক্ত লুক্কায়িত থাকা কাগজ খানি পরিবর্তন করত আপনার নিকট রাখিয়া নেবুর রসে লেখা কাগজখানি মোড়ক বাঁধিয়া হোম করণ ছলে হোমকুণ্ডে ঘৃত বিল্যদল দিয়া আহুতি দিবে, পরে মোড়ক খুলিয়া ঐ কাগজখানি তাহাতে নিক্ষেপ করিলেই প্রজ্জ্বলিত অঙ্করে মোকদ্দমায় জয়ী হওয়া শব্দ প্রভৃতি দৃশ্য হইবে। এই শঠতা দ্বারা অনেকে বঞ্চনা করিয়া অর্থ লইয়া থাকে।

তিন চারি প্রকার রং একত্রে মিশ্রিত করিয়া ভক্ষণ

করানান্তর পুনরায় ঐ সকল রঙ পৃথক পৃথক

করিয়া বাহির করিবার কৌশল।

সভাচ্ছ সমস্ত ব্যক্তিদিগের সম্মুখে হরিদ্রা, কোঁটা করিবার রুলি, নীলবাড়ি, শিখীপত্র শুদ্ধকরা, প্রভৃতি বস্তু

অর্থাৎ এই রূপ দ্রব্য যাহাতে মুখের হানিজনক না হয়, চূর্ণ করিয়া একটা পিত্তল কিম্বা কাঁচের বাটিতে একত্রে মিশ্রিত করত জলে গুলিয়া আপনার মুখ মধ্যে দিয়া ভক্ষণ করিবে, অথবা থু থু করিয়া ফেলিয়া দিবে, কিন্তু ইতিপূর্বে ঘন (oilcloth) অইলক্লথ বা কেলিকো (calico) কাপড়ের ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র পুটলি করিয়া তন্মধ্যে ঐ রূপ তিন চারি প্রকার গুঁড়া পুরিয়া ৩৪ পুটলির মুখ সূত্র দ্বারা ভাল রূপে বান্ধিয়া মুখের কসে লুকাইত রাখিবে। পরে এক একটা পুটলি দাঁত দিয়া কাটিয়া তিনবারে তিন প্রকার চূর্ণ পৃথক পৃথক করিয়া নিক্ষেপ করিলে দর্শকেরা চমৎকৃত হইবেন।

Hindee Indrojal.

ভয়ানক মূর্তি ধারণ করা অর্থাৎ সং সাজা ।

কতকগুলি মাজুফল উত্তমরূপে চূর্ণ করিয়া একখানি তওয়ালে বা গামছাতে ছড়াইয়া দিবে, পরে অন্য এক পাত্রে জল রাখিয়া কটা রঙের তুতিয়া নিক্ষেপ করিলে তাহা দ্রব হইয়া অতি নির্মল জল হইবে। এইরূপে পূর্বাঙ্কে প্রস্তুত করিয়া রাখিবে। কোন ব্যক্তিকে অপ্রতিভ করিতে ইচ্ছা হইলে কিম্বা স্বীয় মূর্তি পরিবর্তন করিয়া কোঁতুক দেখাইতে হইলে, ঐ জলে মুখ প্রক্ষালন করাইয়া বা করিয়া ঐ গামছা দিয়া মুখ মুছিলে হস্ত পদাদি তৎক্ষণাৎ ভয়ানক ক্লকবর্ণ হইবে, কিন্তু কিছুদিন পরে সাবান বা নেবুর রস মাখিয়া ধোঁত করিলে উঠিয়া যাইবে।

কটা রঙের কাগজ (Phosphorus) এবং ঘর্ষণ

দ্বারা দৃষ্ট করণ ।

১ এক গ্রেণ (grain) বা এক রতি পরিমাণ (Phosphorus) ফস্ফারস (Blotting) কাগজোপরি রাখিয়া শুষ্ক করিয়া একখানি কটা বর্ণ কাগজ ব্রাউন রঙের কামজ তাহাতে গোল করিয়া জড়াইয়া কোন কঠিন বস্তুতে ঘর্ষণ করিলে ঐ কাগজ প্রজ্জ্বলিত হয় । গোপনে পূর্বে ঐ রূপে উক্ত বস্তু সমূহ প্রস্তুত করিয়া কোঁতুক দেখাইবার সময় কঠিন দ্রব্যে ঘর্ষণ করিবে ।

Boy's Own Book.

উষ্ণ জলে অগ্নি প্রজ্জ্বলিত করণ ।

একখণ্ড কাগজের উপর ক্ষুদ্র এক খণ্ড ফস্ফারস (দ্বীপক) রাখিয়া উষ্ণজলের উপর ঐ কাগজ রাখিলেই দ্বীপক প্রজ্জ্বলিত হয় ।

Boy's Own Book.

জল মধ্যে মম বা বসার বাতি প্রজ্জ্বলিত করণ ।

একটি টম্বল গ্লাসের মুখের উপর একখণ্ড ক্ষুদ্র কাষ্ঠ আড়া আড়ি ভাবে বান্ধিয়া একটি ছোট মম বা বসার জ্বলন্ত বাতি তাহাতে আটকাইয়া দিবে কিন্তু বাতিটির জ্বলন্ত দিগ্গ গ্লাসের মধ্যে থাকিবে, পরন্তু হস্ত দ্বিরা এবং শক্ত করিয়া গ্লাস উলটাইয়া ধরিয়া জলপূর্ণ গামলা বা টবে গ্লাসের মুখ জলে ঠেকাইয়া সাবধানে ঠিক সোজা করিয়া ডুবাইলে

বাতি জলমধ্যে জ্বলিতে থাকিবে, এবং ঐ প্রজ্জ্বলিতাবস্থায় উত্তোলন করা যাইবে। উক্ত প্রকারে একখণ্ড হাতকমাল শাস্ত্র করিয়া জড়াইয়া জলমধ্যে ডুবাইলে আত্ম ইয়না শুকাবস্থায় উত্তোলন করা যাইতে পারে।

এই কোঁতুকের মূল কারণ হস্তের সাফাইভিন্ন অন্য নহে, হস্তস্থির করিয়া ধরিয়া জলের সহিত ঠিক সমান রাখিতে হয়, কিঞ্চিৎখাত্র গ্লাস বক্রে হইলে তদ্ব্যতীত জল প্রবেশ হইয়া বাতি নির্বাণ হয়।

B. O. B.

ইংরাজদের বড় হ্যাট টুপির মধ্যে ডিম্বের
পিষ্টক ভাজিবার কোশল।

প্রথমে কুকুট কিম্বা হংসের ৪ চারিটা অণ্ড হস্তে লইয়া, বাজিকরদিগের ন্যায় নানাবিধ বভূতা করিয়া দর্শকগণকে বলিবে, যে তোমরা দেখ টুপি করিয়া এই অণ্ডগুলির পিষ্টক ভাজিব, এই কহিয়া অণ্ডগুলি টুপির ভিতর ভাজিয়া (Spirit Lamp) স্পিরিট ল্যাম্প অর্থাৎ স্পিরিট মদিরার জলন্ত দীপের উপরে এক মূহূর্তকাল হস্তে করিয়া ধারণ করনাস্তর টুপির মধ্য হইতে রন্ধন করা পিষ্টক সকলের সম্মুখে বাহির করিয়া উত্তপ্ত থাকিতে দিবে। তদ্ব্যতীত কাণ পাতলা অর্থাৎ যাহারা হঠাৎ প্রত্যয় করে, তাঁহারা বিবেচনা করিবেন যে অবশ্য কোন মসলা দ্বারা বিনা অগ্নিতে পিষ্টক রন্ধন করিয়াছে।

এই ভেস্কী করণের গুণ কথ্য এই, যে কোঁতুক দর্শা-
ইবার অণ্ডে, খান কয়েক পিচ্চক ভাজিয়া টুপির ভিতর
পুরিয়া প্রস্তুত রাখিবে ; আর টুপিটা উচ্চ টেবিলের উপর
রাখিলে, টুপির মধ্যে কি আছে তাহা কেহ কিছুমাত্র জানিতে
পারিবেনা। যে ডিম্ব গুলি ভগ্ন করিতে হয়, সেগুলি কিবল
খোসামাত্র, কারণ ঐ ডিম্ব ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ছিদ্র করিয়া তন্মধ্যে
কুশমচুবিয়া পূর্বাছে খাইয়া খোসা আস্ত রাখিতে হয়।
দর্শকগণের সন্দেহ দূর করণার্থে একটি কুশমস্বদ আস্ত অণ্ড
টেবিলের উপর সকলের সম্মুখে কোঁতুক কারক এমন চতুরতা-
পূর্বক ভাজিবে, যেন হস্ত হইতে দৈবাৎ পড়িয়া ভাঙ্গিল,
এইরূপ করিলে দর্শকেরা বিবেচনা করিবেন যে অন্য অন্য অণ্ড
গুলিও ঐরূপ কুশম পূর্ণ আস্ত আছে।

Marvels of optical and chemical Magic.

জীবিত মৎস্য ক্ষুদ্র মুখযুক্ত কাঁচের বোতল মধ্যে

পুরিয়া জীবিত রাখিয়া অতি মনোহর

কোঁতুক দর্শন ।

একটি শ্বেতবর্ণ ক্ষুদ্র মুখযুক্ত কাঁচের বোতলের তল-
দেশের কিঞ্চিৎ উপরিভাগে (এই গ্রন্থের দ্বিতীয় খণ্ডে
গ্লাস অর্থাৎ কাঁচ কাটিবার প্রকরণে কোণল লিখিত হই-
য়াছে) বেড় দিয়া গোল রেখা টানিয়া চিহ্ন দিয়া কাটিয়া
ছইখণ্ড করিয়া অথবা হাকাক দিগের দ্বারা কাটাইয়া রাখিবে।
পরে কোঁতুক দেখাইবার দুইতিন ঘণ্টা অণ্ডে ঐ বোতলের মুখে

ছিপি দিয়া আবদ্ধ করনাস্তর উন্টাইয়া হস্তে ধারণ করিয়া
কিঞ্চিৎ শূন্যে রাখিয়া জল পুরিয়া জীবিত কই, ছোট
মদ্যুর এবং অন্য অন্য ক্ষুদ্র মৎস্য তাহাতে ছাড়িয়া
দিয়া বোতলটির ছেদন করা তলার খণ্ড ঠিক সোজা করিয়া
উপরের খণ্ড দাগে দাগে বসাইয়া (মনোহর দর্পণের দ্বিতীয়
ভাগের যে (Cement) অর্থাৎ পুটীন প্রস্তুত করণের প্রকরণ
লিখিত হইয়াছে) পুটীন দিয়া উত্তম করিয়া ঘোড় দিয়া
শুরু হইলে, সোজা করিয়া টেবিলের উপর বসাইয়া রাখিলে
অতি সুন্দর শোভা হইবে ; এবং এমত ক্ষুদ্র মুখমুক্ত
বোতলের মধ্যে জীবিত মৎস্য সমস্ত কিরূপে প্রবেশ
হইল তাহার কোশল জানিতে না পারিয়া সভাস্থ সকলেই
আশ্চর্য্য জ্ঞান করিবেন । বোতলটি বড় হইলে রূহৎ রূহৎ
মৎস্যও জীবিতাবস্থায় তন্মধ্যে অনায়াসে প্রবেশ হইতে
পারে, এবং রজনীযোগে এই কোঁতুক করিলে বোতলের
ঘোড় কেহ জানিতে পারিবেনা ; কিন্তু এই ভেল্কী দিবসে
করিতে হইলে বোতলের ঘোড়ের স্থান হস্তের অঙ্গুলিদ্বারা
আচ্ছাদন করিয়া বোতল দেখাইলে কেহ দেখিতে
পাইবে না । এই প্রকারে বোতলে পক্ষী রাখিয়াও কোঁতুক
দর্শান যায় ।

গো, চ, ঘোষ ।

অগ্নিতে বাসকারী ও অগ্নিখাদক কল্পিত রুকলাশ

নামক বিশাল জন্তুর ন্যায় অগ্নি ভক্ষণ

করিবার কৌশল ।

অগ্নি ভক্ষণ করিয়া কৌতুক দর্শাইতে ইচ্ছা হইলে, নবীন শাজিকারক নিম্নলিখিত কৌশলক্রমে অনায়াসেই দর্শক গণের মনোরঞ্জন করণে সক্ষম হইবেন । প্রথমে এক গাছ স্থল রজ্জু (Nitrate of Potash) নাইট্রেট আব পোটাশে জল দিয়া দ্রব করিয়া ঐ আরকে ভিজাইয়া এক প্রহরান্তে শুষ্ক করিয়া তাহা হইতে এক বুরুল পরিমাণ দীর্ঘে খানিক রজ্জু কাটিয়া তাহার একদিক অগ্নিতে জ্বালিয়া বাম হস্তে থাকা এক বুটী পাট ঐ জ্বলন্ত রজ্জুতে জড়াইলে যৎকিঞ্চিৎ ধূম নির্গত হইতে থাকিবে, ঐ বামহস্তে পূর্বের রাখা এলো পাটের তাল আচ্ছাদন করিয়া লুক্কায়িত রাখিবে ।

তদনন্তর স্রীয় দক্ষিণ হস্তে এক গোছা পাট লইয়া মুখ মধ্যে পুরিয়া এমতরূপে চর্ষণ করিবে, যে দর্শকেরা যেন মনে করেন যে তুমি তাহা গিলিয়া খাইয়াছ, অনন্তর আর একমুঠা পাট হস্তে লইবার কালীন ঐ অবকাশে পূর্বোক্ত বামহস্তের পাটের তাল যাহার মধ্যে অগ্নি সংযুক্ত রজ্জু আছে, দক্ষিণ হস্তে করিয়া মুখের ভিতর পুরিবার সময় চর্ষণ করা পাটের বুটী মুখ হইতে নির্গত করিয়া ফেলিবে; তৎপরে নাসিকা দ্বারা নিশ্বাস টানিয়া মুখ দিয়া বাহির করিবার সময় ধূম নির্গত হইতে থাকিবে, এবং মুখের মধ্যে আলো হইয়া অতি উজ্জ্বল হইবে; আর মুখ বুজিলে মুখের মধ্যের পাটের

মুঠাতে চাপদিলে অগ্নি বাহির হইতে থাকিবে ; কিন্তু যে মুঠীর মধ্যে জ্বলন্ত রজ্জু খণ্ড আছে তাহা যেন বাহির হইয়া না পড়ে এমত কোঁশলে তাহা রাখিতে হইবে ; তাহার পর, পুনরায় খানিক পাটের তাল মুখ মধ্যে দিয়া ঐ রূপ করিতে থাকিলে সভাস্থ সমস্ত দর্শকগণ ধন্যবাদ দিবেন ।

Marvels of optical and chemical Magic.

মেব বা ছাগের পটপটীকে নৃত্য
করাইবার কোঁশল ।

ছাগ কিম্বা মেবের উদরোস্থিত একটি পটপটীর মধ্যে পারদ পুরিয়া ফুঁক দিয়া স্ফীত অর্থাৎ ফুলাইয়া তাহার মুখ বন্ধ করিয়া অগ্নির উত্তাপে উত্তপ্ত করণান্তর মৃত্তিকাপরে আছাড়িয়া ফেলিলেই পটপটী লম্ফ বাম্প দিয়া বেড়াইতে থাকিবে ।

M. C. Magic.

মৎস্য ধরা ঘুনি কিম্বা চালনী করিয়া জল
তুলিবার কোঁশল ।

টীমের পিত্তলের কিম্বা বাঁশের চালনী অথবা মৎস্য ধরা ঘুনি দুইখানি আনিয়া, এক খানিতে স্বতকুমারি চালুতা বা লামোড়ার আঠা মাখাইয়া শুষ্ক করিবে ; পুনরায় ঐ আঠা মাখাইয়া শুষ্ক করিবে, এইরূপে তিনবার মাখাইয়া তিনবার শুষ্ক করিয়া পূর্বোক্ত প্রস্তুত রাখিবে ।

কোঁতুক দর্শাইবার সময়, দর্শকগণকে খালি চালনী দেখাইয়া নানা প্রকার বক্তৃতাদ্বারা অন্যমনস্ক করনাস্তর তাহা পরিবর্ত করত লুকাইয়া রাখিয়া উল্লেখিতরূপে প্রস্তুত করা চালনী কিম্বা ঘুনিতে করিয়া অন্যায়সে জল তোলা যাইবে ।

ইন্দ্রজাল ।

রেশমের কিম্বা ভাল মিহি কাপড়ের কুমাল অগ্নিতে

দগ্ধ করণাস্তর পুনরায় সেই কুমাল খণ্ড জ্বলন্ত

মোম কিম্বা চরবির বাতির মধ্যে ইহাতে

বন্দুকের দ্বারা গুলি মারিয়া

বাহির করিবার

কৌশল ।

কোঁতুক আরস্তের অগ্রে তিনখানি অতি সূক্ষ্ম সৰু কাপড় বা রেশমী এক রঙের কুমাল সংগ্রহ করিয়া রাখিবে ; মৎস্যের তৈলের অথবা বসার বাতী দুইটি আর (Pistol) পিস্তল ১ একটি, এই তিন দ্রব্য আহরণ করিয়া প্রস্তুত রাখিবে ; তৎপরে ঐ দুইটি বাতির নিম্নভাগে তুরপুণ যন্ত্র দ্বারা এমত পরিমাণে ছিদ্র করিবে, যেন কুমাল একখানি এবেশ ইহাতে পারে, পরন্তু কুমাল ঐ বাতির ছিদ্রের ভিতরে পুরিয়া সেই দুইটি বাতী জ্বালিয়া টেবিলের উপর রাখিবে, তদনন্তর দর্শকগণের সম্মুখে বক্ত্রী ১ এক খণ্ড কুমাল অগ্নিতে দগ্ধ করিয়া ভস্ম করিয়া রাখিবে ; তাহার পর উপরোক্ত ১ একটি পিস্তলের মধ্যে পরিমিত

রূপে বাকুদ ঠানিয়া পুরিয়া উক্ত রুমাল পোড়া ভস্ম ঐ পিস্তুলে পুরিবে, তখন দর্শকদিগকে জিজ্ঞাসা করিবে, যে এই দুই প্রজ্জ্বলিত বাতির মধ্যে কোন বাতিকে সিকার অর্থাৎ গুলি করিব, তাহাতে তাঁহারা যে বাতিকে গুলি করিতে বলিবেন, তাহাতে গুলি করিয়া আওয়াজ করিলে ঐ বাতী নির্বাণ হইবে ; অনন্তর ঐ বাতী, স্বীয় হস্তে লইয়া যে পরিমাণ পর্য্যন্ত রুমাল আছে, ঠিক সেই স্থান ছেদন করিলে ঐ রুমাল বাহির হইয়া পড়িবে, তদৃষ্টে সভাস্থ সকলেই চমৎকৃত হইবেন ।

গোপাল চন্দ্র ঘোষ

অদৃশ্য গ্যাস দৃশ্য করিবার কৌশল ।

একখানি কাঁচের রেকাবিতে কিঞ্চিৎ পাঙ্গালবণ আর স্বল্প পরিমাণে (Sulphuric acid) গন্ধকাস এই দুই দ্রব্য রাখিবে ; এবং অন্য একখানি রেকাবিতে ২ দুই ভাগ পারা আর এক ভাগ (Sal ammoniac) সাল এমোনিয়াক এই দুই দ্রব্য চূর্ণ করিয়া তাহাতে স্বল্প পরিমাণ উত্তপ্ত জল সংযোগ করিয়া রাখিবে ; কিয়ৎক্ষণ পরেই প্রত্যেক রেকাবি হইতে অদৃশ্য (Gas) গ্যাস উৎপন্ন হইতে থাকিবে, কিন্তু উভয় রেকাবি পরস্পর নিকটে আনিয়া ঠেকাঠেকি করিবামাত্রই গ্যাস অর্থাৎ ধূম স্পষ্টরূপে দেখা যাইবে ।

Marvel's of optical and chemical Magic.

স্পাত হইতে অতি সুন্দর এবং

উজ্জল আলো করণ।

ঘটিকা অর্থাৎ ট্যাক ঘড়ির ডাইলে যে গোলাকৃত কাঁচ থাকে তাহাতে যৎকিঞ্চিৎ (Sulphuret of Carbon) মাল-ফিউরেট আব কারবন, রাখিয়া জ্বালিয়া দিলে, তাহা হইতে যে শিখা উঠিবে, তাহাতে স্পাতের তারে এক-খণ্ড (Brush) ব্রাশ সংলগ্ন করিয়া ধরিলে অতি চমৎকার রূপে পুড়িতে থাকিবে। উক্ত শিখাতে ঘড়ির (Spring) স্প্রিং অর্থাৎ কামানিও দৃষ্ট হইতে পারে।

M. O. C. Magic.

মায়াবৃত্ত পুস্তক প্রস্তুত করিবার কৌশল।

চিক্কা কাগজের (Octavo) আকটেবো সাইজের (অর্থাৎ একটি কাগজ আট ভাঁজে ভাঁজিলে যে পরিমাণ হয়, তাহাকে আকটেবো বলে) যত ইচ্ছা পুরু হয়, এমত একখানি পুস্তকের প্রথমাবধি সপ্ত পত্র উন্টাইয়া একটি পুষ্পগুচ্ছ চিত্র করিবে, পুনরায় সপ্তপত্র উন্টাইয়া একটি ঝাড় চিত্র করিবে, এইরূপে পুস্তকের প্রথমাবধি শেষ পর্য্যন্ত প্রতি সপ্তম পত্রে একটি ঝাড় চিত্র করিয়া এক এক ফালি কাগজ কিষা (Parchment) পার্চমেন্ট চর্মের কাগজ পূর্ব্বোক্ত চিত্রিত কাগজেতে আটা দিয়া সংলগ্ন করিয়া ঐ পুস্তক পুনরায় উন্টাইয়া প্রতি ষষ্ঠপত্রে একটি পক্ষির আকৃতি চিত্র করিয়া প্রতি চিত্র করা পত্রে একস্থানি ফালি কাগজ এই প্রণালিক্রমে ঐ পুস্তকে নানাবিধ প্রতিরূপ

চিত্র করিয়া পরিপূর্ণ করিবে; এবং কিঞ্চিৎ নিম্নভাগে আঁটা দিয়া সংলগ্ন করিবে ; কিন্তু সাবধানপূর্বক প্রতি চিত্র করা পত্রের প্রত্যেক পৃষ্ঠা শাদা রাখিতে হইবে । এই প্রকারে পুস্তক প্রস্তুত করিয়া কোঁতুক দর্শাইবার সময় স্বীয় বামহস্তে পুস্তক ধারণপূর্বক প্রথম যে যে প্রতি সপ্তম পত্রে কাগজের ফালি আছে স্বীয় দক্ষিণ হস্তের বুদ্ধাঙ্গুলী ঐ ঐ ফালিতে দিয়া পুস্তক শেষ পর্য্যন্ত উল্টাইলে পুষ্পময় দর্শন হইবে ; পরে কিঞ্চিৎ কাল বিশ্রাম করত পুস্তকে ফুঁ দিয়া যে যে পত্রে দ্বিতীয় ফালি কাগজ আঁটা আছে, আপনার দক্ষিণ হস্তের বুদ্ধাঙ্গুলী দিয়া পুনরায় উল্টাইলে পক্ষিময় দৃশ্য হইবে ; এইমতে প্রথমাবধি শেষ পর্য্যন্ত উল্টাইলে নানাবিধ প্রতিরূপ দেখা যাইবে । পরন্তু ঐ পুস্তকখানি ফিরিয়া ধারণ করিয়া উক্ত প্রণালি ত্রয়ে উল্টাইলে কিবল শাদা কাগজ দৃশ্য হইবে ; তদদর্শনে সভাস্থ সকলেই বিমোহিত হইবেন ।

Young Man's Book of amusement.

সূত্রীর অগ্রভাগে আঙুলীর ধারদিক রাখিয়া

ঘূর্ণায়মান করিবার কৌশল ।

একটি বোতলে ছিপি দিয়া তত্পরি ছুঁচের পশ্চাত্তাগে বিঁধিয়া সোজা করিয়া রাখিবে, কোনদিক বক্র না হয়; তৎপরে অন্য একটি ছিপির মুখের দিকে ঠিক মধ্যভাগে একটি খাঁজ কাটিয়া তদ্বাধ্যে আঙুলিটা খাড়া করিয়া আঁটিয়া ঐ

ছিপির দুই পার্শ্বে ঠিক বীপরিত দিকে দুইটি (table) টেবিল



forks ফরকশ (অর্থাৎ ইংরা-
জেরা যে লোহার কাঁটা দ্বারা
খাদ্যাদি বিঁধিয়া ভক্ষণ করেন)
এরূপে বিঁধিবে, যেন বাঁটের
দিক নীচে থাকে। পার্শ্বের
প্রতিরূপ দৃষ্টিকর।

তদনন্তর ঐ আহুতিটি খাড়া করিয়া ছুঁচের অগ্রভাগে
রাখিলে ঘুরিতে থাকিবে, পতিত হইবে না, কারণ পৃথিবীর
আকর্ষণ ছুঁচের মধ্যভাগে থাকিবে।

Young men's book of amusement.

একটি স্বর্ণ কিম্বা রৌপ্য মুদ্রাকে তিরিয়া
দ্বিভাগ করিবার কৌশল ।

প্রথমে টেবিলের কিম্বা কাষ্ঠের চৌকির উপর ৩ তিনটি
আলপিন পুতিয়া তদুপরে একটি টাকা রাখিবে, তৎপরে
কিছু কুলগন্ধক চূর্ণকরা ঐ মুদ্রার নিম্নভাগে, আর উপরে দিয়া
অগ্নি সংলগ্ন করিলে, গন্ধক দগ্ধ হইয়া শিখা উঠিয়া নির্বাণ

হইলে পর ঐ মুদ্রার উপর একখানি পাতলা পত্র পৃথক
হইয়া থাকিবে ।

ছুরি হইতে (Beer) বিয়ার সুরা নির্গত
করিবার কৌশল ।

সার্বাঙ্গে একখণ্ড ক্ষুদ্র (Sponge) স্পঞ্জ অতি গোপনে
বিয়ার মদিরাতে এমত করিয়া ভিজাইয়া রাখিবে, যেন
অত্যন্ত সপসপা না হয়, তাহাহইলে চাতুরী প্রকাশ
পাইবে ; তৎপরে ঐ ভিজান (Sponge) স্পঞ্জখানি কর্ণকুহরে
অথবা কর্ণের পশ্চাত্তাঙ্গে স্থায় কেশ দ্বারা লুকাইয়া আচ্ছা-
দিত রাখিয়া একখানি ছুরির বাঁটের দিক উপর দিক
করিয়া টেবিলে কিম্বা (stool) টুলেতে বিন্ধিয়া রাখিবে; তখন
দর্শকগণকে আপনার পশ্চাত্তদিকে থাকিতে না দিয়া সম্মুখে
থাকিতে বলিবে ; তদনন্তর সকলকে বলিবে, দেখ, এই ছুরীর
বাঁটে এবং টেবিলের উপর তরল দ্রব্য কিছু মাত্র নাই, ইহা
কহিয়া স্থায় কর্ণে শূন্য হস্ত বাড়াইয়া পুনরায় কহিবে, তোমা-
দিগের মধ্যের কোন ব্যক্তি আমার বাহুর উপর হস্ত রাখ,
বলিয়া সেই সময় কতকগুলি মন্ত্র অর্থাৎ ভয়ানক বাক্য
বলিতে থাকিলে, দর্শকেরা অন্যমনা হইলে ঐস্থযোগে ভিজা
স্পঞ্জখানি চতুরতাপূর্বক আপনার কর্ণ হইতে লুকাইয়া
লইয়া ছুরিখানি ঐ হস্তে ধারণ করত প্রথমে আস্তে আস্তে
পরে কিঞ্চিৎ বলপূর্বক টিপিলে বিয়ার মদিরা পড়িতে
থাকিবে, তাহা দেখিয়া সমস্ত ব্যক্তি বিমোহিত হইবেন;

তখন উচ্চস্বরে আশ্ফালন করিয়া বলিবে, যে এই যদিরাতে তোমাদিগকে ডুবাইয়া রাখিতে পারি, ইহা বলিয়া ঐ নুরার কিঞ্চিৎ তাহাদের চক্ষে ছিটাইয়া দিলে তাহারা চক্ষু মুদ্রিত করিলে এই সাবকাশে স্পঞ্জখানি অন্তরিত করিবে।

Young man's book of amusement.

লৌহ চিমটা নিঙ্গড়াইয়া জল বাহির
করিবার কৌশল ।

পূর্বোক্ত পরিক্ষার ন্যায়ই সমস্ত করিতে হয়। কিবল স্পঞ্জের পরিবর্তে কিঞ্চিৎ তুলা মুখের মধ্যে এক কসে লুক্কায়িত রাখিতে হয়, এবং নানা প্রকার বক্তৃতা করিয়া দর্শকেরা অন্যমনস্ক হইলে ঐ সাবকাশে মুখ হইতে অঙ্গুলি দিয়া তুলা বাহির করিয়া চিমটা হস্তে ধরিয়া চুঁচিয়া আনিলে জল পড়িতে থাকিবে।

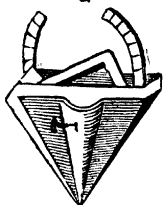
একখাই হুত্রে জ্বলন্ত অঙ্গার বুলাইয়া
শূত্রমার্গে রাখন ।

কৌতুক দর্শাইবার পূর্বাঙ্কে একখাই হুত্রে অত্রাভাগে একটা মাসকলাই পরিমাণ মিসরী বাঙ্কিয়া জ্বলন্ত অঙ্গারের উপর মুহূর্ত রাখিলে, মিসরী গলিয়া অঙ্গারের উপর থাকিবে, সেই সময় হুত্রে অপর খাই ধরিয়া তুলিয়া বাহিরে আনিলে

জ্বলন্ত অঙ্গারখান অনায়াসেই শূন্যমার্গে ঝুলাইয়া রাখা যাইবে, সূত্র দৃষ্ট হইবে, তথাপি পতিত হইবে না ।

গণ্ডদেশে (গালে) কুলুপ দিয়া চাবি বদ্ধ
করিবার কৌশল ।

প্রথমে কুলুপটি এইরূপ গঠনের তৈয়ার করিবে, যে তাহার স্প্রিং কামানী দ্বিভাগ অর্থাৎ মধ্যে কাটা থাকিবে, এবং ফাঁক করিলে, তাহার মধ্যে গাল প্রবেশ করাইয়া চাবি দিয়া বদ্ধ করা যায়, আর অতিশয় চিমটা না ধরে এবং খুলিয়া না পড়ে, এমনত আক্লা না হয়, আর খাঁজ কাটা স্থান যেন কেহ না জানিতে পারে এনিমিত্তে তাহাতে মিথ্যা কতকগুলি খাঁজ কাটা থাকিবে, এই প্রকারে কুলুপ গড়াইলে কেহ টের পাইবেনা বরং চমৎকার জ্ঞান করিবে ।



কোন আঘাত ব্যতিরেকে শরীরে ছোরা প্রভৃতি
বিস্ত্রিবার কৌশল ।

বাঁটকাঁপা একটা (Bodkin) বডকিন অর্থাৎ ফোঁড় অথবা একখানি এমনত ছোরা লইবে, যে ছোরার অগ্রভাগ উপর-দিকে করিলেই ঐ ছোরার ফলা বাঁটের মধ্যে ঢুকিয়া যায় ; পরে (Bodkin) হইলে আপনার কপালে আর ছোরা হইলে বন্ধঃস্থলে বিস্ত্রিবে, এবং ঐ আঘাতে বেদনা ও ক্রেশ হইতেছে, দর্শকদিগের এইরূপ বোধ করাইয়া আপনার হস্ত হঠাৎ

টানিয়া আনিয়া ছোরার ফলা নিম্নদিকে করিলেই ফলা বাহির হইয়া পড়িবে ; এবং বাঁটের ভিতর ঢুকিয়াছিল কেহ বোধ করিতে পারিবেনা ; তৎপরেই ঐ ছোরা আপনার কোলে, অথবা জেবে অতি সত্বরতাপূর্বক লুকাইয়া ছোরার সদৃশ ভাল অন্য একখানি ছোরা (অর্থাৎ ফাঁপা না হয়) বাহির করিলে দর্শকেরা কোনমতে জানিতে পারিবেন না ।

এক প্রকার ধাতু কাগজে করিয়া বাতির

শিখায় গলান যায় ।

বিস্মাথ (Bismuth) সীসা এবং দস্তা এই ত্রব্যত্রয় সমভাগে লইয়া একখণ্ড কাগজে করিয়া একত্রে বাতির শিখার উপর ধরিলে গলিয়া এক প্রকার খাইদ হয়, এবং আবশ্যিক মতে, পুনরায় ঐরূপ প্রদীপের শিখার উপর ধরিলেই গলিতাবস্থা হয় ।

বরফের বাতি প্রজ্জ্বলিত করণ ।

বসার (চর্বির) একটী বাতির পলিতার দিগের কিয়দংশে কাগজ জড়াইয়া, পরে উত্তম চূর্ণকরা গন্ধক ও কয়লা সমভাগে মিশ্রিত করিয়া ঐ বাতির অবশিষ্টাংশে মাখাইয়া জলে ডুবাইয়া প্রস্তুত রাখিবে ; অত্যন্ত কুজ্বার দিবস প্রাতে ঐ মসলা মাখা বাতিটী অনাচ্ছাদিত

স্থানে রাখিলে পাতলা একপর্দা অর্থাৎ একহারা বরফ
ঐ বাতিতে জমিয়া থাকিবে, আর বরফ পুৰু করিতে ইচ্ছা
হইলে পুনর্ব্বার ঐ মত কুজঝটিকাতে রাখিলে ক্রমে আরো
ঘন এবং পুৰু হইবে ; পরন্তু বাতিতে জড়ান কাগজ খানি
খুলিয়া জ্বালিয়া দিলে উত্তম রূপে জ্বলিতে থাকিবে ।

কোন ব্যক্তির কোর্ট জ্যাকেট প্রভৃতি সমস্ত পরিধেয়

বসন গাত্রে যেমন পরা তেমনি থাকিবে, অথচ

কিবল কামিজটী খুলিয়া লওনের

কৌশল ।

কিবল চতুরতা দ্বারা এই কোঁতুক দর্শান যায়, অন্য কোন
কৌশল আবশ্যক করে না। কোঁতুক দর্শাইবার প্রণালী
এই, যে ব্যক্তির অঙ্গ হইতে কামিজ খুলিতে হইবে, তাহার
পরিধেয় সমস্ত বস্ত্র পরিসর এবং নরম হওয়া আবশ্যক
অর্থাৎ কসা না হয় ।

প্রথমে ঐ ব্যক্তির (Stock)ফাঁক অর্থাৎ ঘাড়ের কাপড় খুলিয়া
পরে তাহার আস্ত্রনের (হাতার) এবং স্কন্ধের বোতাম সমস্ত
খুলিবে, তৎপরে তাহার বাম হাতার বোতাম ঘরাতে এক
গাছি শগদড়ি বান্ধিয়া রাখিবে ; তদনন্তর তাহার পশ্চা-
দ্বেশের কামিজের মধ্য দিয়া স্থায়ী হস্ত চালাইয়া কামিজ
টানিয়া তাহার মস্তকোপরি সরাইয়া লইবে ; এইরূপে
সম্মুখের দিক টানিলে কামিজটী তাহার বক্ষঃস্থলে আসিবে

তাহার পর তাহার দক্ষিণ বাহু লম্বা করাইয়া এমত করিয়া আস্তিন টানিবে, যেন বাহু হইতে সমুদায় বাহির হইয়া আইনে। তখন কামিজটা তাল পাকাইয়া বক্ষঃস্থলে একত্র হইবে, এবং দক্ষিণ হাতা জড় সড় হইয়া বাম হাতাটী যে পূর্বের উপরদিকে উঠিয়াছিল তাহা পুনরায় ফিরাইয়া আনিবার জন্যে বাম হাতার বোতাম ঘরাতে যে শণ দড়ি পূর্বের বান্ধা হইয়াছে তাহা টানিতে হইবে, সুতরাং সেই দিক দিয়া সমুদায় কামিজ বাহির হইয়া পড়িবে।

কামিজ খুলিবার সময় সভাস্থ কেহ না দেখিতে পায়, একারণ স্ত্রীলোকের একটি গাউন (ঘাগরা) দিয়া তাহার মস্তকাচ্ছাদন করিয়া ঐ ঘাগরার এক কোণ অর্থাৎ খুঁট স্থায় দত্ত দিয়া ধারণ করিয়া থাকিবে। এবং একখানি কেদেরোর উপরে নিজে দাঁড়াইয়া এই কার্য্য করিলে অতি সহজ হইবে। ইংলণ্ডের হেমারকেটের রাজকীয় নাট্য শালায় এই কোঁতুক দর্শান হইয়াছিল।

Marvels of optical and chemical Magic.

ঐন্দ্রজালিক বা মায়িক পেঁটরা।

অগ্রে দরমা কিম্বা হোগলার একটি পেঁটরা এমত রূপে নির্মাণ করিতে হইবে, যেন ১২।১৪ বৎসর বয়স্ক বালক তন্মধ্যে বসিতে অথবা পাদদ্বয় গোঁট সোঁট করিয়া অক্লেশে শয়ন করিতে পারে, এবং তাহার শরীর হইতে ডালাখানা এক ফুটের অধিক উর্দ্ধে ফাঁক, আর রজ্জুর কবজা দ্বারা

পেঁটরার ডালা আটকান থাকে, কিন্তু যে দিক দিয়া ডালা খুলিতে হয় সেইদিকে পেঁটরার গাত্রে ও তাহার ঠিক উর্দ্ধ-ভাগে এক একটা ছিদ্র করিয়া এক বা দেড় হস্ত পরিমাণ দুই গাছি রজ্জু তন্মধ্যে প্রবেশ করাইয়া ভিতর দিকে এক গাঁইট ও ফাঁস দিতে হইবে ; কেননা যে বালক পেঁটরার ভিতর রহিবে, সে ঐ রজ্জুর ফাঁস খুলিলে পেঁটরার ডালা অনায়াসে খুলিতে পারে, এইরূপে পেঁটরা প্রস্তুত করিয়া রাখিবে ।

কোঁতুক আরম্ভের সময়, কোঁতুক কারকের সমিভ্যারি একটি বালকের নিকট গুপ্তভাবে খানকয়েক ভিজ্ঞান আনত। এবং কিঞ্চিৎ গন্ধকের চূর্ণ থাকিবে ; তদনন্তর ঐ বালকের হস্তদ্বয় রজ্জু দিয়া এমত কোঁশলে বান্ধিবে, যেন সে দন্ত দ্বারা অনায়াসে খুলিতে পারে ; তৎপরে তাহাকে সকলের সম্মুখে পেঁটরার মধ্যে পুরিয়া ডালা আচ্ছাদন করত, ডালার ছিদ্র মধ্যে রজ্জু দিয়া বন্ধন করিবে, তৎপরে ৮।১০ খানি বাঁথারির খুঁটি দিয়া তাম্বুর আকৃতি করিয়া কশল কিম্বা নীলবর্ণ মোটা বস্ত্র দ্বারা ঢাকা দিয়া প্রস্তুত করণান্তর, পেঁটরা তন্মধ্যে রাখিয়া তাম্বুর বাহির হইতে চারি পাঁচ ব্যক্তি কশল নাড়িতে থাকিবে ; সেই অবকাশে ঐ বালক স্বীয় হস্তবন্ধন খুলিয়া স্বচ্ছন্দে বসিতে পারিবে, তখন কশল খুলিয়া পেঁটরার পূর্ব চিহ্নকরা স্থানে ছোরা বা অসি দিয়া সাবধানে বিদ্ধিবে যেন ঐ বালকের অঙ্গে কোন আঘাত না হয়, সেই সময়ে ঐ বালক ভিজ্ঞা আনত। ও

গন্ধক মিশাইয়া ছোরাতে মাখাইয়া দিবে; কোঁতুক কার দর্শকগণকে ছোরা দেখাইয়া কহিবে, দেখ বালককে বধ করিয়াছি বলিয়া পুনরায় তাম্বুর ভিতর পেঁটরা পুরিয়া ৩৪ ব্যক্তি কস্থল নাড়িতে থাকিবে, যখন জানিতে পারিবে, যে ঐ বালক রজ্জুর ফাঁস খুলিয়া পেঁটরা হইতে বাহির হইয়াছে, তখন স্ত্রীয় সমিভ্যারের অন্য এক ব্যক্তি মার মার কাট কাট বলিতে থাকিবে, ঐ সময় ঐ বালক কহিবে, কাটিওনা আমি জীবিত আছি, তখন তাম্বু হইতে পেঁটরা বাহির করিয়া সকলকে কহিবে দেখ পেঁটরা যেমত বান্ধা তেমনি আছে, ঐ বালক কিরূপে বাহির হইল, তদৃষ্টে তাঁহার চমৎকৃত হইবেন। মোহনীকারক চতুরতা এবং বুদ্ধির কোঁশলে এই কোঁতুকে মনুষ্য অদর্শন করিতেও সক্ষম হইবেন।

গো, চ, ঘোষ,

মনুষ্যকে অদৃশ্যকরা

রঙ্গশালায় চারি গাছি লাঠি পুতিয়া পুরু বস্ত্র বেড় দিয়া একটি কাণ্ডার করিয়া আপনার মন্দের এক ব্যক্তিকে হস্ত পদাদি বন্ধনপূর্ব্বক তন্মধ্যে রাখিয়া “তুমি অদৃশ্য হইবে কিনা” এই কথা বারংবার জিজ্ঞাসা করিতে থাকিলে সে কাণ্ডারের ভিতর হইতে বলিতে থাকিবে “আমি অদৃশ্য হইব না”, এই অবসরে সে দস্ত দ্বারা বন্ধন খুলিয়া বলিবে, এক্ষণে আমি অদৃশ্য হইব; তখন ভেলিকার একটি পক্ষী বা

কপোত লইয়া মোহজনক বক্তৃতা করিতে করিতে উদ্ধে উড়াইবে, সুতরাং দর্শকেরা তদৃষ্টে অন্যমন্য হইলে সে ব্যক্তি কাণ্ডার হইতে বাহিরে গিয়া লুকাইয়া থাকিবে; তৎপরে বাজিকার কাণ্ডার খুলিয়া বলিবে, দেখ মনুষ্য অদৃশ্য হইয়াছে কিয়ৎক্ষণ পরে, উঠেঃস্বরে ডাকিলে সে ব্যক্তি দেখা দিবে ।

চাকুর লাল

চমৎকার চূর্ণ ।

Iodide of Potash আইওডাইড আব পোটাশ আর (Sugar of Led)শুগার আব লেড এবং(Bromide) of Potash ব্রমাইড আব পোটাশ পৃথক পৃথক তিন মোড়ক করিয়া রাখিবে; পরন্তু আইওডাইড আব পোটাশ থাকা মোড়ক লুকাইয়া উক্ত দুই মোড়ক সকলকে দেখাইয়া বলিবে, এই দুই স্বেতবর্ণ চূর্ণ মিশ্রিত করিয়া পীতবর্ণ কর, তাহারা কদাচ পারি-বেন না, তখন তুমি ব্রমাইড আব পোটাশের মোড়ক চতুরতা পূর্বক স্থায় বস্ত্র মধ্যে লুকাইয়া আইওডাইড আব পোটাশ থাকা মোড়ক বাহির করণান্তর শুগার আব লেডে মিশাইয়া এক ফোঁটা জল দিয়া রগড়াইলেই পীতবর্ণ হইবে ।

এই প্রক্রিয়া দ্বারা আইওডাইড ও ব্রমাইড আব পোটা-সের পরীক্ষা জানা যায় ।

অলৌকিক মূর্তি ধারণ পূর্বক ভয় দর্শন ।

এক কাঁচ নির্মিত পাত্রে একভাগ (*phosphorus*) ফস-
ফারাস রাখিয়া তাহাতে ৩ ছয় ভাগ (*olive oil*) জলপায়ের
তৈল সংযোগ করিয়া (Sand heat) স্যাণ্ডহিট অর্থাৎ
বালুকাযন্ত্রে উত্তপ্ত করিলে প্রস্তুত হইবে ; চক্ষু মুদ্রিত
করিয়া এই আরক মুখ মণ্ডলে এবং হস্তদ্বয়ে মর্দন করিয়া
অন্ধকার গৃহে দণ্ডায়মান থাকিলে শরীরের ঐ ঐ স্থান
হইতে নীল আভাযুক্ত অগ্নি শিখা নির্গত হইতে থাকিবে,
কিন্তু চক্ষুদ্বয়ে এবং মুখে রুম্ববর্ণ চিহ্ন দৃশ্য হইবে ; তদর্শনে
সকলে বিমোহিত এবং ভীত হইবেন । এই কৌতুক দর্শা-
ইলে কোন ভয়ানক ব্যাপার ঘটনের সম্ভাবনা নাই জানিবে ।

Young man's Book of amusement.

বিনা অগ্নিস্পর্শে স্পীরিট (Spirit) মদিরা

প্রজ্জ্বলিত করণ ।

একটি, (*tea cup*) টিকপ অর্থাৎ চা পান করিবার পাত্রে
চারি কিষা ছয় ড্রাম (*dram*) স্পীরিট মদিরা ঢালিয়া
১০ দশ কিষা ১৫ পোনের গ্রেণ (*chlorate*) ক্লোরেট আব
পোটাস সংযোগ করিবে । এই মিশ্রিত দ্রব্যে প্রায় ৩ ছয়
ডাম (*dram*) গন্ধকাস্ত্র (*Sulphuric acid*) সালফিউরিক
এসিড মিশ্রিত করিলেই ফুটিতে আরম্ভ হইয়া ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র
অনেক গুলি অতি উজ্জল নীলবর্ণ অগ্নির বর্তুল নির্গত হইয়া
শিখা উদ্ভিত হইলে অতি সৌন্দর্য্য দর্শন হইবে ।

F. Accum's chemical amusement.

হস্তের প্রথমাস্থলির অগ্রভাগে একটি ছড়ি খাড়া

রাখিবার কৌশল ।

স্মীয় হস্তের পরিমাণ দীর্ঘ, অর্দ্ধ (inch) ইঞ্চি স্থূল এবং প্রস্থে উহার দ্বিগুণ এক খণ্ড কাষ্ঠ আনিয়া ঐ কাষ্ঠের এক দিকের কিঞ্চিৎ অন্তরে অর্থাৎ অগ্রভাগ হইতে কিছু দূরে ঠিক এক ওজনের দুইখানি ছুরির ফলা এমনতরূপে বিস্তাবে, যেন পরস্পর সম্মুখা সম্মুখি হয়, এবং একখানি ছুরি একদিকে ঝুঁকিলে অপরখানি তদ্বিপরীত দিকে ঝুঁকে,



(যথা এই পার্শ্বের অঙ্কিত প্রতিরূপ দৃষ্টিকর) এইরূপে প্রস্তুত করিয়া ছুরি বেঞ্চা ঐ ছড়িটী, আপনার হস্তের অস্থলির অগ্রভাগে সোজা করিয়া খাড়া করিলে পড়িবে না ; আর যদি একদিকে ঝুঁকে তবে

ঐ ছড়ি তৎক্ষণাৎ আপনিই সোজা হইয়া খাড়া থাকিবে । এই কোঁতুকটিতে সাবধান পূর্বক ভালরূপে রূতকার্য্য হইতে পারিলে, যে ব্যক্তির কদাপি দেখেন নাই তাঁহারা আশ্চর্য্য জ্ঞান করিবেন ; ফলতঃ ছুরির দ্বারা যে ছড়ির উভয় দিকে তুল্য ভার থাকে তাহা বুঝিতে পারিবেন না ।

খনিজ বহুরূপা প্রস্তুত করণের প্রক্রিয়া ।

মৃত্তিকা বা লোহার মুচিতে আচ্ছাদন না দিয়া অগ্নির উপর চাপাইয়া (Nitrate of potash) নাইট্রেট আর পোটাশ তিন ভাগ আর (Deutoxide of manganese) ডিউটক্সাইড আর ম্যাঙ্গেনিজ ১ ভাগ, এই দুই দ্রব্য উত্তমরূপে চূর্ণ করিয়া তাহাতে দিয়া এক ঘটিকার চতুর্থাংশের কিঞ্চিৎ অধিক কাল পর্যন্ত তেজ অগ্নির আঁচ দিলে, প্রস্তুত হইবে। এই মিশ্রিত দ্রব্যের, আশ্চর্য্য গুণ নিম্ন লিখিত পরীক্ষাতে প্রকাশ পাইবে। এক কাঁচপাত্রে ৫৭ গ্রেণ পরিমাণ উক্তরূপে প্রস্তুত করা দ্রব্য রাখিয়া শীতল জল ঢালিলে, ঐ দ্রব বস্তু প্রথমে সবুজ পরে বেগুনী হইয়া অবশেষে অপূর্ণ লোহিত বর্ণ হইবে। কিন্তু ঐ মিশ্রিত দ্রব্যে শীতল জলের পরিবর্তে উষ্ণ জল সংযোগ করিলে অতি মনোহর ভাইও-লেট (Violet) পুষ্পের বর্ণ হইবে; আর জল এবং (oxide) অক্সাইডের পরিমাণানুসারে রঙের উগ্রতা ও তারতম্য হইয়া থাকে, যেমন স্বল্প জলে ১০ দশ গ্রেণ পরিমাণ ঐ মিশ্রিত দ্রব্য সংযোগ করিলে প্রথমে উত্তম সবুজ বর্ণ হইয়া ঘোর বেগুনী হওনাস্তর লোহিত বর্ণ হইয়া থাকে; আবার এই খনিজ বহুরূপার স্বল্প ভাগ ৪ চারি Ounce ওন্স জলে মিশ্রিত করিলে, ঘোর সবুজ বর্ণ হইবে। কিন্তু তাহাতে জলের অংশ অধিক দিলে গোলাপী হইয়া স্বল্প সময়ের মধ্যে একেবারে বর্ণহীন হইয়া শেষে ইসদ পীতবর্ণ হওনাস্তর নিম্নভাগে থিতিয়া থাকে, ঐ দ্রব বস্তুর যখন

ধীরে ধীরে পরিবর্তন হয়, তখন অনায়াসেই রঙ সমস্ত নিম্নমতে শ্রেণী পূর্বক অর্থাৎ যাহার পর যে রঙ পৃথক পৃথক হইয়া থাকে, এবং স্পষ্টরূপে জানিতে পারা যায়, যথা, প্রথমে সবুজ, শ্যামল, ভাইওলেট, নীল, বেগুনী পরে রক্তবর্ণ হয় ।

কৃত্রিম রুষ্টি এবং শিলা পতন ।

আট কিষা দশ বুকল প্রস্থ এবং দুই কিষা তিন ফুট ব্যাসে, পাতলা কাঠের একটী চুঙ্গি প্রস্তুত করিয়া পাঁচ কিষা ছয় বুকল প্রস্থ একখানি তক্তা তন্মধ্যে পুরিয়া ঐ চুঙ্গির মধ্যস্থল সমান ৫ পাঁচ ভাগ করিবে; তৎপরে ঐ অংশ করা প্রতি খুবরির মধ্যে, এক বুকলের ছয় ভাগের এক ভাগ পরিমাণ স্থান খালি রাখিবে, আর তক্তাগুলি এমন বক্র অর্থাৎ কাইতভাবে থাকিবে, যেন ঐ ফাঁকের মধ্যে দিয়া ৪ চারি কিষা ৫ পাঁচ পাউণ্ড (Pound) পরিমিত গুলি বাহির হইতে পারে। পরন্তু ঐ চুঙ্গিটী উল্টাইলে গুলি সকল ঐ ভিন্ন ভিন্ন অংশ করা খুবরি দিয়া নির্গত হইতে থাকিলে রুষ্টিপতনের শব্দ হইবে, আর তদ্রূপে বড় বড় গুলি পুরিয়া ঐরূপে উল্টাইয়া ধরিলে শিলা পতনের শব্দ হইতে থাকিবে। কিন্তু বস্ত্রের কাণ্ডারের মধ্যে থাকিয়া এই কোঁতুক দর্শাইবে।

Modern Cabinet of Arts.

সকল প্রকার পক্ষীকে বশীভূত করিবার কৌশল ।

যে পক্ষীগণ যে যে বীজ ও শস্য প্রিয়, সেই সেই বীজ-
শুরার শিঠাতে ভিজাইয়া রাখিবে, পরন্তু যে স্থানে বিহঙ্গ-
গণ চরিতে আইসে, ঐ বীজ তথায় ছড়াইয়া দিলে তাহারা
ভক্ষণ করিয়া এমত পোষা হইবে, যে বীজ সমস্ত হস্তে
রাখিলেও নির্ভয়ে খাইতে থাকিবে ।

Boy's own Book.

ভৌতিক সাবান প্রস্তুত করণের কৌশল ।

একটি কাঁচের বোতলে স্বল্প পরিমাণে তৈল এবং জল
রাখিয়া অতিশয় বলপূর্বক নাড়িলেও পরস্পর আকর্ষণ
না থাকাহেতু কদাচ উভয় দ্রব্য মিশ্রিত হইবেনা, কিন্তু
অল্প পরিমাণ (Ammonia) এমোনিয়া তাহাতে গোপনে
সংযোগ করিয়া নাড়িলেই ঐ সমস্ত ৩ তিন দ্রব্য একত্রে
মিশ্রিত হইয়া তরল সাবান প্রস্তুত হইবে ।

Marvels of Optical and chemical Magic.

ছাগ বা অন্য কোন প্রাণীর পটপটী অথবা

পাতলা চর্খের মধক বায়ু ব্যতিরেকে
ক্ষীত করা ।

একটি ভিজ্ঞান পটপটী কিম্বা পাতলা চর্খের ক্ষুদ্র
মধকের মধ্যে এক (Tea spoonful) টিসপণকুল (Ether) ইথার
পূরিয়া ঐ পটপটীর মুখ হাল্ধি করিয়া বান্ধিয়া তাহার

উপর অত্যন্ত উষ্ণজল ঢালিলে ভিতরে স্থিত ইথার বিস্তার
হইয়া পটপটী ফুলিয়া উঠিবে, বায়ুর আবশ্যক হইবে না ।

দুই তিন দণ্ডের মধ্যে অত্র লিচু লেবু প্রভৃতি
রক্ষ জন্মাইয়া তৎক্ষণাৎ কাঁচা ও
পক্ক অত্র প্রভৃতি ফলান ।

ফাল্গুন মাসে অত্রের মকুল, বৈশাখে কাঁচা, এবং জ্যৈষ্ঠী
মাসে পাকা অত্র ও লিচু, একটী জার বা ডিক্যান্টার (Decan-
ter) অর্থাৎ যে বোতলের মুখ অনেক ফাঁদাল এবং উর্দ্ধে বড় এবং
স্থূল এমত বোতলে উত্তম খাটি মধু পূর্ণ করিয়া ঐ ফলগুলি
তন্মধ্যে ডুবাইয়া রাখিলে ; এক বৎসর কাল টাটকা থাকিবে ।

অনন্তর কোঁতুক দর্শাইবার পূর্বে ঐ ফল সমস্ত মধু
হইতে তুলিয়া জলে উত্তমরূপে প্রক্ষালন করিবে, আর
একটী অত্রের বীজ ছোট চারা আর রক্ষ অনিয়া প্রস্তুত
রাখিবে ।

তদনন্তর কোঁতুক দর্শাইবার সময় একটী সিন্দুক অথবা অন্য
দ্রব্যের মধ্যে ঐ ফলও লুকাইত রাখিবে, পরে একটী মৃত্তিকার
টব (Tub) বা গামলাতে মৃত্তিকা পূর্ণ করিয়া অত্রের কিম্বা
অন্য ফলের বীজ সমভাঙ্গ সকলকে দেখাইয়া বলিবে, যে
এই বীজ রোপণ করিলাম ৪ চারি দণ্ডের মধ্যে চারা জন্মা-
ইবে, এই বাক্য কহিয়া কাপড়ের কাপ্তার তৈয়ার করিয়া
ঐ টব বা গামলা তাহার ভিতর রাখিবে, এবং অন্য অন্য

কোঁতুক দর্শাইয়া কিছুক্ষণ পরে ঐ টবে অত্র বা লিচুর চায়া
পুতিয়া কাণ্ডার হইতে বাহিরে আনিয়া সকলকে দেখা-
ইয়া বলিবে, যে এই রক্ষা মুকুল কাঁচা ও পাকা অত্র শীত্ৰ
ফলিবে, এই বাক্য কহিয়া কাণ্ডারের মধ্যে লইয়া ঐ চায়া
তুলিয়া একটা ডাল অথবা কলমের অস্ত্রের রক্ষা পুতিয়া তাহার
সকল শাখা ছুরি দিয়া চাঁচিয়া ঐ অত্র প্রভৃতি ফল
এমতরূপে বিক্ৰিয়া দিবে, (বরং সবুজ বর্ণের পট্টবস্ত্রের চিক
দিয়া ফলের বোঁটা চাঁচা শাখাতে জড়াইয়া বান্ধিবে, যেম
কেহ জানিতে না পারে; তৎপরে কাণ্ডার হইতে বাহির
করিয়া দর্শকগণকে ভক্ষণ করিতে বলিবে, কিন্তু রক্ষা
শাখা হইতে ফল ছিঁড়িবার সময়, বোঁটা খসাইয়া ছিঁড়িয়া
তাহাদিগকে খাইতে দিবে, তদৃষ্টে সকলে প্রশংসা করিবে;
অনন্তর টবের রক্ষাদি কাণ্ডার মধ্যে লইয়া সাবধানে লুক্কায়িত
রাখিবে ।

ঐ অন্যমতে ।

মনসা মিজের ভুক্তি অস্ত্রের বীজ ২১ বার ভিজাইয়া
২১ বার ছায়াতে শুষ্ক করনান্তর মৃত্তিকাতে রোপণ করিয়া
জল দিলে এক ঘণ্টা পরে ফল কুল রক্ষা জন্মে ।

ইন্দ্রজাল ভানুমতি ।

বস্ত্রোপরি অগ্নি ক্রীড়া দর্শাইবার কোঁশল ।

এক খণ্ড বস্ত্র দুই ব্যক্তি পরস্পর সম্মুখে দণ্ডায়মান হইয়া
সমান করিয়া টানিয়া ধরিবে, কোনদিগে কোঁচকান না

থাকে, পরে কতকগুলি বড় মটর পরিমাণ কপূরের ডেলাতে অগ্নি সংলগ্ন করিয়া বস্ত্রের উপর ক্রমে ক্রমে নিক্ষেপ করিয়া নাড়িতে থাকিলে কপূরের বর্তুলগুলি বস্ত্রের উপর ভ্রমণ করিতে থাকিবে।

সঙ্কটাপন্ন বাটি কিম্বা পান পাত্র অর্থাৎ জল
শূন্যে রাখিবার কৌশল ।

একটি কাঁচনির্মিত পানীয় পাত্র কিম্বা বাটি এমতরূপে জলপূর্ণ করিবে, যে কোন ব্যক্তি স্পর্শ করিলেই জল পতিত হইবে।

প্রথমে একটি সামান্য পান করিবার গ্লাস কিম্বা বাটি জলে পূর্ণ করিয়া ঐ পাত্রের মুখে একখণ্ড কাগজ এমতরূপে চাপা দিবে, যেন গ্লাসের কানার চারিদিক ঢাকা পড়ে, তদনন্তর দক্ষিণ হস্তের তালু চাপা বাম হস্তে গ্লাস ধারণ করত ইচ্ছাৎ উল্টাইয়া (Table) টেবিলের উপর রাখিয়া গ্লাসে হাত চাপিয়া কাগজখণ্ড আশু আশু টানিয়া বাহির করিয়ালইলে গ্লাসমধ্যে জলশূন্য থাকিবে; কিন্তু অন্য কোন ব্যক্তি গ্লাস স্পর্শ করিলেই সমস্ত জল পড়িবে; সুতরাং সভামধ্যে তিনি অপ্রতিভ হইবেন।

জলোপরি অগ্নির ঘূর্ণায়মান গতি ।

প্রথমে মটর পরিমাণ রিফাইণ্ড (Refined) অর্থাৎ শোধিত কপূরের গুটিকা করিয়া আরব্য ঘোঁদ কিষা এতদেশীয় বাবলার আটা মাখাইয়া শুষ্ক করিয়া প্রস্তুত রাখিবে । পরন্তু কোঁতুক দর্শাইবার সময় বর্তুল গুলিতে অগ্নি সংলগ্ন করত ধিরে ধিরে জলপূর্ণ কোন গামলা অথবা অন্যপাত্রে ছাড়িয়া দিলে, জলোপরি অগ্নি ঘুরিতে থাকিরা অতি সৌন্দর্য্য দৃশ্য হইবে ।

লোহিত বর্ণবৎ তপ্ত লোঁহ গুটিকা দন্তদ্বারা
অক্লেশে উত্তোলন করা ।

প্রথমত দর্শকগণকে বলিবে, যে লোহিতবর্ণবৎ তপ্ত গুটিকা অঙ্গুলি দিয়া স্পর্শ করা যদিচ ভয়ঙ্কর, আমি অন্য-রাসে দন্তে করিয়া তুলিব, এইমত বক্তৃতা করত ওঠে না সংলগ্ন হয়, অতি সাবধান পূর্ব্বক অকুতোভয়ে তাহা উত্তোলন করিবে কিছুমাত্র পীড়াজনক হইবে না, ফলিতার্থ ইহাতে কিবল সাহস করা আবশ্যক, অন্য কিছুই নহে ।

হিন্দি পুস্তক

সভার সকল ব্যক্তির মুখ ভয়ানক দর্শাওন ।

কিঞ্চিৎ লবণ আর (কুঙ্কুম) জাফরান স্বল্প পরিমাণ স্পীরিট (Spirit) মদিরাতে দ্রব করত কিঞ্চিৎ পাট তাহাতে

ডুবাইয়া অগ্নি সংলগ্ন করিলে ঐ আলোতে গোর্বর্ণ মনুষ্যকে সবুজ (শ্যামবর্ণ) এবং ওষ্ঠের ও গালের লোহিতবর্ণকে ঘোর জলপাই রঙের ন্যায় দৃশ্য হইয়া সকলের মুখ মণ্ডল ভ্রানক হইবে ।

Modern Cabinet of arts.

দুই শীতল বস্তু দ্বারা অগ্নি প্রজ্বলিত করণ ।

একখানি রেকাবিতে স্বপ্প পরিমাণ (aqua fortis) একোয়াফরটীস রাখিয়া (Turpentine) টার্পিনটাইন, (oil of carraways) কেরোওয়ে কিম্বা অন্য কোন উত্তম তৈল তাহাতে সংযোগ করিলেই অগ্নি প্রজ্বলিত হইবে ।

Young Man's Book of amusement.

তামাকু খাইবার পাইপ অর্থাৎ নল দ্বারা

কামানের ন্যায় শব্দ করণ ।

এক (ounce) ওন্স যবাক্কার, এক ওন্স (Cream of tartar) ক্রম আব টার্টার, আর অর্দ্ধ ওন্স গন্ধক পৃথক পৃথক্ চূর্ণ করত মিশ্রিত করিলে প্রস্তুত হইবে । পরন্তু ১ এক গ্রেণ পরিমাণ এই মিশ্রিত দ্রব্য একটা টোবাকো পাইপে পুরিয়া অগ্নি সংলগ্ন করিবামাত্রই কামানের ন্যায় শব্দ হইবে, এবং পাইপটিও ভগ্ন হইবে না ।

বিনা অগ্নিতে তরল বস্তুকে উত্তপ্ত করিয়া ফুটান ।

প্রথমত এক পাতলা বোতলে দুইভাগ (Sulphuric acid) গন্ধকাক্স ঢালিয়া একভাগ জল সংযোগ করিয়া, নাড়িতে থাকিলে উভয় দ্রব্যের মিলন হইয়া তৎক্ষণাৎ এত উষ্ণ হইবে, যে তাহাতে পাক কার্য সম্পন্ন হইবে ।

ঝড় এবং নির্ঝাঁতাস এককালীন দেখাইবার
কৌতুক ।

একটি কাঁচপাত্র তিনভাগ জলে পূর্ণ করিয়া অবশিষ্টাংশ সমুদয়ই প্রায় তৈল দিয়া পূর্ণ করিবে, কিবল ঐ পাত্রের ধার অর্থাৎ কান্না হইতে যে অবধি তৈল উঠিয়াছে সেই পর্য্যন্ত কিঞ্চিৎ শূন্য থাকিবে ; তদনন্তর একগাছি শক্ত সূত্র ঐ পাত্রে বেড় দিয়া বান্ধিয়া অন্য এক খাইয়ের এক দিক ঐ পাত্রে জড়ান সূত্রের একদিকে এবং ঐ সূত্রের অপর দিক তাহার বীপরিত দিকে এমত করিয়া বান্ধিবে যেন মধ্যভাগ ধরিয়া তুলিলে কাঁচপাত্রের মুখ হইতে হস্তে ধরিবার স্থান এক Foot ফুট পরিমাণ দীর্ঘ হয় রজ্জুর শিকার মত করিয়া ঝুলান যায়, অবশেষে ঐ গ্লাস পাত্র অগ্র পশ্চাৎ করিয়া ডুলাইতে থাকিলে তৈল স্রুষ্টির এবং সমান থাকিবে ; কিন্তু নিম্নে স্থিত জল অত্যন্ত আন্দোলিত হইতে থাকিলে ঝড় ও নির্ঝাঁত উভয়ই এককালে দৃশ্য হইবে ।

জলোপরে অগ্নির তরঙ্গ দর্শাওন ।

এক চাপ দোবারা চিনি কিম্বা মিসবীর উপর কোঁটাকত (Phosphuretted ether) ফস্ফিউরেটেড ইথার নিক্ষেপ করিয়া উষ্ণ জল পূর্ণ কাঁচ পাত্রে রাখিবে, পরে তাহাতে মুখের স্বাস বায়ু দিবা মাত্রেই জলোপরি অগ্নির তরঙ্গময় দৃশ্য হইতে থাকিবে ; কিন্তু এই কোঁতুক অঙ্ককার গৃহমধ্যে দর্শাইলে অতি সুন্দর শোভা হইবে ।

M. C. A.

একটি লৌহ শিক দ্বারা তণ্ডুল পূর্ণ কলসী
উত্তোলন করণ ।

প্রথমে গোপনে একটি মৃত্তিকা বা পিত্তলের কলসে তণ্ডুল পূর্ণ করিয়া একটি যষ্টি দ্বারা উত্তমরূপে ঠাসিবে কোন-রূপে আল্লা না হয়, তৎপরে সকলের সম্মুখে তন্মধ্যে লৌহ শিক কিম্বা তলওয়ার এক খান পুতিয়া অনায়াসে শূন্যে উঠান যাইবে ;

হিন্দি পুস্তক ।

এক গাড়ু জলকে ৭ সাত গাড়ু করা ।

একটি পিত্তলের গাড়ু জল পূর্ণ করিয়া মৃত্তিকার গোলা গাড়ুর মুখে এমত করিয়া ডুবাইয়া রাখিবে, যেন গোলাটি গাড়ুর ভিতরে গলিয়া না পড়ে এবং কেহ দেখিতে

না পায় ; পরে কোঁতুক দর্শাইবার সময় গাড়ুটি উবুড় করিয়া হস্তের তালুর উপর রাখিয়া কিঞ্চিৎ জল নিক্ষেপ করিয়াই অতি সত্বরে পুনরায় সোজা করিলে, গোলাটি জলমধ্যে ডুবিয়া থাকিবে ; আর গাড়ুর মুখ পর্য্যন্ত জলে পূর্ণ হইবে ; এইরূপে সপ্তবার জল ফেলিলেও গাড়ুটি জলে পূর্ণ দৃশ্য হইবে, অবশেষে গোপনে গোলাটি স্থানান্তর করিলে গাড়ুতে গোলা থাকা কেহ জানিতে না পারিয়া চমৎকার জ্ঞান করিবেন ।

দ্রব্যাদি অগ্নিতে নিক্ষেপ করিলে দগ্ধ না হওয়া ।

Cherry চেরি ব্লস্কের আটা এবং ফটকিরি সমভাগে চূর্ণ করিয়া বস্ত্রে ছাঁকিয়া অতি তেজাল হিরকাতে মিশ্রিত করত বোতলে করিয়া উষ্ণ ভস্ম মধ্যে, ২৪ ঘণ্টা কাল রাখিলে প্রস্তুত হইবে । এই আরক কোন দ্রব্যে মাখাইয়া অগ্নিতে নিক্ষেপ করিলে দগ্ধ হইবে না, কিন্তু গোপনে উক্ত আরক মাখাইয়া পূর্বেই প্রস্তুত রাখিবে ।

এক কাঁচ নির্মিত পাত্র মধ্যে এককালে ত্রিবিধ
রঙ দর্শাইবার কোঁশল ।

প্রথমত স্তম্ভাকৃতি দীর্ঘ এক কাঁচপাত্রে জল পূর্ণ করিয়া এক Table Spoonful টেবিল স্পুনকুল প্রায় ৪ ড্রাম পরিমাণ

কপিশাকের কাথ (Tincture of cabbage, টিক্কাচার আব ক্যাবেজ) দিয়া নীলবর্ণ করনাস্তর অল্প পরিমাণে দ্রব করা ammonia এমোনিয়া ধীরে ধীরে তাহাতে সংযোগ করিলে, হরিৎবর্ণ হইবে ; তৎপরে একটি গ্লাসের চুঙ্গি দ্বারা অল্প পরিমাণে Sulphuric acid অর্থাৎ গন্ধকাস্ত্র তাহাতে এইরূপে সংযোগ করিবে, যেন চুঙ্গিটী পূর্কোক্ত গ্লাস পাত্রের তল-দেশে স্পর্শ হয়, পরন্তু ঐ মিশ্রিত দ্রব্য গ্লাসের চুঙ্গি দ্বারা নাড়িলে নীল সবুজ কিম্বা লোহিত বর্ণ হইবে ; পূর্কোক্ত দ্রব্যত্রয়ের ন্যূনাধিক হইলে বর্ণের তারতম্য অর্থাৎ কম বেশ হইয়া থাকে। আর অল্প পরিমাণে উহাতে Chlorine ক্লোরাইন মিশ্রিত করিলে সমুদায় বর্ণ সম্পূর্ণ ভ্রষ্ট হইবে ।

Chemical recreations.

চিহ্নিত করা মুদ্রা উড়াইয়া পুনরায় বাহির করা ।

একটি টাকাতে ঢেরা চিহ্ন দিয়া, রঙ্গশালার কোন স্থানে লুক্কায়িত রাখিবে, পরে কোঁতুক আরম্ভের সময় কোন ব্যক্তির নিকটে একটি টাকা কর্জ লইয়া কহিবে, দেখ এই মুদ্রাটিতে চিহ্ন করিয়া উড়াইয়া দিতেছি, তুমি পরে চিনিয়া লইতে পারিবে, ইহা বলিয়া উক্ত লুক্কায়িত রাখা টাকার যে পৃষ্ঠে ঢেরা চিহ্ন দিয়াছ, এই টাকারো সেই পৃষ্ঠে ছুরি দিয়া ঠিক ঐমত চিহ্ন দিয়া টেবিলের নিম্নভাগে ঐ টাকা আঘাত করণ পূর্বক বলিবে, যে মুদ্রা উড়াইয়া যাও আর সেই সাবকাশে স্বীয় অঙ্গরাখার হাতার ভিতর লুক্কাইয়া দর্শক-

গণকে উল্লেখস্বরে কহিবে, টাকা অদর্শন হইয়াছে, পরন্তু সভাস্থদিগের মধ্যে এক জনকে বলিবে, এই গৃহের মধ্যে অমুক স্থানে টাকা গিয়াছে, বাহির করিয়া আনয়ন কর, সে ব্যক্তি অনায়াসে তথা হইতে বাহির করিয়া আনিবে ।

এক মুষ্ঠাঘাতে একখণ্ড প্রস্তর ভগ্ন করণ ।

তিন হইতে ছয় ইঞ্চ দীর্ঘে আর দলে তদান্ধকৈ অর্থাৎ ১১।০ দেড় হইতে ৩ তিন ইঞ্চ, দুইখানি চৌরস করা অর্থাৎ এক সমান প্রস্তর লইয়া তাহার একখানি সমভূমিতে পাতিয়া অত্র খণ্ডের এক দিকের শেষভাগ তদুপরি চাপাইয়া তাহার বিপরীত ধার তুলিলে যেন ৪৫ ডিগরি (degree) পরিমাণ একটা ভুজাকৃতি হয়, আর ঠিক ঐ প্রস্তরের মধ্যে এক অথবা দেড় ইঞ্চ পরিমাণ একটা পাতলা সূক্ষ্ম কাটি দিয়া ঠেক দিলে, ইংলণ্ডীয় ভাষার T টি অক্ষরের প্রতিক্রিয়া হইয়া, তৎপরে মুটার কনিষ্ঠাঙ্গুলির দিক দিয়া প্রস্তরের ঠিক মধ্যভাগ বলপূর্বক আঘাত করিলে ভাঙ্গিয়া খণ্ড খণ্ড হইবে, আর ঠেকনা কাটি সরিয়া পড়িবে, কিন্তু প্রস্তর খণ্ডদ্বয় পিছনে না পড়ে এইরূপ করিয়া পাতিয়া রাখিতে হয় তাহা হইলে ভগ্ন হয় না ।

Young man's book of amusement.

রস্তা বার্তাকী লঙ্কা প্রভৃতি ফলে করিয়া প্রস্তুত

কিষ্কা অপর ভারি বস্তু অনায়াসে শূন্যে

ঝুলাইবার কোশল ।

প্রথমে সোড়া ওয়াটারের বোতলের বা অগ্র লোহার তার তিন চারি হারা করিয়া জড়াইয়া পক্ষির পায়ের এক গাছি শিকলে যেমন শিকলি থাকে, সেই আকৃতি কিবল একটা শিকল পার্শ্ব দিক দিয়া বার্তাকী বা লঙ্কা ফুঁড়িয়া সমুদায় পুরিয়া ঠিক মাঝ খানে সোজা করিয়া দিবে, বাহির হইয়া না পড়ে ; পরে প্রায় এক বিগত পরিমাণ লোহার কিষ্কা অগ্র বাঁটের একখানি ছুরির ধারের দিক উপর দিকে করিয়া কলা বার্তাকী অথবা পাকা বড় লঙ্কাতে এমত পাচার করিয়া ফুঁড়িবে, যেন ফলার দিক ও বাঁট সমান হয়, ও ঐ তারের মধ্য হইয়া যায় আর একখানি ছুরি ধারের দিক নিম্নদিকে করিয়া ঐ ফলেতে ঐ মত তারের মধ্য হইয়া পাচার করিয়া ফুঁড়িয়া রাখিবে, কিন্তু উপরের বেঙ্কা ছুরি হইতে যেন কিঞ্চিৎ অন্তরে হয়। তদনন্তর শোণ কিষ্কা পাটের শক্ত রজ্জু তিন চারি হারা করিয়া একত্রে পাক দিয়া দীর্ঘে ২।১ দুই হাত থাকে এমত করিয়া ঐ রজ্জুর দুই খাই অর্থাৎ মুখ একত্রে শক্ত করিয়া গিরা দিয়া বান্ধিলে মালায় ন্যায় হইবে ; ঐ পাকদিয়া রজ্জু পুনরায় দোহারা করিয়া দুই দিকের ফাঁদের মত করিয়া রস্তা কিষ্কা বার্তাকী বেঙ্কা এক ছুরীর ফলাতে বা বাঁটে সাঁধ করিয়া দিয়া ঐ ফল গৃহের কড়িকাঠ

কিষ্কা বাঁশের তারা প্রভৃতি উচ্চ স্থানে বান্ধিয়া রাখিবে, তৎপরে অপর রজ্জু গাছি ঐরূপে প্রস্তুত করিয়া ঐ ফলে কোঁড়া ছুরির দুই দিক উক্ত দুই দিকের ফাঁদের মধ্যে ঢুকাইয়া ঐ নিম্নের রজ্জুতে প্রস্তুতের নোড়া কিষ্কা অন্য অন্য ভারি বস্তু বান্ধিয়া ঝুলাইলে ঝুলিতে থাকিবে ছিঁড়িবে না ।

হিন্দি পুস্তক ।

কাগজের মুচিতে ধাতু বস্তু দ্রব করণ ।

একটি সীসার গুটিকায় কাগজ মুড়িবে, যেন কোঁচকান বা ছিদ্র না থাকে, পরে ঐ গোলাটি প্রদীপের কিষ্কা অগ্নির শিখা পরে ঝুলাইয়া রাখিলে স্বপ্নক্ষেণের মধ্যে তাহা গলিয়া একটি ছিদ্র দিয়া কোঁটা কোঁটা পড়িতে থাকিবে, অন্য কোন স্থান দগ্ধ হইবে না ।

জল জমান এবং পুনরায় দ্রব অর্থাৎ পাতলা

করিবার কৌশল ।

লেসোড়া নামে হিন্দিভাষায় বিখ্যাত এক রন্ধের শুষ্ক ফল সূক্ষ্মরূপে চূর্ণ করিয়া প্রস্তুত রাখিবে ; কোঁতুক দর্শাইবার সময়, জলপূর্ণ এক কলসী সকলের সম্মুখে আনিয়া বলিবে, যে দেখ, এক দণ্ডের মধ্যে জল জমইয়া বরফ করি,

এই কহিয়া বস্ত্রের কাণ্ডার মধ্যে লইয়া পুর্বোক্ত প্রস্তুত করা চূর্ণ জলেতে নিক্ষেপ করিলে জল জমিয়া বরফের ন্যায় হইলে, সতীত্ব সকলকে দেখাইয়া পুনরায় পরদারমধ্যে লইয়া কিছু সৈন্ধব লবণের গুঁড়া তাহাতে দিলেই তরল হইবে।

ভানুমতীকৃত ইন্দ্রজাল।

নেবু-উড়াইবার কোশল।

একটা পাতি, কাগজি অথবা অপর কোন প্রকার নেবুর বোটার দিক কাটিয়া কিঞ্চিৎ শাঁস বাহির করিয়া পারা ও নিসাদল সমভাগে তন্মধ্যে পুরিয়া মুখকাটা চাকলা দিয়া ঐ মুখ বদ্ধ করনান্তর বৈশাখ জ্যৈষ্ঠমাসের রোদ্রে রাখিলে উজ্জ্বল উড়িয়া যাইবে ; অথবা নেবু ছিঁড় করিয়া সকল শাঁস বাহির করিয়া তন্মধ্যে ৮ মাসা পরিমাণ, কেবল পারা পুরিয়া মুখবদ্ধ করনান্তর অগ্নিতে নিক্ষেপ করিলে নেবু উড়িবে।

ভানুমতীকৃত ইন্দ্রজাল।

মৃত মনুষ্যের মুণ্ডকে কথা কহাইবার কোশল।

শবের মুণ্ড অথবা (Rubber) রবার কিম্বা কাঠের, মানবের মুণ্ডের ন্যায় একটা মাথা নির্মাণ করাইয়া তন্মধ্যে অতি গোপনে

একটি বড় জীবিত ভেক পুরিয়া ঐ পথ এমত রূপে আবদ্ধ করিবে, যেন ভেক নির্গত হইতে না পারে, পরন্তু কোঁতুক দর্শাইবার সময় ঐ মুণ্ডে লোবানের ধূম লাগাইলে ভেক ডাকিতে থাকিবে, তাহাতে দর্শকেরা মুণ্ডের শব্দ করা বোধ করিবেন ।

ভানুমতীকৃত হিন্দি ইন্দ্রজাল ।

জলশূন্য কাঁচপাত্রে প্রজ্জ্বলিত বাতি রাখিয়া জল
উৎপন্ন করণের কৌশল ।

পূর্ব্বাহ্নে কখন জড়াইয়া এক খণ্ড বরফ আপনার নিকট লুকাইত রাখিবে, পরে কোঁতুক দর্শাইবার সময় একটি কাঁচ পাত্র দর্শকগণকে দেখাইয়া কহিবে, দেখ ইহাতে জল নাই পরে যাহাতে দর্শকেরা অন্যমনা হয় এইরূপ বক্তৃতা করিয়া, ঘাস মধ্যে আপনার নিকট লুকায়িত থাকা বরফখণ্ড চতুরতা পূর্ব্বক নিক্ষেপ করত উল্টাইয়া স্বীয় হস্তোপরি রাখিয়া প্রজ্জ্বলিত বাতির উপর ধরিলে বরফ গলিয়া জল হইবে ।

বিনা অগ্নিতে জোয়ার শব্দ ভাজিবার কৌশল ।

হিন্দিভাষার ধুরার বলে অর্থাৎ মনসাসিজের দ্বারা জোয়ারা শব্দের বীজ ৭ সপ্তবার ভিজাইয়া সপ্তবার ছায়াতে

শুক করিলে প্রস্তুত হইবে। কোঁতুক দেখাইবার সময় ঐ শব্দ রোঁড়ে রাখিবে, অথবা আপনার হস্তের মুটার মধ্যে কিঞ্চিৎ রাখিয়া চাপিয়া ধরিলে স্বপ্ন সময় মধ্যেই হস্তেতেই ভাজা হইবে।

ভানুমতীকৃত ইন্দ্রজাল ।

হস্তোপরি শর্যা জমাইবার কোশল ।

কুতিয়া (হিন্দিভাষায় খ্যাত) অর্থাৎ কুকুরের দুগ্ধে শর্বপ তণ্ডুল জোয়ারা প্রভৃতি কিছু শস্য সপ্তবার ভিজাইয়া সপ্তবার ছায়াতে শুক করিবে, হস্তের তালুতে কিম্বা ভাল প্রস্তুত করা মৃত্তিকাতে বপন করিয়া জলছিটাইলে কণেককাল পরে বৃক্ষ জমাইবে।

একরূপ চূর্ণ কেবল বায়ু সংলগ্ন হইলেই প্রজ্জ্বলিত হয়।

উষ্ণের গোবর দধি করিয়া মধুতে ডুবাইয়া নির্বাণ করিবে, পরে দধিকরা ঐ ছাই এক কোঁটাতে অথবা বড় কাঁদাল সিন্দূর মধ্যে ছিপিদিয়া রাখিবে। কোঁতুক দর্শাইবার সময় ঐ দধিকৃত গোবর ভগ্ন করিয়া বায়ুতে রাখিলেই অগ্নি জ্বলিবে।

ভানুমতীকৃত ইন্দ্রজাল ।

একটা নেকড়ার পুঁটলিতে এক ফোঁটা জল দিলে

প্রজ্জ্বলিত হইবার প্রক্রিয়া ।

(Ammonia) এমোনিয়া, গন্ধক এবং নিসাদল এই ত্রব্যত্রয়, একত্রে সমভাগে পেসন করিয়া, কাপড়ের পুঁটলিতে বান্ধিয়া রাখিবে । কোঁতুক দর্শাইবার সময়, তাহাতে ১ ফোঁটা জল নিক্ষেপ করিলে স্বপ্পক্ষণ মধ্যেই অগ্নি প্রজ্জ্বলিত হইবে ।

শর্যাপরি অগ্নি ক্রীড়া ।

চিনিয়া কপূর আর হরিদ্রা এই দুই ত্রব্য সমভাগে একত্রে পেসন করনান্তর পানের রস দিয়া ছোট ছোট বর্তুল করত ছান্নাতে শুক করিয়া অগ্নি সংলগ্ন করিয়া রাখিবে, পরে শর্যার উপর ছড়াইলে দগ্ধ হইবে না ।

বড় বুদ্ধিতে প্রদীপ নির্বাণ না হওয়া ।

এক পাত্রে সমুদ্র কেশা ও গন্ধক সমভাগে লইয়া পেসন করনান্তর তুলসিতে মাখাইয়া মলিতা করিবে, পরে প্রদীপে তিলের তৈল দিয়া ঐ মলিতা জ্বালিয়া বাতালে রাখিলে নির্বাণ হয় না, কিন্তু গোপনে পলিতা পাকাইয়া রাখিবে ।

ডামুমতীকৃত ইন্দ্রজাল ।

কপোতের অণ্ডের খোসায় লিখিলে ডিম্ব ফুটিলে

তাহার মধ্যের শাবকের পালথে ঐ

লিখন প্রকাশ হওন ।

এক পাত্রে নিসাদল, ভেলা, Vinegar ছিরকা সমভাগে
লইয়া ধলে পেসন করনান্তর মসী প্রস্তুত করিয়া ঐ কালী
দিয়া অণ্ডোপরি নূতন লেখনী বা তুলী দিয়া লিখিয়া
রাখিবে, পরন্তু ঐ অণ্ড নিয়মিতকালে ফুটিলে শাবকের
পাখাতে ঐ লেখা দীপ্তমান হইবে ।

ভানুমতীর ইন্দ্রজাল ।

জলমধ্যে আগ্নেয় গিরি নির্মাণ করণ ।

প্রথমে এক ওন্স সোরা তিন ওন্স ফুলগন্ধ আর বারদ
তিন ওন্স, সূক্ষ্মরূপে চূর্ণ করিয়া কাপড়ে ছাঁকিয়া ঐ দ্রব্যত্রয়
মিশ্রিত করিয়া প্রস্তুত রাখিবে ; তৎপরে একখানি (Paste
board) পেস্টবোর্ড কিম্বা কাগজের গোল খোল মধ্যে ঐ
মসলা পুরিয়া মুখ বন্ধ করনান্তর জল মধ্যে দিলে, যতক্ষণ
পর্যন্ত মসলা থাকিবে ততক্ষণ জ্বলিতে থাকিবে ; যে
ব্যক্তির পূর্বে কখন দেখে নাই তাহারা চক্ষে না দেখিলে
বিশ্বাস করিবেন না ।

হুই ধাতু দ্রব্য সহজে মিশ্রিত এবং পৃথক করণ ।

এক মটর পরিমাণ পারা এক খণ্ড কাগজে রাখিয়া তন্নি-
কটে অর্দ্ধ মটর পরিমাণ (Potassuim) পোটাসিয়ম রাখিয়া

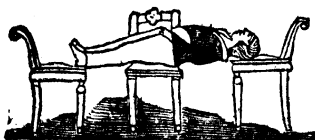
কাগজ এমত করিয়া মোড়ক করিবে যেম উভয় ধাতু পর-
স্পর সংলগ্ন হয়, তাহাতে অস্পন্দন মধ্যেই উত্তাপ উঠিয়া
উভয় ধাতু সম্পূর্ণরূপে মিশ্রিত হইবে; তদনন্তর ঐ মিশ্রিত
ধাতু জলে নিক্ষেপ করিলে পারা ভিন্ন হইয়া তলদেশে পতিত
হইবে; ওদিকে পোটাসিয়ম জলের শব্দরবস্ত পৃথক করিয়া
Oxygen অক্সিজেন অল্পকর বায়ুকে শুষ্কিা লইবে, তখন
(Hydrogen) হাইড্রজেন জলকর বায়ু অমিশ্রিত হইয়া শব্দ-
করণ পূর্বক বহির্গত হইবে। পোটাসিয়ম পরিবর্ত হইয়া
(Dentoxide of Potassium) ডিউটকসাইড আব পোটাস-
িয়ম অথবা পোটাস হইয়া জলে দ্রব হইবে।

Boy's own book.

কেদেরার উপর শয়ন করিয়া মধ্যের কেদেরা
টানিয়া লইলেও না পড়িবার কোশল ।

প্রথমে হাতা নাই কিন্তু শক্ত এবং ভারি দুই খানি
কেদেরা সম্মুখা সম্মুখি রাখিয়া আর হাতা নাই হাম্কা এক-
খানির সম্মুখের দিক এক পাশের দিকে করিয়া পাতিবে;
পরে চিত হইয়া ঐ তিন খানি কেদেরার উপর (নিম্ন অঙ্কিত
প্রতিরূপের মত) শয়ন করিয়া স্বীয় মস্তক শক্ত খানির উপর
আর গোড়মুড়া অস্ত্র ভারি খানির উপর জোর দিয়া শক্ত
করিয়া রাখিবে, তদনন্তর আপনার দেহ এবং হস্ত পদাদি
নিখাসি রুদ্ধ করত শক্ত করিবে, বন্ধস্থল উচ্চ আর স্বল্প দ্বয়
বীচে করিলে পৃষ্ঠদেশের নিম্নে কঁাক হইবে, প্রত্যহ মধ্যে

পাতা ছাল্‌কী কেদেৱাৰ উপৰ শৰীৱেৰ কিছু মাত্ৰ ভাৱ না পড়িলে ঐ কেদেৱা খানি আপনাৰ দেহেৰ নীচে ও উপৰ দিয়া যুৱাইয়া কেদেৱাৰ সম্মুখ বিপৰীত দিকে আনিতে ও সক্ষম হইবে, আৰু ঐ কেদেৱা খানি টানিয়া বাহিৰ কৰিয়া অনায়াসে লওয়া যাইবে, এই অদ্ভুত কাৰ্য্য যদিচ শুনিতে দুসাহ্য বোধ হয়, কিন্তু অভ্যাস দ্বাৰা অতি সহজে কৃত কাৰ্য্য হওয়া যাইতে পাৰে ।



অত্যন্ত উত্তপ্ত জলে পূৰ্ণিত (Tea Kettle) টি কেটেল
কিছা তাৱেৰ হাঁড়ি হস্তেৰ তালুকাপৰে
রাখিবাৰ কোঁশল ।

প্ৰথমত একটী চাৰ জল সিদ্ধ কৰিবাৰ লোঁহ নিৰ্ম্মিত (Kettle) কেটেল কিছা তাঁবাৰ হাঁড়িৰ তলদেশে অতি গোপনে ৱন্ধন শালাৰ বুল অথবা ভূষাকালি জল দিয়া মাখিয়া কাদাৰ ন্যায় হইলে পুৰু কৰিয়া লেপ দিয়া পূৰ্ব্বাহে প্ৰস্তুত ৰাখিবে ; পৰন্তু কোঁতুক দৰ্শাইবাৰ সময় জলে পূৰ্ণিত উত্তপ্ত পাত্ৰ অগ্নিতে সিদ্ধ কৰিয়া যখন ফুটিতে থাকিবে, তখন নাবাইয়া হস্তেৰ তালুকাৰ উপৰ ধাৱণ কৰিলে হস্তদ্বয় বা কিছুমাত্ৰ অসুখ বোধ হইবে না । তাহাৰ কাৰণ বুল বা ভূষা দ্বাৰা পাত্ৰেৰ মধ্যস্থিত উষ্ণতা নিবাৰণ কৰে হস্তেৰ হানি জনক হয় না ।

ঐন্দ্র জালিক অণু ।

একটি প্রস্তরের খোরা কিম্বা কাঁচ পাত্রে আটপুণ জল দিয়া পাতলা করা কিঞ্চিৎ (diluted Muriatic acid) ডাই-লিউটেড মিউরিয়েটিক এসিড লবণায় পূর্ণ করিয়া হুংস কপোত কিম্বা কুকুটের অণু তাহাতে নিক্ষেপ করিলে প্রথমতঃ অণুটি ডুবিয়া কিঞ্চিৎকাল পরেই (carbonic acid gas) কারবনিক এসিড গ্যাসের বিষ উঠিতে থাকিয়া ডিম্বের সমস্ত খোসা আচ্ছাদিত করিলে ডিম্বটি ভাসিয়া উঠিবে, এবং অণুর কিয়দংশ ঐ তরল এসিড হইতে জাগিয়া উঠিয়া আস্তে আস্তে ঘুরিতে থাকিবে ; ইহার কারণ এই যে অণুর যতখানি আরকে মগ্ন থাকে তাহার নিম্নভাগে বিষ জন্মাইয়া উপর অপেক্ষা নীচের দিক হাল্কা হইলে যতক্ষণ অবধি অণুর উর্দ্ধ দিক উল্টিয়া নিম্নে না আইসে ততক্ষণ পর্যন্ত ঘুরিতে থাকিবে । কিন্তু গুণুভাবে মিউরিয়েটিক এসিড কাঁচপাত্রে ঢালিয়া পূর্বাঙ্কে প্রস্তুত রাখিয়া পরে কোঁতুক আরম্ভ করিবে ।

দড়িতে গাথা তিনটি গোলা দড়ি না ছিঁড়িয়া

বাহির করিবার কৌশল ।

দুই হাত দীর্ঘে ২ দুই গাছি শোণ সূতলী কিম্বা সৰু ফিতা লইয়া প্রতি গাছিকে দোহার্য্য করিয়া কাঁদের ভিতর দিয়া একটি সৰু সূতা ঠিক মধ্যে বান্ধিলে প্রতি গাছির দুই দুই খাই হইবে ; তদনন্তর ভিন্ন রঙের তিনটি কাঠের গোলা

ছিন্ন করিয়া ঐ ঘোড় দেওয়া হুতলিতে এমত করিয়া রাখিবে, যেন ঘোড়ের স্থল ঢাকা পড়ে, পরে দুই দিক হইতে দুই খাই লইয়া গোলার উপর দিয়া একটী গিরা দিবে, অর্থাৎ দক্ষিণের দড়ি বামদিকের দড়ির ভিতর দিয়া বাম দিকে লইবে ও বামদিকের দড়ি দক্ষিণদিকে লইবে; এইরূপে প্রস্তুত করিয়া পূর্বাঙ্কে রাখিবে।

পরন্তু বাজি দেখাইবার সময় দুইজন দর্শককে উক্ত দড়ির দুই দিক ধরিতে দিয়া একটী রুল বা লাঠি দ্বারা আঘাত করিলে হুতলা ছিড়িয়া অন্যদিকে গৌলা বাহির হইয়া যাইবে।

সতী করার বাজি।

প্রথমে ৩০।৪০ হস্ত পরিমাণ দীর্ঘে এবং এক হস্ত পরিমাণ প্রস্থে মৃত্তিকা মধ্যে (অর্থাৎ যে স্থলে রঙ্গশালা করিবে, সেই ভূমিতে) একটী স্রুড়ঙ্গ কাটিয়া তাহার মুখে একখানি লোহার কিসা (Spelter) স্পেল্টরের একখানি ঢাকনী এমত করিয়া রাখিবে, যেন আপনি খুলিয়া ভিতরে যাইয়া টানিয়া দিতে পারা যায়, আর স্রুড়ঙ্গ হইতে বাহির হইবার দ্বারে দিবার জন্ত একখানি ঐরূপ ঢাকনী স্রুড়ঙ্গের দুই মুখে দিয়া মৃত্তিকা ঢাণা দিয়া বেমালুম করিয়া বাজি করণের কিছুদিন আগে অতি গোপনে প্রস্তুত করিয়া রাখিবে, কোনদিকে প্রকাশ না হয়।

পরন্তু ভেল্কী করিবার সময় আপনার সমিভ্যারি এক ব্যক্তিকে শ্রুঙ্গের দ্বারে ঠিক ঢাকনীর উপর বসাইয়া তাহার উপর এমত করিয়া কাষ্ঠ চাপা দিবে, ফাঁক না থাকে, এরূপ তাহার শরীরে কোন আঘাত না হয় ; তখন অস্ত্র ২ দুই এক কোঁতুক দর্শাইয়া দর্শকেরা অত্যমনস্ক হইলে সেই অবকাশে ঐ ব্যক্তি ঢাকা খুলিয়া শ্রুঙ্গের মধ্যে প্রবেশ করিয়া ঢাকনী টানিয়া চাপা দিয়া বিপরীত দিক হইয়া বাহিরে গিয়া লুকায়িত থাকিবে, সেই সময় বাজিকার দর্শকগণের অনুমতি লইয়া অগ্নি সংলগ্ন করিয়া দাহ করিলে, তাহার সমিভ্যারি অস্ত্র এক ব্যক্তি তথায় উপস্থিত হইয়া বলিতে থাকিবে, যে আমার লোককে আনিয়া দাও, তোমরা পোড়াইয়াছ এবং রোদন করিলে, দর্শকেরা বিস্ময়াপন্ন হইবেন, তখন ভেল্কীকার বলিবে তোমরা চিন্তা করিওনা, আমি আনিয়া দি কহিয়া উচ্চৈঃস্বরে ডাকিলে ঐ সতী হওয়া ব্যক্তি আসিয়া পহুঁছিবে।

ভানুমতীর ইন্দ্রজাল ।

চাবি দিয়া বন্ধকরা বা বাস্তর মধ্য হইতে অঙ্গুরী

বা টাকা বিনা স্পর্শে উড়াইয়া দেওয়া ।

এক দর্শকের নিকটে একটী অঙ্গুরী কিম্বা টাকা লইয়া বাস্তর মধ্যে রাখিয়া চাবি বন্ধ করিয়া তাহার হস্তে দিয়া নাড়িতে বলিবে, সে নাড়িলে স্বাম স্বাম করিয়া শব্দ হইতে থাকিবে, পুনরায় ভাল করিয়া নাড়িলে শব্দ শুনা না গিয়া

অন্য দর্শকের পকেটে কিয়া (হ্যাট) টুপি'র মধ্যে অঙ্গুরী পাওয়া যাইবে ।

এই কোঁতুকের মৰ্ম্ম কথা এই, এমত কোঁশলে বাস্তব গড়াইবে, যে আস্তে আস্তে নাড়িলে টাকা কিয়া অঙ্গুরী থাকিলে যেমন ঝম ঝম করে, সেইরূপ শব্দ হইবে, আর যে ব্যক্তি বাস্তব নাড়িবে তাহাকে বলিবে যে তোমার নাড়া ভাল হইতেছে না ইহা কহিয়া ছল ক্রমে তাহরে নিকট হইতে বাস্তব লইয়া আপনি নাড়িতে থাকিলে বাস্তবের তলার ক্ষুদ্র ফাঁক দিয়া অঙ্গুরী আপনার হস্তে পড়িবে, কিন্তু যাবৎ সোজা করিয়া বল পূৰ্ব্বক না নাড়িবে ততক্ষণ পর্য্যন্ত ঝম ঝম করিতে থাকিবে, তখন বাস্তবের মধ্যে থাকা Spring স্প্রিং ঐ বাস্তব কারি কলে নাড়িলেই শব্দ বন্ধ হইবে, তাহাতে সকলে মনে করিবে, টাকা নাই, ঐ সময়ে সূচতুর বাজিকর স্বীয় সমিভ্যারি দ্বারা অঙ্গুরী গোপনে চালনা করিয়া দর্শক এক ব্যক্তির পকেটে ফেলাইয়া ক্ষণেক কাল পরে বাহির করিবে ।

আজ্ঞাকারী বর্ণা ।

একখানি কার্টের ছোট নৌকার তলার এক পাশে একটা ক্ষুদ্র ছিদ্র করিবে, এবং গলুয়ের দিকের বাতার মধ্য ভাগে হাঁকার নলিচা প্রবেশ হয় এমত ছিদ্র করিয়া রাখিবে, পরন্তু নৌকা এবং হাঁকার জল পূর্ণ করত হাঁকার মুখের ছিদ্র চাপিয়া নলিচাটী ঐ বাতার ছিদ্র মধ্যে পুৰিয়া এমত রূপে

বসাইবে, যেন নলিচাটী নৌকার জলে ঠেকিয়া থাকে, আর হাঁকার মুখের জল নৌকাতেই পড়ে। তাৎপরে বাজিকার নলিচার দিকে একদৃষ্টে চহিয়া থাকিবে, যখন নৌকার জল কমিয়া নলিচার জল হইতে অন্তর হইবে, তখন জল পড় বলিলেই পড়িতে থাকিবে, এবং ঐ জলে পুনরায় নৌকা পূর্ণ হইয়া নলিচার সংলগ্ন হইলে; জল পড়িও না বলিলেই বন্দ হইবে।

এই কৌতূকের তাৎপর্য্য কিবল বায়ু রুদ্ধ করা ভিন্ন অন্য নহে বায়ু প্রবেশ হইলে জল পড়ে আর বায়ু বন্ধ হইলে জল পড়ে না।

দুই অদৃশ্য তীব্র গন্ধযুক্ত দ্রব্যকে দৃশ্যমান

গন্ধহীন একপদার্থ করণ।

প্রথমত দুইটা হংসের বা অন্য পক্ষির পালখ লইয়া একটি (Muriatic acid) মিউরিরেটিক এসিডে ডুবাইয়া একটি (tumble glass) টম্বল গ্লাসের মধ্যভাগে ঘর্ষণ করিবে, আর অন্য পালখটী (liquid ammoniac) লিকুইড তরল এমোনিয়াতে ডুবাইয়া অন্য একটি টম্বল গ্লাসের মধ্যে ঘর্ষণ করিবে, তাহাতে ঐ প্রত্যেক পাত্র হইতে অতি কটু গন্ধ নির্গত হইতে থাকিবে; কিন্তু ঐ একটি গ্লাস অন্য গ্লাসোপরি ধারণ করিলে কিম্বা পরস্পর কাছাকাছি রাখিলে, অস্পৃশ্য মধ্যে অতি গাঢ় গন্ধহীন ধূম উঠিতে থাকিবে। এই পরীক্ষার দ্বারা দুই অদৃশ্য পদার্থকে এক দৃশ্যমান বস্তু করা যায় এবং তাহাকেই Salammoniac সালএমোনিয়াক বলা যায়।

M. O. G. Magic.

ছুঁচুঁ কিম্বা পাতলা লোহার পাতের পক্ষী শূন্যে রাখা ।

টেবিল অপেক্ষা উচ্চ এমন একটি ছেপায়ার উপর এক খণ্ড অকৃত্রিম চুষক প্রস্তর রাখিয়া কিঞ্চিৎ অন্তরে চিক্ স্মৃত্র দেওয়া ছুঁচুঁ কিম্বা পাতলা লোহার পক্ষীর পায়ে কেশ বান্ধিয়া রাখিলে চুষকের আকর্ষণে মৃচী বা পক্ষী উড়িতে চেষ্টা করিবে, কিন্তু বাজীকর ঐস্মৃত্র ধরিয়াটানিলে শূন্যে ঝুলিতে থাকিবে ।

M. O. C. M.

স্বয়ং রজ্জ্ব বন্ধন খুলিবার আশ্চর্য্য কৌশল ।

চৌদ্দ কিম্বা ষোল গজ অথবা ততোধিক পরিমাণ দীর্ঘে আর সূত্রাপেক্ষা মোটা একগাছি রজ্জ্ব লইয়া তাহাদিগের হস্ত নরম এমত এক বা দুই ব্যক্তিকে তোমাকে চেয়ারে বনাইয়া বন্ধন করিতে বলিয়া, চেয়ারের মাথায় পিষ্ঠদেশে ঠেস দিয়া অগ্রসর হইয়া ভাল করিয়া বসিবে ; তৎপরে তোমাকে আঁটিয়া যেরূপে বন্ধন করিতে চাহে সেইরূপে বান্ধিতে দিবে । তাহাতে তাহারা কুড়ি হইতে ত্রিশ মিনিটে বন্ধন সম্পূর্ণ করিলে এবং ঐ সময় একজনকে লিখিয়া রাখিতে বলিবে, পরে তাহাদিগকে ঐ ঘর হইতে বাহিরে যাইতে কহিবে ।

তদন্তর তুমি একক হইলে সাধ্যানুসারে চেয়ারের পশ্চাৎ-দিকে ঘেঁসিয়া বসিয়া বারকয়েক স্বীয় বামস্কন্ধ নীচ এবং দক্ষিণস্কন্ধ উচ্চ করিতে থাকিলে, বাম দিক আঁটিয়া দক্ষিণ দিক আঁগ্লা হইবে, তখন কিঞ্চিৎ কৌশলদ্বারা দক্ষিণ বাহু খলিতে পারিবে, স্মৃতরাং শরীরের অপার অংশ

সহজেই খুলিতে পারিবে, বন্ধন করিতে যত সময় তাহার তৃতীয়াংশের একাংশ সময় মধ্যে খোলা হইবে ।

বস্ত্রোপরে হোম করণের কৌশল ।

ব্রাণ্ডি মদিরা আর কপূর একত্রে উত্তমরূপে পেসন করিয়া, এক খণ্ড বস্ত্র তাহাতে সাতবার ভিজাইয়া সাতবার ছায়াতে শুষ্ক করিয়া, নির্জনে প্রস্তুত রাখিবে; কোঁতুক দর্শাইবার সময় ঐ বস্ত্র ভূমিতে পাতিয়া তদুপরি হোম করিলে দন্ধ হইবে না ।

হাতে করিয়া জ্বলন্ত অঙ্গার রাখিয়া ধুনা জ্বালাওন ।

ফটকিরী, আফীগ, কতিয়া গাঁদ, মুরগির ডিম্বের খোসা, এবং পারা, সমভাগে ছিরকাতে এই সমস্ত দ্রব্য উত্তমরূপে পেসন করিয়া গোপনে হস্তে মাখিয়া জ্বলন্ত অঙ্গার হস্তে রাখিয়া ধুনা জ্বালাইলে হস্ত দন্ধ হয় না ।

ঐ প্রকারান্তর ।

বেঙ্গের চরবী আর কেঁচুয়া একত্রে সমভাগে পেসন করিয়া কিষা আকরকরা, হরিতকীর বীজ আর ধুতুরার বীজ, এই দ্রব্যত্রয় এরণ্ড পত্রের রসে উত্তমরূপে মর্দন করিয়া হস্তে মাখিয়া ঐরূপ করা যায় । অথবা সমুদ্রের ফেণ, কুক্কুটের অণ্ডের খোসা, আর পারা, সমভাগে একত্রে পেসন করিয়া হস্তে মাখাইয়া অগ্নি রাখিলে হস্ত দন্ধ হইবে না ।

ভানুমতীর ইন্দ্রজাল ।

বিনা বাক্‌দে কিবল জল দিয়া অগ্নির পটকা ছোঁড়া ।

কতকগুলি ঘাসের ছোটখোল লইয়া প্রত্যেকের মধ্যে এক এক ফোঁটা জল পুরিবে, পরে চিম্‌টা দ্বারায় ধরিয়া অগ্নির শিখায় ধরিলে জল উত্তপ্ত হইয়া বর্তুল সকল ফাটয়া অত্যন্ত শব্দ হইবে । সাবধানে এ পরীক্ষা করিবে । গায়ে সংলগ্ন না হয় ।

M. O. C. M.

আজ্ঞাকারি ভূত !—

কিবল নিম্ন লিখিত ষড়যন্ত্রদ্বারাই এই অদ্ভুত ব্যাপারে কৃত কার্য্য হওয়া যায় ।

আপনার সমিভ্যারি এত ব্যক্তির সহিত অগ্রে এইরূপ সঙ্কেত করিয়া রাখিবে, যে, যখন আমি একবার আঘাত দ্বারা শব্দ করিলে ইংরাজি ভাষার A এ অক্ষর, দুই আঘাত করিলে B বি, তিন আঘাতে C সি, চারি আঘাতে D ডি, এই ইমারা ক্রমে বর্ণমালার সমস্ত ২৬টা অক্ষর বুঝিবে, পরে কোঁতুক আরম্ভের সময় দর্শকদিগকে কহিবে, যে তোমাদিগের এক জন এই গৃহ মধ্যে প্রবেশ কর, আমি তোমাকে চাৰি দিয়া দ্বার বন্ধ করিয়া রাখিব, এবং সভাস্থ কোন ব্যক্তি কোন প্রাণীর নাম উল্লেখ করিলে আমি তাহাকে তোমার সম্মুখে দর্শন দেওয়াইব ।

পরন্তু সঙ্কেত করা স্বীয় সমিভ্যারি ব্যতিত দর্শকগণকে ভয়জনক বাক্য কহিয়া উদ্‌ঘোষের বলিতে থাকিবে, বদ্যপি তোমরা কেহ একাধোঁ ইচ্ছুক হও অবিলম্বে আইস,

আমি ঘরের মধ্যে আটক করিয়া রাখি, কিন্তু ভয়াব্ধ ব্যক্তির কর্ম নহে, অত্যন্ত সাহসী না হইলে একাধো পারক হইবেন না, সুতরাং ভয়ক্রমে তাহাতে কেহ সম্মত হইবেন না, তখন আপনার উক্ত সমিভ্যারির হস্তে একটা মিন মিনে আলোর বাতী কিম্বা প্রদীপ দিয়া বলিবে, যে কোন কিছু ভয়ঙ্কর আকার দর্শন করিলে ভীত হইও না, বলিয়া ঘরের মধ্যে তাহাকে বদ্ধ করিবে ।

তদনন্তর একখানি কৃষ্ণবর্ণ কাগজ আর একটু চাকখড়ি একজন দর্শকের হস্তে দিয়া বলিবে, যে তোমার ইচ্ছামতে কোন জীবের নাম লিখিয়া দেও, সেই প্রাণী ঘরের ভিতর বদ্ধ থাকা ব্যক্তিকে দর্শন দিবে, পরে ঐরূপ লিখিয়া দিলে ঐ লিখন খানি আপনি পড়িয়া মনে রাখিয়া উপস্থিত ব্যক্তিগণকে দেখাইয়া মোড়ক করনান্তর বাতির কিম্বা দীপের শিখায় দগ্ধ করিয়া, ঐ ভস্ম প্রস্তরের খলে রাখিয়া এবং সেই সময় এক প্রকার গুঁড়া সভার সকলকে দেখাইয়া এই মত বক্তৃতা করিবে, যে এই চূর্ণের যে প্রকার অদ্ভুত গুণ তাহা বর্ণনা করা যায় না, কহিয়া ঐ খলে নিক্ষেপ করিবে ।

অনন্তর এই প্রণালীক্রমে খলের ভস্ম মাড়িতে থাকিবে, মনেকর কাগজে লেখা কথাটী যদি (cat) ক্যাট হয়, তবে ছল করিয়া খলের নোড়া অনেকবার ঘুরাইতে থাকিয়া স্পষ্টরূপে তিনবার নোড়ার আঘাত করিয়া এমত শব্দ করিবে, যে সেই সঙ্কেত দ্বারা ঘরের ভিতরে বদ্ধ থাকা ব্যক্তি উক্ত

কথার প্রথম অক্ষর C সি, বুঝিবে ; পরে পাছে দর্শকেরা তোমার ইঙ্গিত বুঝে, এজন্যে নোড়াটী ক্ষণেককাল গোল-মাল করিয়া ঘর্ষণ করনান্তর A এ বর্ণ বুঝাইবার জন্যে এক আঘাত করিবে, আবার নোড়া ঘর্ষণ করিতে ২০ কুড়িবার আঘাত করিলে T টী বর্ণ বুঝাইবে ; তখন সেই ব্যক্তিকে জিজ্ঞাসা করিবে যে তুমি কিছু দেখিতেছ কি না? সে কোন উত্তর না দিয়া অনেকক্ষণ পরে বলিবে, “আমি যাহা দেখিতেছি ভয়ক্রমে বলিতে পারি না” পরে বারংবার জিজ্ঞাসা করিলে (cat) অর্থাৎ বিড়ালের মত একটা প্রাণী দেখিতেছি ; তাহা শুনিয়া দর্শকেরা মন্ত্রবলে এ অদ্ভুত কার্য্য হওয়া বিবেচনা করতঃ বাজিকরকে ধন্যবাদ দিবেন । কিন্তু তাহাদের পরস্পরের সঙ্কেত করাতে ভুল না হয় ; এজন্যে বর্ণমালার সমস্ত অক্ষর পুনঃ পুন আঘাতের দ্বারা জ্ঞাত করিবে ।

কাগজে অগ্নিময় অক্ষর লিখিলে কাগজদগ্ধ না হওয়া ।

নিরেট (phosphorous) ফসফরস একখণ্ড (quill) কুইলে অর্থাৎ রাজহংসের পালকের মধ্যে পুরিয়া তদ্বারা কাগজে লিখিয়া রঙ্গশালা অঙ্ককার করিয়া কাগজ দর্শাইলে অগ্নিময় অক্ষর দৃশ্যমান হইবে, কিন্তু কাগজ দগ্ধ হইবে না ।

ভ্রমণ কারী ভিষ ।

একটি রাজ হংসের অণ্ড ছিদ্র করিয়া তাহার মধ্যের হরিদ্রা বর্ণ কুশম এবং শ্বেতবর্ণ দ্রব্য নিক্ষেপ করিয়া তন্মধ্যে একটি

কলা বাছড় কিষা চামচিকা পুরিয়া ঐ ছিদ্রের উপরের খোলা খানি চাপাদিয়া শিরিস দিয়া উত্তম রূপে আঁটিয়া দিলে, তন্মধ্যে প্রাণিগী বাহির হইতে চেষ্টা করিতে লাগিলে ডিম্ব গড়া গড়ি দিতে থাকিবে,। এই কৌতুক রজন্য যোগে করিলে দর্শকেরা চমৎকার জ্ঞান করিবেন ।

ছুরির দ্বারা সাঁকো গাড়িবার কৌশল ।

প্রথমে টেবিলের উপর, অথবা ঘরের মেঝে, কিম্বা কোন স্থানে, অবিকল চৌরস ত্রিভুজের আকারে কল্পিত তিনটি কাঁচের পাত্র কিম্বা ছোট ছোট বাটি রাখিয়া কোণে, (যে ছুরির সেতু নির্মাণ করিতে হইবে,) সেই ছুরির দীর্ঘতার পরিমাণের অর্থাৎ ছুরি যত বড় তত অন্তরে ঐ তিনটি প্রত্যেক বাটি রাখিবে ।

তদনন্তর ঐ তিনখানি ছুরি নিম্ন লিখিত মতে কাঁচ পাত্রোপরি সাজাইবে, যথা প্রথম সংখ্যার ছুরির ফলাখান যেন দ্বিতীয় সংখ্যা ছুরির ফলার উপর থাকে, আর প্রথম সংখ্যা ছুরির ফলার উপর যে তৃতীয় সংখ্যা ছুরির ফল আছে, তাহার উপর দিয়া যেন দ্বিতীয় সংখ্যা ছুরির ফলা আড় দিকে যায় (পার্শ্বে অঙ্কিত প্রতিক্রম দৃষ্টিকর)



এইরূপে ছুরি গুলি সাজাইলে তাহাদের কিবল ফলার দ্বারা পরস্পরের গুরুত্ব ধারণকরিয়া থাকিবে, পড়িবে না, এই

কৌশলানুসারে সাবধান পূর্বক ছুরি সাজাইতে পারিলে
অনায়াসে ছুরির সেতু নির্মাণ করা যাইবে ।

স্বরং নৃত্যকারি নটনটী

তিন হাত দীর্ঘে সৰু কাল রেশম কিম্বা তসরের চিক
একগাছির খাই একখানি দর্পণের কড়াতে বান্ধিবে, আর
পুরু কাগজ কাটিয়া ছয় সাত ইঞ্চি পরিমাণ পুরুষ ও স্ত্রীর
আকৃতির দুইটী পুতুল প্রস্তুত করিয়া রাখিবে। পরে কোঁতুক
দর্শাইবার সময়, রাত্রিকালে আপনার সম্মুখে তিন হাত
অন্তরে ঐ দর্পণখানি বসাইয়া ঐ রেশমের অথবা খাই স্ত্রীয়
দক্ষিণ বা বামহস্তের প্রথমঙ্গুলিতে সকলের অজ্ঞাতমারে
জড়াইয়া টানিয়া পূর্বোক্ত কাগজের পুতুলী দ্বয়ের পায়ের
মধ্যে দিয়া গলাইয়া ঢোলক বাদ্য করিতে অঙ্গুলি আশ্বে
নাড়িতে থাকিলে পুতুল দুইটী নৃত্য করিবে, কিন্তু রেশমের
দুইদিকের খাই চারি পাঁচ ইঞ্চি উর্দ্ধ করিবে, এবং যে দিকে
পুতল গুলিকে ঝুঁকাইয়া রাখিবে সেই দিকে চলিতে থাকিবে।

কাপড়ের উপর ক্ষই কিম্বা মুড়ী ভাজা ।

একখানি দোহারা তলার পিছানদিকের ধার উচ্চ করা
এবং মুখের দিকে ফাঁক করা বাঁশের (ভূনাওয়ালার মত)
কুলা প্রস্তুত করিয়া ঐ ফাঁকের ভিতর মুড়ী কিম্বা ক্ষই
পুরিয়া রাখিবে। কোঁতুক দেখাইবার সময় আপনার
সঙ্গের দুই ব্যক্তির দ্বারা একখণ্ড বস্ত্রের চারি খুঁট টানিয়া
ধরাইয়া কুলার মুখ আপনার সম্মুখ করিয়া দুই হাতে

ধরিবে, পরে কুলাতে ধাতু দিতে থাকিয়া বস্ত্রের উপরে অস্পন্দ ঝাড়িবার মত যখন কেলিতে থাকিবে, সেই সময় ভিতরের ক্ষইও কৌশলক্রমে দিলে কাপড়ের উপর ক্ষই, তাজা হইবে ।

একই বোতল হইতে মদিরা ও কুক্কুট বাহির করা ।

একটী কাল রঙের বড় বোতলের তলার কিছু উপরি-ভাগে বেড় দিয়া গোল চিহ্ন করিয়া হাক্কাকদের দ্বারা কাটাইয়া একটী সরু রকমের শিশী বোতলের গলাতে পুরিয়া পুটিন কিম্বা গালা উত্তম রূপে আটিয়া ঐ শিশিতে মদিরা পূর্ণ করিয়া ছিপি দিয়া রাখিবে; পরে একটী কুক্কুটের জীবিত শাবক ঐ বোতলে পুরিয়া কাল রঙের পুটিন দিয়া অচিহ্ন বোড় দিয়া রাখিবে । কিন্তু বায়ু প্রবেশ জন্তে বোতলের গাত্রেও দুই তিনটি ছিদ্র করিবে ।

কোঁতুক দেখাইবার সময় মায়াজনক বক্তৃতা করিয়া দর্শকগণকে কহিবে, বোতলের সুরা পান কর, কিন্তু ইহার ভয়ানক মাদকশক্তি, তোমাদিগকে দিব না বলিয়া গ্লাসে ঢালিয়া নিজে পান করিয়া বলিবে, দেখ মায়া বিজ্ঞার অলৌকিক শক্তি, কহিয়া বোতলে আঘাত করিলে দ্বিখণ্ড হইয়া পান্ধিটী বাহির হইলে সকলে ধত্ববাদ দিবেন । মেং এড-ওয়ার্ড সাহেব এই কোঁতুক করিয়া থাকেন ।

জলন্ত কমাল মস্তকোপরি রাখা ।

তৈল মাখিয়া, ঘৃতকুমারির আটা মস্তকের কেশে অগ্রে গোপনে ভাল করিয়া মাখাইয়া রাখিবে । কোঁতুক দেখাইবার সময়, এক খণ্ড সূতার রুমালে তৈল মাখাইয়া নিঙ্গড়াইয়া মস্তকের উপর রাখিয়া জ্বালিয়া দিলে কেশ দন্ধ হইবে না ।

জীবিত পক্ষী যতে ভাজিলেও মরে না ।

প্রথমে পাতলা না হয় শক্ত করিয়া ময়দা খামিয়া দুই খানি লুচি হাত দিয়া গড়িয়া, দুইখানির এক এক পিঠ দর্শকগণের অসাক্ষাতে ঘৃতকুমারির আটা মাখাইয়া সেই দিক বাহির দিকে রাখিয়া একটা চড়ুই পক্ষী ঐ ময়দার পুরের ভিতর পুরিয়া পেরাকির মত করিবে, কিন্তু শ্বাস বাহির হইবার জন্য কিবল মুখের দিক চুঙ্গির আকারে গড়িবে, ঐরূপ আর একখানি ঐ আটা মাখান দিক ভিতর দিক করিয়া ঐ প্রণালিক্রমে বিহঙ্গমটিকে মুড়িয়া ফুটন্ত তণ্ডু তৈলে নিক্ষেপ করত চুঙ্গিতে শক্ত সূতা দিয়া বান্ধিয়া সূতা ধরিয়া সোজা করিয়া কিঞ্চিৎ লালবর্ণ হইলে তৈল হইতে তুলিয়া সমস্ত ময়দা খসাইয়া দিলে পক্ষিটি উড়িয়া যাইবে ।

জল দ্বারা বাতি জ্বালাওন ।

একটি রাইসার্শপ পরিমাণ (Phosphorous) ফস্ফারস আর এক খণ্ড বস্ফা মিশ্রিত করিয়া জলপূর্ণ এক পান করিবার কাঁচপাত্রের কাণায় আঁটিয়া রাখিবে, তদনন্তর একটি প্রজ্বলিত বাতী নির্বাণ করিয়াই সংলগ্ন করিবামাত্র ঐ বাতী

জুলিয়া উঠিবে। ঐরূপে ফসফারস দিয়া কতকগুলি শব্দ কাগজে লিখিয়া গৃহের মধ্যের আলো বাহির করিলে অক্ষর গুলি অন্ধকারে অতি ভয়ানক দৃশ্য হইবে।

Boy's own Book.

কোন লিপিকে প্রজ্বলিত অগ্নিময় করিলে ও

দগ্ধ হয় না।

প্রথমে (brandy) ব্রাণ্ডি সুরাতে কিম্বা ভাল ঝাঁজাল (Acquavitae) একোয়াভিটিতে লিপি খানি ডুবাইয়া প্রজ্বলিত বাতির অথবা কাগজের জ্বলন্ত শিখার উপর ধারণ করিলে, সমস্ত পত্রখানি অগ্নির শিখায় ময় হইবে, এবং (Spirit) স্পিরিটের ভাগ দগ্ধ হইয়া অবশিষ্ট জলিয় অংশ দ্বারা অগ্নি নির্ঝাঁপ হইবে ; আর দর্শকেরা কারণ না জানিতে পারিয়া অত্যাশ্চর্য্য জ্ঞান করিবেন। একখণ্ড হাতকমাল ঐরূপে স্পিরিট বা ব্রাণ্ডিতে ডুবাইয়া অগ্নির শিখায় ধারণ করিলে দগ্ধ হইবে না।

Y. M. B. A.

কৃত্রিম আলোয়া প্রস্তুত করণের প্রণালী।

একটী টম্বল গ্লাসে অত্যাঙ্গ জল রাখিয়া, দুই তিন চাপ (Phosphoret of line) ফস্ফরেট আব লাইম তাহাতে নিক্ষেপ করিলে, অকিঞ্চিৎকাল পরেই বিদ্যুতের ত্বায় ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র আলোর প্রভা হইয়া অবশেষে কৌকড়ান মেঘমালার ত্বায় উজ্জ্বল উঠিতে থাকিয়া, বিল ও সোঁতা ভূমি হইতে যে প্রকার আলোয়া উঠে তদ্রূপ দৃশ্য হইবে।

B. O. B.

সূত্র কাটিয়া দন্ধ করিয়া পুনরায় ষোড় দিয়া পূর্বের

ন্যায় করা ।

' প্রত্যেকে একফুট দীর্ঘে দুই গাছি সূত্রের এক গাছি জড়াইয়া একটি ছোট মটর পরিমাণ গুটি করিয়া বাম হস্তের অনামিকা ও রন্ধ অঙ্গুলের মধ্যে রাখিবে, পরে অন্য গাছটি লম্বা ভাবে উভয় হস্তের রন্ধাঙ্গুলি এবং প্রথমাঙ্গুলি দিয়া দুই দিগের খাই ধরিয়া ; উপস্থিত থাকা কোন ব্যক্তিকে ঐ সূত্রের ঠিক মধ্যস্থলে ছেদন করিতে বালিবে, পরে কাটা হইলে দুই হস্তের দুই অঙ্গুলির মাথা একত্র করিবে, এই সাব-কাশ মধ্যে বাম হস্তের রন্ধাঙ্গুলি এবং প্রথাঙ্গুলি না খুলিয়া অবলিলাক্রমে দক্ষিণ হস্তের সূত্র বাম হস্তে লইবে, তৎপরে ঐ সূত্র পূর্বের ন্যায় পুনরায় দুই হস্তে টানিয়া ধরিয়া কোন ব্যক্তির দ্বারা ঠিক মধ্যস্থল কাটাইয়া ঐ কাটা সূত্র পূর্বোক্ত প্রকারে বাম হস্তে লইয়া সূত্র গাছটির খাইটি খণ্ড হইয়া ক্ষুদ্র হইলে ঐ কাটা সূত্রের সমস্ত মুখ একত্রে জড়াইয়া একটি গুটিকা করণান্তর বাম হস্তে লুক্কায়িত থাকা গুটির সম্মুখে রাখিয়া এক খানি, ছুরিতে দিয়া ঐ খণ্ড করা গুটিকা প্রজ্জ্বলিত বাতির শিখায় দন্ধ করিয়া ভস্ম হইলে, দক্ষিণ হস্ত দিয়া ছুরি টানিয়া লইবে, এবং বামহস্তে লুক্কায়িত থাকা গুটির সঙ্গে ঐ ভস্ম গোপনে রাখিবে, অনন্তর দুই হস্তের প্রথম ও রন্ধাঙ্গুলি একত্র করিয়া ভস্ম গুলি ঘর্ষণ করিয়া অবশেষে বামহস্তের অঙ্গুলি দ্বয়ের মধ্যে লুক্কায়িত থাকা গুটিকাটি বাহির করিয়া সকলকে কহিবে,

দেখ সূত্র ছেদন ও দণ্ড করিয়া ঐ সূত্র যোড় দিয়া পূর্বের
ন্যায় করিলাম, এই দেখিয়া সকলে প্রশংসা করিবেন ।

হস্তের ক্রমাল খণ্ড করিয়া ছিড়িয়া পুনরায়
পূর্বের ন্যায় করা ।

এই কোঁতুক যদিও শুনিতে অসম্ভব বোধ হয় কিন্তু
সুসাহ্য । কোঁতুকের প্রণালী যথা ; রঙে, পরিমাণে এবং
এক চিহ্ন দেওয়া দুইখানি হাত ক্রমাল কোঁতুককারের সঙ্গের
চতুরতাতে নিপুণ, এমন এক ব্যক্তির নিকট রাখিবে । তদ-
নন্তর কোঁতুক দর্শাইবার সময়, উক্ত ক্রমালদ্বয়ের মধ্যের
একখান ক্রমাল (table) টেবিলের উপর নিক্ষেপ করিবে,
তৎপরে কোঁতুককারক ঐ ক্রমালদ্বয় মিশাল এবং গোল-
মাল করিবার ছলে একটি লুটি করিয়া একখানি ক্রমাল
উপরিভাগে রাখিয়া সমিভ্যারি ব্যক্তিকে তাহা টানিতে
বলিলে, যে খণ্ড ক্রমাল প্রথমে তাঁহার হস্তে আইসে, কাষে
তাঁহার সেই খানি টানিতে হইবে, আর কোঁতুক জম্কা-
ইবার নিমিত্তে, ক্রমাল গুলি পুনরায় নাড়া চাড়া করিয়া
উপস্থিত থাকা ব্যক্তিগণের মধ্যে কোন এক বিশ্বাসী ব্যক্তিকে
টানিতে বলিবে, কিন্তু অগ্রেই আপনি সাবধান হইয়া
অখণ্ড ভাল ক্রমাল খণ্ড উপরিভাগেই রাখিত রাখিবে, এবং
ঐ অবোধ ব্যক্তির হস্তে, প্রথম যে ক্রমালখানি আইসে,
যদিম্মাৎ একান্ত পক্ষে তাহা না লয়, তবে তাহাকে কহিবে,
যে তুমি একঘের কর্মি নহ, এই কথা বলিয়া তাঁহার নিকট
হইতে ক্রমাল খণ্ড কাড়িয়া লইবে ; আর নানা প্রকার

বক্তৃতা করতঃ দর্শকেরা অন্য মনস্ক হইলে, ঐ সাবকাশে ভাল রুমাল খানি স্বীয় জামার জেবে লুকাইয়া ঐ রুমাল খণ্ড ছিঁড়িয়া কিম্বা কাটিয়া চতুরতা পূর্বক উত্তম রূপে ভাঁজ করনান্তর কোঁতুক শালার পরদার নিকট যে টেবিল থাকে, তাহার উপর গ্লাস চাপা দিয়া রাখিবে : আর চতুরতা পূর্বক সভাস্থদিগের দৃষ্টির ভ্রম হইলে, ছেঁড়া রুমাল লুকাইয়া আপনার জেবে থাকা ভাল রুমাল খানি বাহির করিলে সকলে চমৎকার জ্ঞান করিবেন ।

অণ্ড হইতে জীবিত পাখায়ুক্ত পক্ষী বাহির করা ।

হংস কিম্বা অপর কোন পক্ষীর একটি অণ্ড ঠিক সমান করিয়া দ্বিভাগ করিবে ; পরে ছুঁচ দিয়া একভাগে একটি ক্ষুদ্র ছিদ্র করত, একটি জীবিত (Canary Bird) ক্যানেরী অথবা মনিয়া বিহঙ্গম তন্মধ্যে পুরিয়া দ্বিভাগ অণ্ড সমান করিয়া মিলন করনান্তর এক খণ্ড উত্তম কাগজের ফালিতে শিরিস মাখাইয়া ঘোড়ের মুখ আঁটিবে ; পক্ষিটি উক্ত ক্ষুদ্র ছিদ্র দিয়া নিশ্বাস প্রশ্বাস ত্যাগ করিয়া ক্ষণেককাল জীয়ন্ত থাকিবে, আর ভাঙ্গা কুটা না হয় অথ একটি অণ্ড ঘোড় দেওয়া অণ্ডের সন্নিহিতে প্রস্তুত রাখিবে ।

কোঁতুক দর্শাণের সময় উভয় অণ্ড বাহির করিয়া কোন এক স্ত্রীর নিকট বিহঙ্গম থাকা অণ্ডটি রাখিয়া কহিবে, এই দুই ভিসের মধ্যে একটি মনোনীত করহ, কাষেকাষেই তিনি চাতুরী বুঝিতে না পারিয়া নিকটে থাকা অণ্ডটিই অবশ্য মনোনীত করিবেন, আর যদি আশু অণ্ডটি বাছিয়া

লন, তাহা হইলেও ঐ অণ্ডটি ভগ্ন করিয়া সকলকে দেখাইয়া তাহাকে কহিবে, দেখ চাকুরাগী এই ডিম্ব অতি ভাল এবং টাটকা অণ্ড ডিম্বটি পশন্দ করিলেও এইরূপ ভাল হইত, এই কথা বলিয়া তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিবে, এক্ষণে অণ্ড হইতে ইন্দুর কি ক্যানেরি পক্ষী কি দেখিতে চাহ, স্ত্রী জাতি বিহঙ্গ-মের প্রিয় সূতরাং তাহাই দেখিতে চাহিবেন ; আর যদিঘাৎ ইন্দুর দেখিতে ইচ্ছা করেন তবে অণ্ডে স্ত্রীগণের মত গ্রহণ করিলে অধিকাংশের পক্ষী দেখিবার মত অবশ্য হইবে, তখন অণ্ডটি ভগ্ন করিবামাত্রেই নজীব ক্যানেরী পক্ষী তাহার মধ্য হইতে বাহির হইলে সকলেই চমৎকার বোধ করিবেন ।

নির্ব্বাণ-বাতি আশ্চর্য্যরূপে পুনঃ প্রজ্জ্বলিত করণ ।

প্রথমে অতি গোপনে স্ত্রীয় হস্তাঙ্গুলি মধ্যে এক খণ্ড কাগজ লুকাইয়া রাখিয়া কোঁতুক শালার এক কোণে একটি প্রজ্জ্বলিত বাতি অণ্ড হস্তে ধারণ করনান্তর কাগজখণ্ড লুকায়িত থাকি হস্ত ঐ প্রজ্জ্বলিত বাতির শিখার উপর দিয়া ধারে২ অনেকবার ইতঃস্ততঃ রূপে নাড়া চাড়া করিতে২ লুকান কাগজখণ্ড জ্বলিয়া উঠিবামাত্রেই প্রজ্জ্বলিত বাতিটি মুখের বায়ু দ্বারা নির্ব্বাণ করিবে, এবং প্রজ্জ্বলিত কাগজ ঐ নির্ব্বাণ করা বাতির শিসের উপর ধরিলেই বাতিটি পুনরায় জ্বলিয়া উঠবে । কিন্তু অগ্নি রক্ষার নিমিত্তে সাবধান হইয়া জ্বলন্ত কাগজখানি হটাৎ হস্ত দ্বারা টানিয়া কিম্বা টিপিয়া নির্ব্বাণ করিবে, অতি সহরে কোঁতুক করিতে পারিলে সমস্ত ব্যক্তি আনন্দিত হইবেন । কোঁতুক দর্শাইবার সময় কোঁতুক শালার

সকল আলো নির্বাণ করা আবশ্যক করেনা, অন্ধকার হইলে উক্ত বাতি নির্বাণ করিয়া ঐ শিখার উপর জ্বলন্ত কাগজ খানির শিখা দিয়া বাতির শিখা জ্বলিবার সময় ঐ কাগজের আলো সকল সভাস্থগণ দেখিতে পাইবেন কিন্তু গৃহে আলোময় থাকিলে কেহ টের পাইবে না।

অদগ্ধনীয় সূত্র ।

একটি চিক্রণ অর্থাৎ চৌরস প্রস্তরে একগাছা সূত্র ভাল আঁটিয়া জড়াইয়া সূত্রার শেষাংশ খাইটি উত্তমরূপে তাহাতে গুঁজিয়া রাখিবে, কোন মতে আল্গা না থাকে ; পরে সেই সূত্র জড়ান প্রস্তর খণ্ড প্রজ্বলিত প্রদীপের শিখার উপর ধারণ করিলে দগ্ধ হইবে না ; এবং প্রস্তর উষ্ণ হইবে, কারণ সূত্রেতে উত্তাপ স্থিরতর না থাকিয়া তদুপরে পরিভ্রমণ করিতে থাকিবে। কিন্তু (Asbestos) এসবেষ্টাস নামক এক প্রকার প্রস্তরের সূতা প্রদীপের শিখায় ধারণ করিলে কদাচ দগ্ধ কিম্বা কিছুমাত্র ভস্ম হয় না, এবং তাহা প্রস্তরে ও জড়াইতে হয় না।

কাপড় আড়াল দিয়া শীকার করিলে গুলি ফুঁড়িয়া

যাইবে, কিন্তু কাপড়ে দাগ বা ছিদ্র না হওয়া।

একটা বন্দুকে বাকুদ চামিয়া গুলির পরিবর্তে পারা পুরিয়া কাপড়ের আড়াল দিয়া বন্দুক ছুঁড়িলে, কাপড়ে কোন দাগ বা ছিদ্র হয় না।

ভানুমতীর ইন্দ্রজাল ।

আশ্চর্য্য রঙ ।

প্রথমত এক কাঁচের পাত্রে ৮গুণ জল মিশ্রিত করা গন্ধক-কাল্প আর নীল বড়ি গুলিয়া তাহাতে ঐ পরিমাণে অর্থাৎ যত নিলগোলা সেই পরিমাণ কার্বোনেট আব পোটাশ (Carbonate of Potash) সংযোগ করিবে ; এই মিশ্রিত দ্রব্যে শুভ্র বর্ণ বস্ত্র মগ্ন করিলে, বস্ত্রের নীলবর্ণ হইবে, পীত বর্ণ বস্ত্র মগ্ন করিলে হরিত বর্ণ অর্থাৎ সবুজ হয়, রক্ত বর্ণ বস্ত্র ডুবাইলে বেগুণিয়া রঙ হইবে, আর একখণ্ড নীলবর্ণ, লিটমস কাগজ ঐ মিশ্রিত দ্রব্যে মগ্ন করিলে লোহিত বর্ণ হইবে ।

অঙ্ক সম্বন্ধিয় বিষয় ।

অসম্ভব এবং পেঁচাও অর্থাৎ গোলমালে কথা

বিখ্যাত ৪৫ সংখ্যা ।

কি প্রকারে ৪৫ অঙ্ককে এমত চারিভাগ করা যাইবে, যে যদি প্রথম ভাগে ২ দুই যোগ করা যায়, দ্বিতীয় ভাগ হইতে ২ দুই বাদ দেওয়া যায়, তৃতীয়ভাগকে ২ দুই দিয়া পূরণ করা যায় আর চতুর্থ ভাগকে ২ দিয়া হরণ করা যায় ; তবে তেরিজের একুণ, জমা খরচের বাকি, পূরণের ফল এবং হরণ করিলে যে প্রাপ্ত সংখ্যা সমস্ত সনান অর্থাৎ এক সংখ্যা হয় ?

উত্তর ।

প্রথম অঙ্ক ৮ আটেতে ২ যোগ করিলে ১০ হইবে ।

দ্বিতীয় অঙ্ক ১২ হইতে ২ সংখ্যা বাদ দিলে ১০ বাকি থাকে ।

তৃতীয় অঙ্ক ৫কে ২ দিয়া পূরণ করিলে ১০ ফল হইবে ।

চতুর্থ অঙ্ক ২০কে ২ দিয়া হরিলে ১০ প্রাপ্ত সংখ্যা হইবে ।

নেক্‌ড়িয়া বাঘ, ছাগল এবং কপিশাক ।

কোন সময়ে এক ব্যক্তি একটা নেক্‌ড়িয়া বাঘ, ছাগল এবং কপিশাক সমিভ্যারে লইয়া নদীর তটে, যাইয়া উপস্থিত হইল, এবং নদী পারে যাইতে ইচ্ছা করিল, কিন্তু নৌকাতে তিনি এবং উক্ত তিন দ্রব্যের মধ্যে এক দ্রব্যের অধিক এককালীন যাইতে স্থান হয় না, সুতরাং একটীং করিয়া এমত রূপে পারে যাইতে হইবে, যে নেক্‌ড়িয়া ছাগলকে সংহার করিতে না পারে, এবং ছাগল কপিশাক না খাইতে পারে ; অতএব কি প্রকারে তাহার মানস সিদ্ধ হইবে ?

উত্তর ।

সর্বপ্রথমে ছাগকে লইয়া নদীর পারে রাখিয়া ফিরিয়া আসিয়া, নেক্‌ড়িয়া লইয়া পারে রাখিয়া, ছাগল সমিভ্যারে ফিরে আসিয়া পুনরায় এপারে রাখিয়া কপিশাক অন্য পারে রাখিয়া এপারে আর একবার ফিরিয়া আসিয়া ছাগল লইয়া যাইবে, তাহা করিলে কিছু মাত্র হানি না হইয়া তাহার মানস সিদ্ধি অনায়াসেই হইবে ।

মোছা অঙ্ক আটকালে বলা ।

অর্থাৎ

যদি তুমি কোন ব্যক্তিকে দুটি অঙ্ক প্রস্তাব করিয়া তাহাকে বলিবে, যে এই উভয় অঙ্কের মধ্যে কোন একটি সংখ্যা তুমি আপনার মনে মনে মুছিয়া আমাকে জিজ্ঞাসা কর যে কোন সংখ্যা মুছিয়াছি সে তোমাকে তাহা বলিলে, তুমি অক্লেশে নিম্নে কথিত সঙ্কেত দ্বারা বলিয়া দিবে।

সঙ্কেত ।

কিবল ৯নয় সংখ্যাটি দ্বারা হরণ করা যায় এই প্রকার অঙ্ক বলিতে হইবে, যথা ৩৬, ৬৩, ৮১, ১১৭, ১২৬, ১৬২, ২৬১, ৩৬০, ৩১৫, আর ৪৩২ ।

পরন্তু কোন ব্যক্তিকে, উক্ত সংখ্যা গুলির মধ্যে তোমার ইচ্ছানুসারে দুটি অঙ্ক তাহাকে প্রস্তাব করিয়া কহিবে, যে এই উভয় অঙ্ক তোমার আপনার মনে রাখিয়া দুইটি একত্রে ঠিক দিয়া অর্থাৎ তেরিজ করিয়া একুণ যত হয়, তন্মধ্যে, একটি অঙ্ক মুছিয়া অবশিষ্ট যে অঙ্ক থাকে তাহা তোমাকে বলিতে কহিবে, সে তাহা তোমাকে বলিলে পর, তুমি সে অঙ্ককে ৯নয় কিম্বা ১৮ অষ্টাদশ করিতে হইলে যে সংখ্যা আবশ্যক করে সেই অঙ্কটিই মুছিয়াছ । উদাহরণ যথা—

তিনি যেন ১৬২ এবং ২৬১ সংখ্যা মনে করিয়াছিলেন, তাহা তেরিজ করিলে ৪২৩ সংখ্যা হইল, এই তিন অঙ্কের মধ্যর সংখ্যা অর্থাৎ ২৬ই মুছিলে অবশিষ্ট দুটি সংখ্যা ৪ আর ৩ তিন রহিল, এই দুটি তেরিজ করিলে ৭ সাত হইল,

এই শেষ অঙ্ক ৭সাতকে ৯নয় করিতে ২ সংখ্যা আবশ্যক করে, সুতরাং ঐ ২ দুই সংখ্যা তিনি মনে মুছিয়াছিলেন ।

অসাধ্য সাধন ।

একটি (table) মেজ কিম্বা কাষ্ঠাসনোপরি ৩তিনটি মুদ্রা রাখিয়া সভাস্থ কোন এক ব্যক্তিকে কহিবে, যে মধ্যস্থলের মুদ্রাটি স্পর্শ না করিয়া তুমি গ্রহণ কর ; তিনি কদাচ তাহা গ্রহণে সক্ষম হইবেন না ।

তখন তুমি স্বয়ং, উপস্থিত থাকা ব্যক্তিগণকে বিবিধ বক্তৃতা দ্বারা অন্য মনস্থ করত তাহারা কেহ জানিতে না পারে এইরূপ কোশল দ্বারা উক্ত তিনটি মুদ্রার দুই প্রান্ত-ভাগের এক প্রান্তভাগ হইতে একটা মুদ্রা লইয়া বিপরীত প্রান্তভাগে রাখিলেই মধ্যের মুদ্রাটি স্পর্শ না করিয়া গ্রহণ করা হইল ।

যে কোন সংখ্যা মনে করিলে বলিবার সঙ্কেত ।

যে ব্যক্তি অঙ্ক মনে করে, তাহাকে এই বলিতে হইবে, যে তুমি যত অঙ্ক মনে করিয়াছ তাহা হইতে ১এক লইয়া অবশিষ্ট অঙ্ককে দ্বিগুণ করহ, পরে ঐ দ্বিগুণ করা অঙ্ক হইতে ১ এক বাদ দিয়া প্রথমে যত অঙ্ক মনে করিয়াছ, সেই সমুদায় অঙ্ককে ইহার নিম্নে রাখিয়া তেরিজ করিয়া একুণে যত অঙ্ক হয়, তাহা আমাকে বল ; সে তাহা বলিলে, তুমি তাহাতে ৩ তিন সংখ্যা যোগ করিলে সর্বসুজ্ঞা যত অঙ্ক হইবে, সেই অঙ্কের তৃতীয় অঙ্কটি প্রশ্নের উত্তর হইবে ; অর্থাৎ ঐ অঙ্কই সে ব্যক্তি মনে করিয়াছিল ।

ঐ মতান্তরে কসিবার সঙ্কেত ।

কোন ব্যক্তিকে বলিবে যে তুমি যত অঙ্ক মনে করিয়াছ তাহা তিনগুণ করিয়া যত হয়, তাহাতে এক ১ যোগ করনা-
স্তর ৩তিন দিয়া পূরণ করিলে যে প্রাপ্তসংখ্যা হইবে, তাহাতে
প্রথম মনে করা অঙ্ক যোগ করিবে, তাহা হইতে ৩ তিন
বাদ দিলে যে ফল হয়, সেই অঙ্কটিই জিজ্ঞাস্য অঙ্কের ১০
দশ গুণ হয়, ঐ দশগুণ করা যে কয়েকটি সংখ্যা হইবে,
তাহার দক্ষিণদিগের শূন্যটি ত্যাগ করিলে অবশিষ্ট অঙ্ক
প্রশ্নের উত্তর হয়, অর্থাৎ ঐ অঙ্ক সেই ব্যক্তি মনে করি-
য়াছিল যথা—

উদাহরণ ।

কোন ব্যক্তি যেন ৬ছয় মনে করিয়াছেন, ঐ ৬ছয়কে ৩
তিনগুণ করিলে ১৮ আঠার হয়, তাহাতে ১এক যোগ
করিলে ১৯ হইল, ঐ ১৯ উনিসকে ৩ তিনগুণ করিলে ৫৭
সাতান্ন হয়, তাহাতে ৬ছয় যোগ করিলে ৬৩ তেষাট্টি হইল,
তাহা হইতে ৩তিন বাদ দিলে ৬০ ষাইট হয়, ঐ ষাট সংখ্যার
দক্ষিণের শূন্যটি বাদ দিলে ৬ছয় অঙ্ক সেই ব্যক্তি মনে
করিয়াছিল ।

Boy's own book.

মনস্থ অঙ্কর বলিবার সঙ্কেত ।

হ, ত, দ, খ, প, ঙ, স, ত, কা, লি, না, ধ, আ, গ, ম,

সভান্থ কোন ব্যক্তিকে এই কয়েকটি বর্ণের মধ্যে একাঙ্কর
মনে করিতে বলিবে, সে মনে করিলে পর, চারিটি শ্লোক
তাহাকে শুনাইবে যথা,

১ প্রথম । শুন প্রাণ প্রিয় সহ, মনের মানস কই,

যদি পাই কাণু হেন আমি, ১ ।

২ দ্বিতীয় । জলদ সদৃশ তনু, শশীসমা সুবদনু,

চঞ্চল লোচন গজগামি, ২ ।

৩ য । চূড়ায় অশেষ চাপা, গুণ্ড, মুণ্ড খোপা খোপা,

খগ ইস ধ্বজ জর গামি, ৪ ।

৪ র্থ । গোলকে আখল যার ভবান্নবে কণ্ঠধার,

কি গুণ বর্ণিব আর আমি, ৮ ।

অনন্তর প্রথম শ্লোকে ১ এক অঙ্ক ধরিবে, দ্বিতীয় শ্লোকে দুই, তৃতীয় শ্লোকে ৪ চারি, চতুর্থ শ্লোকে ৮ আট অঙ্ক ধরিবে ; পরন্তু চারিটি শ্লোকের প্রথম শ্লোক শুনাইয়া তাহাকে জিজ্ঞাসা করিবে, যে তোমার মনস্থ অঙ্কের উহার মধ্যে আছে কি না, যদি থাকে, আছে, না থাকিলে না, বলিবে, এই প্রকারে, চারিটি শ্লোক ক্রমশঃ শুনাইয়া জিজ্ঞাসা করিবে ; তাহাতে যে ২ শ্লোকে তাহার মনস্থ অঙ্কের আছে বলিবে, সেই ২ শ্লোকের শেষে যে অঙ্ক আছে তাহা একুন করিলে যত সংখ্যা হইবে, পূর্বোক্ত ১৫টি অঙ্কের মধ্যে সেই সংখ্যা যে অঙ্করটি হয় সেই অঙ্করটি প্রশ্ন জানিবে ।

তাস ক্রীড়া ।

ক্রীড়া করিবার তাসকে পক্ষী করণ ।

প্রথমে গোপনে এক ক্ষুদ্র সজীব পক্ষী আপনার জামা অর্থাৎ অঙ্গরাখার হাতার মধ্যে পুরিয়া রাখিবে । তৎপরে

কৌতুক দর্শাইবার সময় একখানি তাস হস্তে লইয়া সভাস্থ সকলকে দেখাইয়া কহিবে, তোমরা সকলে ভালরূপে নিরীক্ষণ কর, আমি তাস উড়াইয়া পক্ষী করিব, এই বলিয়া হটাৎ হস্ত ফেরাইয়া স্রীয় হস্তের রুদ্ধাঙ্গুলি ও কনিষ্ঠাঙ্গুলি দ্বারা তাসখানি টানিয়া আপনার জামার হাতার মধ্যে পুরিবে, এবং চতুরতা পূর্বক হস্ত নাড়িলে পক্ষিটি হস্তের হাতার মধ্যে হইতে বাহির হইয়া হস্তে পড়িলে দর্শকগণকে দেখাইয়া উড়াইয়াদিবে, ইহা দর্শনে দর্শকগণ ধন্যবাদ দিবেন ।

প্যাকের মধ্য হইতে তাস লাফ দিয়া বাহির হওয়া ।

সভাস্থ কোন ব্যক্তিকে প্যাক হইতে তাস একখানি টানিয়া লইয়া পুনরায় ঐ প্যাক মধ্যে এমত করিয়া রাখিতে কহিবে ; যেন তুমি আপনি ইচ্ছামতে বাহির করিতে পার, ইহা মনে ২ নিশ্চয় করিয়া রাখিবে, অর্থাৎ আটকাল থাকে, এমত করিয়া প্যাকের মধ্যে গুঁজিয়া দিবে । তৎপরে স্রীয় দক্ষিণ হস্তের রুদ্ধাঙ্গুলির নখের ভিতর একটু মোম গুঁজিয়া রাখিয়া আর ১ গাছি কেশের একদিকে ঐ মোমেতে সংলগ্ন করিয়া স্রীয় রুদ্ধাঙ্গুলিতে বন্ধন করিয়া ঐ চুলের অগ্রদিক পূর্বোক্ত তাস খানিতে মোম দিয়া আটকাইয়া সমুদায় তাসগুলি টেবিলের উপর ছড়াইয়া বহুপ্রকার বক্তৃতা করিয়া যাহাতে দর্শকেরা অগ্রমণা হয়, এমত বক্তৃতা করণ পূর্বক ঐ তাসখানি যেন লাফ দিয়া পড়িল, এইরূপে চুলগাছিটি দ্বারা টানিতে হইবে । রজনীযোগে এই কৌতুক দেখাইলে কেহ চাতুরি ধরিতে পারিবে না, এবং প্রশংসা করিবেন ।

মনস্থ তাস বলা ।

প্রথমে ৫২ খানা তাস হইতে ১০ দশ জোড়া অর্থাৎ ২০ খানা লইয়া দশ ভাগে বিভক্ত করিয়া কোন এক জনকে এক ভাগকে মনে করিতে বলিবে, মনে করিলে পরে একই ভাগকে থাক দিয়া নিম্ন লিখিত সংকেতমত সাজাইবে ।

ইংরাজী সংকেত ।

বাঙ্গালী সংকেত ।

Mutus, Dadit,

কবে যাবে, সেই সমাজে,

No Man, Cocis,

ছাড় কু ইচ্ছা, পোড়া পামরে,

M	U	T	U	S
D	A	D	I	T
N	O	M	A	N
C	O	C	I	S

ক	বে	জা	বে	রে
সে	ই	স	মা	জে
ছা	ড়	কু	ই	চ্ছা
পো	ড়া	পা	ম	রো

যথা (M) ক প্রথম পংক্তির প্রথম অক্ষর ও তৃতীয় পংক্তির তৃতীয়াক্ষর এই কারণে প্রথম জোড়ার একখানি প্রথম পংক্তির প্রথম অক্ষর স্থানে, ও অপর খানি তৃতীয় পংক্তির তৃতীয়াক্ষর স্থানে দ্বিতীয় জোড়ার এক খানি প্রথম পংক্তির দ্বিতীয়াক্ষর স্থানে ও অপর খানি ঐ পংক্তির চতুর্থাক্ষর স্থানে তৃতীয় জোড়ার এক খানি প্রথম পংক্তির তৃতীয়াক্ষর স্থানে ও অপর খানি দ্বিতীয় পংক্তির পঞ্চমাক্ষর স্থানে, এই প্রণালী ক্রমে সমান অক্ষর স্থানে সাজাইবে, পরন্তু সেই ব্যক্তিকে জিজ্ঞাসা করিবে যে তোমার মনস্থ তাস কোন পংক্তিতে আছে, সে যদি দ্বিতীয় ও তৃতীয় পংক্তিতে আছে বলে

তাহা হইলে (A) ই, হইবে, যদিহাৎ তৃতীয় ও চতুর্থ পংক্তিতে বলে তাহা হইলে (O) ড় হইবে ।

ইচ্ছামত তাস চাহিলে না দেখিয়া দেওয়া ।

প্রথমে ৫২ খানি তাস লইয়া, প্রত্যেক রঙের টেকা দুই তিরি অবধি সাহেব পর্য্যন্ত ১৩ খানা চারি ভাগ ভিন্ন করিয়া রাখিবে; অথবা কইতনের ১৩ খানার উপর হরতনের ১৩ খানা তরুপরে ইক্ষাপনের ১৩ খানা তাহার উপর চিড়িতনের ১৩ খানা এই প্রণালীক্রমে দর্শকগণের অগোচরে পরে সাজাইয়া প্রতি রঙ জানিবার জন্যে একই কাগজের ফালি দিয়া বা যার পর যে রঙ মনে রাখিবে; যে যে তাস চাহিবে অনায়াসে দেওয়া যাইবে । উদাহরণ যথা, মনে কর কেহ কইতানের ৭তা চাহিয়াছে, তখন টেকাবধি সপ্তম খানা গুণিলে ৭তা হইবে, এইরূপে যে যাহা চাহিবে সহজে দেওয়া যাইবে ।

প্রথমখণ্ড সমাপ্ত ।

